মুখোস

আন্তন চেখভ

BanglaBook.org

মুখোস

আন্তন চেখভ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভস্তক
৭১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা: ৭০০ ০০৯

ANTON CHEKHOV
SHORT NOVELS AND STORIES
(in Bengali)

First Indian edition 1991
(Not for Export)

Published by

79, M. G. Road, Calcutta-700 009

By arrangement with
RADUGA Publishers
MOSCOW

Cover Design Judhajit Sengupta

Printed at
KALANTAR PRESS
30/6, Jhautala Road,
Calcutta-700 017.

ISBN 81-85547-15-7

মূল্য ১৫·০০ টাকা (Rupees Fifteen only)

সূচীপত্র

ভূমিকা	৫
মুখোশ	১৮
কেরানির মৃত্যু	২৪
শোক	২৭
ইয়োনিচ	৩৩
কুকুরসঙ্গী মহিলা	৫২
শত্রু	৬৯
খানায়	৮২
টীকা-টিপ্পনী	১২১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

আন্তন পাভ্‌লভিচ চেখভ*

কুচুক-কৈ*) গ্রামে তাঁর ছোট একখণ্ড জমি আর ছোট্ট একটা সাদা দোতলা বাড়ি ছিল। একবার সেখানে তাঁর বাড়িতে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমাকে তিনি তাঁর 'তালুক' দেখাতে দেখাতে সোৎসাহে বলতে শুরু করলেন :

'আমার যদি অনেক টাকা থাকত, তাহলে এখানে আমি পাড়াগাঁয়ের অসুস্থ স্কুল-মাস্টারদের জন্য স্যানাটরিয়ম বানাতাম। জানেন, আমি আলো-বাতাস খেলানো—প্রচুর আলো-বাতাস খেলানো এমন একটা দালান তুলতাম, যার জানলা-গুলো হত বিরাট বিরাট, ছাদের সিলিং—অনেক উঁচু। আমার সুন্দর একটা লাইব্রেরী থাকত, নানা রকমের বাজনার যন্ত্রপাতি থাকত, মৌমাছি চাষের ব্যবস্থা, সবজি বাগান আর ফলের বাগান থাকত, কৃষিবিজ্ঞান, জলবায়ু আর আবহাওয়ার ওপর বক্তৃতা দেওয়া যেত! একজন শিক্ষকের সব জানা দরকার—বুঝলেন কিনা, সব!'

বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন, কাশলেন, একপাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর স্বাভাবিক মৃদু হাসি হাসলেন—তাঁর সেই কোমল, স্নিগ্ধ হাসি ছিল এমনই যে কখনও তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ না ক'রে, তাঁর কথায় বিশেষ, সুগভীর মনোযোগ না দিয়ে পারা যেত না।

'আমার এই উদ্ভট কল্পনা আপনার শুনতে বেজার ল্যাগছে, তাই না? আমি কিন্তু এ নিয়ে বলতে ভালোবাসি। যদি জানতেন রাশিয়ার গাঁয়ে ভালো, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত স্কুল-মাস্টারের কত দরকার! আমাদের রাশিয়ায় তাঁদের জন্য বিশেষ অবস্থা গড়ে তুলতে হবে, আর সেটা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যেহেতু আমরা বুঝতে পারছি যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার না হলে কম পোড়া ইটে তৈরি বাড়ির যে দশা হয়, রাষ্ট্রও তেমনি ধসে পড়ে! স্কুল-মাস্টারকে হতে হবে অভিনেতা, শিল্পী, তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতে হবে নিজের কাজকে; অথচ আমাদের স্কুল-মাস্টারদের দিতে তাকিয়ে দেখুন—মাটি-কাটা-মজুর, অর্ধ-শিক্ষিত—নির্বাসনে যেতে তাঁরা যতটা আগ্রহী ঠিক ততটাই আগ্রহী ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য গ্রামে যেতে। তাঁরা বুভুক্ষু, নিপীড়িত, তাঁদের সব সময় ভয় পাছে রুজি রোজগার হারান। অথচ যেটা দরকার তা হল স্কুল-মাস্টার যেন চাষীর সমস্ত

---

* ঈষৎ সংক্ষেপিত।—সম্পাঃ

* চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

BanglaBook.org

প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা যেন চাষীদের ভক্তিশ্রদ্ধা উদ্রেক করে, মনোযোগ আকর্ষণ করে, যেন কারও সাধ্য হয় না তাঁর ওপর গলা চড়ানোর... তাঁর মর্যাদা হানি করার, যেমন ক'রে থাকে আমাদের দেশের যে-কেউ—গাঁয়ের পুলিশ-কনস্টেবল, বড়লোক, দোকানদার, পুরুতঠাকুর, থানার বড়কর্তা, স্কুলের পৃষ্ঠপোষক*, মোড়ল* এবং সেই সরকারী কর্মচারীটি, যিনি নামে স্কুলের ইনস্পেক্টর হলে কী হবে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না, ব্যস্ত থাকেন কেবল ডিস্ট্রিক্ট সার্কুলার অক্ষরে অক্ষরে তামিল করার কাজে। জনগণকে মানুষ করার কাজে—মনে রাখবেন, জনগণকে মানুষ করার কাজে—যে-মানুষকে ডেকে আনা হয়েছে, তাঁকে নগণ্য কয়েক কপর্দক পারিশ্রমিক দেওয়া অদ্ভুত, হাস্যকর! সে লোক শতছিন্ন বস্ত্র পরে ঘুরে বেড়াবেন, স্যাঁতসেঁতে ভাঙাচোরা স্কুলবাড়ির মধ্যে ঠাণ্ডায় হিহি করে কাঁপবেন, কয়লার গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হবেন, সর্দিকাশিতে ভুগবেন, তিরিশ বছর বয়স হতে না হতে শ্বাসকষ্ট, বাত আর যক্ষ্মারোগে জর্জরিত হয়ে পড়বেন—এ হতে দেওয়া যায় না! এটা যে আমাদের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার! আমাদের শিক্ষকেরা বছরে আট নয় মাস কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কাটান, দুটো কথা বলার মতো লোক নেই; বইপুথি ছাড়া, আমোদপ্রমোদ ছাড়া, নিঃসঙ্গতার মধ্যে থেকে ভোঁতা হয়ে যান। তিনি যদি সাহস ক'রে বন্ধুবান্ধবকে বাড়িতে ডাকেন, তাহলে লোকে তাঁকে দোষ দেবে, বলবে খুব একটা নির্ভরযোগ্য লোক নন। মূর্খের প্রলাপ! আর এই দিয়েই ধূর্ত লোকেরা বোকাদের ভয় দেখায়!.. সমস্ত ব্যাপারটা ন্যক্কারজনক... যে-মানুষ একটা ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট কাজ করছেন এ যেন তাঁর ওপর এক ধরনের বিদ্রূপ। জানেন, আমি যখন কোন শিক্ষককে দেখি, তাঁর ভীরু সংকোচের জন্য, তাঁর পরনে বিশ্রী জামা-কাপড় দেখে তাঁর সামনে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি—আমার মনে হয় শিক্ষকের এই দুর্দশার জন্য আমি নিজেও যেন কতকটা দোষী—সত্যি বলছি!'...

তাঁর বড় সুন্দর চোখদুটির ওপর বিষাদের গাঢ় ছায়া পড়ল, চোখের চারপাশে সূক্ষ্ম কুঞ্চনরেখা ভিড় করে এসে তাঁর দৃষ্টিকে গভীর করে তুলল। তিনি চারধারে দৃকপাত করলেন, তারপর নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করে বললেন:

'দেখলেন ত একটা উদারনৈতিক কাগজের পুরো একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আপনার ওপর ঝেড়ে দিলাম। আসুন, আসুন, আপনার এই ধৈর্যের জন্য আপনাকে আমি চা খাওয়াব।'

এরকম তাঁর প্রায়ই হত। বেশ দরদ দিয়ে, গুরুত্বের সঙ্গে, আন্তরিকভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎই নিজেকে নিয়ে, নিজের কথা নিয়ে হাসা হাসেন। আর এই কোমল, বিষণ্ণ হাসির অন্তরালে অনুভব করা যেত এমন একজন মানুষের সূক্ষ্ম সন্দেহপ্রবণতা, যিনি নিজের কথার মূল্য সম্পর্কে, স্বপ্নের মূল্য সম্পর্কে সচেতন। এই বাঁকা হাসির মধ্য থেকেও প্রকাশ পেত তাঁর স্নিগ্ধ বিনয় সূক্ষ্ম কোমলতা।

আমরা ধীর পদক্ষেপে, নীরবে বাড়ির দিকে চললাম। দিনটা ছিল ঝকঝকে, গরম; সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ক্রীড়াশীল তরঙ্গমালার কলরোল শোনা যাচ্ছিল। পাহাড়ের পায়ের কাছে কোথায় যেন একটা কুকুর কী কারণে যেন খুশি হয়ে

BanglaBook.org

সোহাগভরে মৃদু ডাকছে। চেখভ আমার বাহু চেপে ধরে খুকখুক করে কাশতে কাশতে ধীরে ধীরে বললেন :

'লজ্জার কথা, দুঃখেরও বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি—এমন অসংখ্য লোক আছে যারা কুকুরকে হিংসে করে...'

পরক্ষণেই তিনি হাসতে হাসতে যোগ করলেন :

'আমি আজকে বুড়ো হাবড়ার মতো সমস্ত কথা বলছি—তার মানে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি !'

হামেশাই তাঁর মুখে শুনতে পেতাম :

'এখানে, বুঝলেন কিনা, একজন স্কুল-মাস্টার এসেছেন... অসুস্থ, লোকটি বিবাহিত—আপনি কি তাঁকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারেন ? আপাতত আমি অবশ্য তাঁর একটা ব্যবস্থা করেছি...'

কিংবা :

'শুনুন গোর্কি ! একজন স্কুল-মাস্টার আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কোথাও বেরোতে পারেন না, অসুস্থ। আপনি তাঁর কাছে গেলে পারতেন—যাবেন ত ?'

নয়ত :

'এই যে স্কুলের দিদিমণিরা বই চেয়ে পাঠিয়েছেন...'

কখন কখন এই 'স্কুল-মাস্টার' নামক জীবটিকে তাঁর বাড়িতে দেখতে পেতাম। সচরাচর স্কুল-মাস্টার যেমন হয়ে থাকেন—নিজের আনাড়িপনা সম্পর্কে সচেতনতা-বশত লজ্জায় লাল, বসে আছেন চেয়ারের এক প্রান্তে, যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দ ও 'শিক্ষিত' ভাব দেখিয়ে কথা বলার চেষ্টায় বেছে বেছে শব্দ বার করতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছেন ; কিংবা একজন বাড়াবাড়ি ধরনের লাজুক লোক, লেখকের চোখে যাতে নিজেকে বোকা-বোকা না দেখায় তার জন্য সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্ত হলে অবস্থাটা যা হয় সেই রকম গায়েপড়া ভাব নিয়ে আন্তন পাভ্‌লভিচের ওপর এমন সব প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করে চলেছেন যেগুলো ঠিক এই মুহূর্তের আগে আর কখনও তাঁর মাথায় আসত কিনা সন্দেহ।

আন্তন পাভ্‌লভিচ মন দিয়ে লোকটির অসংলগ্ন ভাষণ শুনতেন ; তাঁর বিষণ্ণ চোখে হাসির ঝিলিক খেলে যেত, তাঁর মাথার দুপাশের রগের কুঞ্চনরেখায় শিহরণ দেখা দিত, তারপর তিনি তাঁর গভীর, কোমল কণ্ঠে—যেন নিস্তেজ সেই কণ্ঠস্বর—নিজেই বলতে শুরু করতেন সহজ সরল, স্পষ্ট কথা, মাটির কাছাকাছি কথা। সঙ্গে সঙ্গে আলাপের সঙ্গী ব্যক্তিটি যেন সহজ হয়ে আসতেন, তিনি আর নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জাহির করার চেষ্টা করতেন না, আর তার ফলে তৎক্ষণাৎ তিনি হয়ে উঠতেন আরও বুদ্ধিমান, আরও আকর্ষণীয়।

মনে আছে একজন শিক্ষকের কথা। লম্বা, রোগা, অনাহারক্লিষ্ট হলুদ রঙের মুখ, লম্বা-কুঁজোটে নাকটা বিষণ্ণভাবে বেঁকে নেমে এসেছে চিবুকের দিকে। বসে ছিলেন আন্তন পাভ্‌লভিচের মুখোমুখি, কালো চোখের স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ খাদের সুরে বলছিলেন :

BanglaBook.org

'শিক্ষার মরশুম জুড়ে অস্তিত্বের এহেন অভিজ্ঞতা থেকে মনের ভেতরে বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে এমন এক পিণ্ড গড়ে ওঠে যার ফলে পারিপার্শ্বিক জগৎকে তার বস্তুরূপে দেখার যাবতীয় সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করে। অবশ্য এও ঠিক যে জগৎ আসলে তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়...'

এখানে দর্শনের ক্ষেত্রে এসে পড়ায় স্কুল-মাস্টার পিছল জায়গার ওপর মাতালের মতো পা ফেলতে লাগলেন।

চেখভ অনুচ্চ স্বরে, মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন ত, আপনাদের জেলায় বাচ্চাদের ধরে যে পেটায়, সেই লোকটা কে?'

স্কুল-মাস্টার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, ক্ষুব্ধ হয়ে হাত নেড়ে বললেন :

'বলেন কী আপনি? আমি? আমি পেটাব? কক্ষনো নয়!'

তিনি মনে মনে আহত হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলেন।

'আপনি অমন উতলা হয়ে পড়বেন না,' তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে মৃদু হেসে আন্তন পাভ্‌লভিচ বলে চললেন, 'আমি কি আপনার কথা বলছি নাকি? তবে আমার মনে আছে, কাগজে পড়েছি, কে যেন পেটায়, আপনাদের জেলাতেই...'

স্কুল-মাস্টার এবারে চেয়ারে গিয়ে বসলেন, ঘর্মাক্ত মুখ মুছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চাপা খাদের সুরে বললেন

'ঠিক কথা! এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে। সে হল মাকারভ। আশ্চর্যের কিছু নয়—জানেন! ব্যাপারটা ভয়ংকর, কিন্তু কারণ বোঝা যায়। বিবাহিত, চারটে ছেলেপুলে, স্ত্রী অসুস্থ, নিজেও—ক্ষয়রোগে ভুগছে, মাইনে—বিশ রুবল... আর স্কুল—পাতাল-কুঠুরি, মাস্টারের জন্য ঘর মাত্র একটা। এরকম পরিস্থিতিতে লোকে কোন দোষ ছাড়াই স্বর্গের দেবদূতকেও ধরে পেটাতে পারে, আর ছাত্ররা—বিশ্বাস করুন, তারা মোটেই কেউ নিষ্পাপ দেবশিশু নয়!'

যে-মানুষটি এই কিছুক্ষণ আগেও চেখভকে চমকে দেবার জন্য তাঁর ভাণ্ডারের চোখা চোখা শব্দ ব্যবহারে কোন রকম কার্পণ্য করেন নি, এখন তিনি ভয়ংকর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বাঁকা নাক নাচাতে নাচাতে পাথরের মতো ভারী ভারী, সাদামাঠা কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন ; রাশিয়ার পল্লী অঞ্চলে যেভাবে জীবন অতিবাহিত হচ্ছে তাঁর কথাগুলি সেই অভিশপ্ত ও ভয়ংকর সত্যের ওপর উজ্জ্বল আলোকপাত করছে।

গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় স্কুল-মাস্টার তাঁর ছোট্ট শুকনো হাত আর সরু সরু আঙুলগুলো দু'হাতে চেপে ধরে মৃদু ঝাঁকিয়ে বললেন :

'আমি যখন আপনার কাছে আসছিলাম তখন মনে হচ্ছিল, যেন ওপরওয়ালা কারও কাছে চলেছি—কী লজ্জা আর ভয়!—ভয়ে আমি কাঁপছিলাম, একটা টার্কি-মোরগের মতো উত্তেজনায় যেন আমার গায়ের পালক খাড়া হয়ে উঠেছে। আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে আমি একজন ফেলনা লোক নই, কিন্তু এখন এই দেখুন, আপনাকে ছেড়ে যাবার সময় মনে হচ্ছে আমি যেন এমন একজন ভালো মানুষ, একজন আপনার লোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি যে-লোক সব বুঝতে পারে। সব বুঝতে পারা—কী বড় জিনিস! আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ! আমি যাচ্ছি, যাবার সময় আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি একটা ভালো, সুন্দর চিন্তা—আমরা যাদের মধ্যে বাস করছি সেই সব চুনোপুঁটির চেয়ে বড় বড় লোকেরা কিন্তু

BanglaBook.org

অনেক সরল, আমাদের অনেক বেশি বোঝে, আমাদের মতন গরিব লোকজনের মনের অনেক কাছাকাছি। আচ্ছা চলি! আপনাকে আমি কখনও ভুলব না...'

তাঁর নাকটা সামান্য কেঁপে উঠল, ঠোঁট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রসন্ন হাসিতে। অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি যোগ করলেন :

'তবে সত্যি কথা বলতে গেলে কি, পাজী লোকেরাও হতভাগা—চুলোয় যাক গে!'

তিনি চলে যেতে আন্তন পাভ্‌লভিচ দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করে মৃদু হেসে বললেন, 'খাসা ছোকরা। বেশি দিন অবশ্য পড়ানোর কাজে টিকবে না...'

'কেন?'

'ওর ওপর নির্যাতন চলবে...ওকে তাড়াবে...'

আমার মনে হয় আন্তন পাভ্‌লভিচের উপস্থিতিতে যে-কোন মানুষ তার নিজের অজ্ঞাতসারে ভেতরে ভেতরে আরও সরল ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার, আরও বেশি করে আত্মস্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করত ; অসভ্য জংলী লোকেরা যেমন মাছের দাঁত আর ঝিনুকের অলঙ্কারের সাজগোজ করে, তেমনি নিজেকে ইউরোপীয় বলে জাহির করার চেষ্টায় রুশী মানুষ কেতাবী ভাষা আর কেতা-দুরস্ত চটকদার শব্দ এবং আরও বহু সস্তাদরের সাজে তাঁর সামনে আসার পর কী ভাবে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, একাধিকবার সে ঘটনা লক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। আন্তন পাভ্‌লভিচ মাছের দাঁত আর মোরগের পালক পছন্দ করতেন না ; নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য লোকে যে-সমস্ত বাহারে, ধার-করা অলঙ্কার ধারণ ক'রে ঝঙ্কায় তুলে বেড়ায় তাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন, আমি লক্ষ করেছি যে এরকম অতিরিক্ত বেশভূষাধারী কাউকে সামনে দেখতে পেলেই, যেন তার—আলাপের সঙ্গী সেই ব্যক্তির—আসল চেহারা আর প্রাণবন্ত সত্তাকে বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করার, অসহ্য ও অপ্রয়োজনীয় চাকচিক্যের বন্ধন থেকে সেই লোকটিকে মুক্ত করার একটা ইচ্ছে তাঁকে পেয়ে বসত। সারা জীবন আন্তন চেখভ তাঁর নিজের আত্মার উপকরণে কাটিয়েছেন, চিরকাল তিনি ছিলেন আত্মস্থ, অন্তরে মুক্ত। কারা তাঁর কাছ থেকে কী আশা করছে, কারাই বা—যারা একটু স্থূল ধরনের—তাঁর কাছ থেকে কী দাবি করছে, এ সবের ধার তিনি কখনও ধারতেন না। বর্তমান মুহূর্তে যার একটা ভদ্রগোছের পোশাক পর্যন্ত নেই, তার পক্ষে ভবিষ্যতে মখমলের পোশাক পাওয়া নিয়ে আলোচনা করা যে রসিকতার পরিচায়ক ত নয়ই বরং হাস্যকর, একথা ভুলে গিয়ে আমাদের পরম প্রিয় রুশী মানুষটি 'বড় বড় বিষয়' নিয়ে কথা বলে যখন বেশ মজা পায় তখন চেখভ কিন্তু তা পছন্দ করতেন না।

তাঁর সারল্য ছিল সুন্দর ধরনের, যা কিছু সরল, খাঁটি আর অকপট তা তিনি ভালোবাসতেন, অন্য মানুষকে সরল করে তোলার একটা নিজস্ব উপায় তাঁর ছিল।

একবার অতি জমকাল পোশাক পরিচ্ছদ পরে তিনজন মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। রেশমি পেটিকোটের খসখস আওয়াজ আর উগ্র সেন্টের গন্ধে তাঁর ঘর ভরপুর হয়ে উঠল। তাঁরা বেশ জাঁক করে গৃহকর্তার মুখোমুখি

BanglaBook.org

আসন গ্রহণ করলেন, তারপর যেন রাজনীতির ব্যাপারে খুব আগ্রহী এই রকম ভাব করে একের পর এক 'প্রশ্ন উত্থাপন' করতে লাগলেন।

'আন্তন পাভ্‌লভিচ, যুদ্ধের পরিণতি কী হবে বলে আপনি মনে করেন?'

আন্তন পাভ্‌লভিচ কাশলেন, একটু ভেবে নিয়ে তাঁর গম্ভীর ও মধুর কণ্ঠে নরমভাবে বললেন :

'সম্ভবত, শান্তি...'

'হ্যাঁ, সে ত বটেই। কিন্তু জিতবে কে? গ্রীকরা না তুর্কীরা?'

'আমার মনে হয়, যাদের শক্তি বেশি তারাই জিতবে।'

'আচ্ছা, কোন্ পক্ষের শক্তি বেশি বলে আপনার মনে হয়?' মহিলারা হৈহৈ করে উঠে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'যারা বেশি ভালো খাবারদাবার খায়, যাদের শিক্ষাদীক্ষা বেশি...'

'ওঃ কী রসিক আপনি!' একজন সোল্লাসে বলে উঠলেন।

'আচ্ছা, আপনি কাদের বেশি পছন্দ করেন—গ্রীকদের না তুর্কীদের?' আরেকজন জিজ্ঞেস করলেন।

আন্তন পাভ্‌লভিচ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর বিনীত ও নম্র হাসি হেসে উত্তর দিলেন :

'আমি জেলি-লজেন্স পছন্দ করি...আপনি পছন্দ করেন কি?'

'ওঃ খুব!' ভদ্রমহিলা উৎসাহভরে চেঁচিয়ে বললেন।

'কী সুন্দর গন্ধ!' আরেকজন গম্ভীরভাবে সমর্থন জানিয়ে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই পরম উৎসাহভরে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন, বিষয়টার ওপর তাঁদের রীতিমতো দখল আর সূক্ষ্ম জ্ঞানেরও পরিচয় তাঁরা দিলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল, ইতিপূর্বে যাদের বিষয়ে তাঁরা এতটুকু চিন্তা করেন নি তাদের নিয়ে—গ্রীক আর তুর্কীদের নিয়ে, তাঁদের যেন দারুণ মাথা-ব্যথা, এই রকম ভান করে মস্তিষ্ককে যে আর ভারাক্রান্ত করতে হচ্ছে না এতে তাঁরা খুব খুশি।

যাবার সময় তাঁরা খুশিমনে আন্তন পাভ্‌লভিচকে কথা দিলেন : 'আমরা আপনাকে জেলি-লজেন্স পাঠাব!'

ওঁরা চলে যাবার পর আমি মন্তব্য করলাম, 'আপনার আলোচনার ধারাটা চমৎকার!'

আন্তন পাভ্‌লভিচ আমার কথায় অনুচ্চ শব্দে হেসে উঠে বললেন :

'যেটা দরকার তা হল প্রত্যেকটি মানুষ যেন তার নিজের ভাষায় কথা বলে।'

আরেকবার আমি এক অল্পবয়সী সুন্দর চেহারার অ্যাসিস্টেন্ট পাব্‌লিক প্রসিকিউটরকে তাঁর বাড়িতে দেখতে পেলাম। চেখভের সামনে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুল মাথা ঝাঁকিয়ে চটপট ভাষায় বলছিল :

'আপনি, আন্তন পাভ্‌লভিচ, 'দুষ্কৃতকারী' গল্পে আমার সামনে এক অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন রেখেছেন। দেনিস গ্রিগরিয়েভের*) মধ্যে যদি আমি সজ্ঞানে দুষ্কর্ম করার ইচ্ছা দেখতে পাই, তাহলে আমার কাজ হবে, সমাজের স্বার্থে, বিন্দু-মাত্র ইতস্তত না করে দেনিসকে জেলখানায় পোরা। কিন্তু লোকটা অসভ্য, জংলী। সে যা করছে তা যে অপরাধ তা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। ওর জন্য আমার মায়া

BanglaBook.org

হয়! কোন মানুষ না বুঝেশুনে কাজ করলে তার প্রতি আমাদের যে রকম মনোভাব হয় আমি যদি তাকে সেই দৃষ্টিতে দেখি এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ি, তাহলে সমাজকে আমি কী বলে গ্যারাণ্টি দিতে পারি যে দেনিস ফের রেললাইনের বল্টু ঢিলে করে দিয়ে রেল দুর্ঘটনা ঘটাবে না? এখানেই ত প্রশ্ন! কী করা এক্ষেত্রে?'

কথা শেষ করে সে চেয়ারের পিঠে ঝট করে গা এলিয়ে দিয়ে স্থিরসন্ধানী দৃষ্টি মেলে আন্তন পাভ্লভিচের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার গায়ের ইউনিফর্মটা ছিল আনকোরা নতুন; ন্যায়বিচারের তরুণ উৎসাহদাতার নির্মল মুখের ওপর তার চোখজোড়া যেমন দেখাচ্ছিল, ঠিক তেমনি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে, ফ্যালফ্যাল ক'রে তার বুকের ওপর ঝলক দিচ্ছিল বোতামগুলি।

আন্তন পাভ্লভিচ গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি যদি বিচারক হতাম, তাহলে আমি দেনিসকে বেকসুর খালাস করে দিতাম।'

'কিসের ভিত্তিতে?'

'আমি তাকে বলতাম, 'ওহে দেনিস, একজন সচেতন অপরাধীর টাইপ তুমি এখনও হয়ে উঠতে পার নি; যাও, সেরকম পাকা হয়ে তারপর এসো!' '

আইনজীবীটি হেসে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য ধারণ করে বলতে লাগল:

'না, আন্তন পাভ্লভিচ মশাই, আপনি যে সমস্যাটি উত্থাপন করেছেন তার একমাত্র সমাধান হতে পারে সমাজের স্বার্থে—যে সমাজের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। দেনিস অসভ্য, জংলী ঠিকই, কিন্তু যা-ই বলুন না কেন সে একজন অপরাধী—এটাই হল অন্তর্নিহিত সত্য।'

'আপনি গ্রামোফোন পছন্দ করেন?' আচমকা মধুর কণ্ঠে আন্তন পাভ্লভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যা অবশ্যই! খুব পছন্দ করি! অপূর্ব আবিষ্কার!' যুবকটি চটপট উত্তর দিল।

'আমি কিন্তু গ্রামোফোন সহ্য করতে পারি না!' বিষণ্ণ কণ্ঠে আন্তন পাভ্লভিচ স্বীকার করলেন।

'কেন?'

'দেখুন না কেন, গ্রামোফোনের গান বাজনার মধ্যে আবেগ-অনুভূতির কোন বালাই নেই। ওর ভেতর থেকে যে-সমস্ত আওয়াজ বেরোয় সেগুলো ক্যারিকেচার গোছের, নিষ্প্রাণ...আপনি কি ফোটোগ্রাফি চর্চা করেন?'

দেখা গেল আইনজীবীটি ফোটোগ্রাফির দারুণ ভক্ত। ফোটোগ্রাফির প্রসঙ্গ উঠতেই সে মহা উৎসাহে ঐ বিষয় নিয়ে কথায় মেতে উঠল—গ্রামোফোন নামে যে 'অপূর্ব আবিষ্কারের' সঙ্গে তার মিল সম্পর্কে চেখভ এমন সূক্ষ্ম ও যথাযথ মন্তব্য করলেন সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ তার দেখা গেল না। আমি আরও একবার দেখতে পেলাম ইউনিফর্মের তলা থেকে যেন উঁকি মারছে বেশ মজার আর প্রাণবন্ত এমন একজন মানুষ যে শিকারের জায়গায় কুকুরছানার মতোই সবে জীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

উঠে যুবককে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে আন্তন পাভ্‌লোভিচ বিষণ্ণ-ভাবে বললেন :

'এই যে ন্যায়বিচারের আসনে এরা...এই ব্রণগুলোই কিনা মানুষের ভাগ্য নিয়ে খবরদারি করে।'

একটু চুপ করে থেকে পরে যোগ করলেন :

'আইনজীবীরা মাছ ধরতে বড় ভালোবাসে। বিশেষত কই মাছ !'

যেখানে সেখানে ইতরতা খুঁজে বার করা এবং তার ওপর জোর দিতে পারার একটা কৌশল তাঁর ছিল—এ কৌশল কেবল সে মানুষেরই আয়ত্তে থাকা সম্ভব, জীবনের কাছে যার নিজের দাবিদাওয়া বেশ উঁচু ধরনের ; মানুষকে সরল, সুন্দর ও সুসমঞ্জস দেখার প্রবল বাসনাই হল এর একমাত্র উৎস। তিনি ছিলেন চিরকাল ইতরতার নির্মম ও কঠোর বিচারক।

...অল্প বয়সে ইতরতাকে মনে হয় নেহাৎই মজার আর তুচ্ছও বটে। একটু একটু করে তা মানুষকে ঘিরে ধরে, তার ধূসর কুয়াশা কাঠকয়লার ধোঁয়া বা বিষ-বাষ্পের মতো মানুষের মগজ আর রক্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—মানুষ তখন হয়ে পড়ে মরচে-পড়া ক্ষয়ে-যাওয়া একটা পুরনো সাইনবোর্ডের মতো—মনে হয় তার ওপর কী যেন আঁকা বা লেখা আছে, কিন্তু কী, তা বোঝা অসম্ভব।

আন্তন চেখভ তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলিতেই ইতরতার অস্পষ্ট মহা-সমুদ্রের মধ্যে তার ট্র্যাজিডিসুলভ বিষাদঘন পরিহাস প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। হাসির কথা আর হাস্যকর পরিস্থিতির পেছনে লেখক যে দুঃখের সংগে কত নির্মম ও অপ্রীতিকর জিনিস দেখেছেন এবং সসংকোচে গোপন করেছেন তাঁর 'হাসির' গল্পগুলি একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

তাঁর বিনয় ছিল সাত্ত্বিক পর্যায়ের। লোককে যে মুখ ফুটে জোর গলায়, খোলাখুলি বলবেন—'তোমরা ভদ্র হও না কেন ?...আরও ভদ্র হতে পার না !' —সে অভ্যাস তাঁর ছিল না। বৃথাই তিনি মনে মনে আশা করতেন যে তারা নিজেরা এক সময় না এক সময় বুঝতে পারবে ভদ্র হওয়াটা তাদের পক্ষে একান্ত দরকার। সমস্ত রকম ইতরতা ও নোংরামির প্রতি নিজের ঘৃণার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি একজন কবির উদাত্ত ভাষায়, হাস্যরসিকের মৃদু হাসি দিয়ে জীবনের নীচতার বর্ণনা দিয়েছেন ; তাঁর গল্পের অপূর্ব বাহ্য চেহারার অন্তরালে তিক্ত ভর্ৎসনাপূর্ণ যে গভীর অর্থটি আছে তা বিশেষ লক্ষ করা যায় না।

পরম মান্যবর পাঠকসাধারণ 'আল্‌বিওনের কন্যা'*) গল্পটি পড়তে পড়তে হাসেন, কিন্তু এই গল্পে সবকিছু থেকে এবং সকলের কাছ থেকে দূরের একজন নিঃসঙ্গ মানুষের ওপর কোন এক অন্নতৃপ্ত জমিদারবাবুর অতি নীচ ধরনের যে উপহাস আছে তা কদাচিৎ তাদের নজরে পড়ে। আর আন্তন পাভ্‌লোভিচের প্রতিটি হাসির গল্পের মধ্যে আমি শুনতে পাই খাঁটি মানবহৃদয়ের সত্যিকারের এক গভীর, অনুচ্চ দীর্ঘশ্বাস ; মানুষ যে তার মানবিক গুণকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, সে যে কোন রকম ওজর-আপত্তি না করে পশুশক্তির অধীনতা মেনে নিয়ে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করে, প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব তৈলাক্ত খাবার

BanglaBook.org

গেলার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করে না এবং বলবান ও উদ্ধত স্বভাবের কারও হাতে মার খাওয়ার আশংকা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারে না—এর জন্য শুনতে পাই মানুষের প্রতি সমবেদনাবশত হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

আন্তন পাভ্‌লভিচের মতো আর কেউ জীবনের তুচ্ছ সামগ্রীর ট্র্যাজিডি এত স্পষ্ট করে, এমন সূক্ষ্মভাবে ধরতে পারত না, মধ্যবিত্ত কূপমন্ডূক প্রাত্যহিকতার অস্পষ্ট এলোমেলো চেহারার মধ্যে মানুষের যে লজ্জাজনক ও করুণ চিত্র লুকিয়ে আছে ইতিপূর্বে আর কেউ এমন নির্মমভাবে তার সত্য রূপ তুলে ধরতে পারে নি।

তাঁর শত্রু ছিল ইতরতা। সারা জীবন তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এই ইতরতাকে তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন, নির্লিপ্ত, তীক্ষ্ম লেখনীতে তার রূপ এঁকেছেন, এমন কি যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সব বেশ ভালোভাবে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী করে, এমন কি সাড়ম্বরে সাজানো, সেখানেও তিনি ইতরতার ছাতলা খুঁজে বার করতে পারতেন। এর জন্য ইতরতা অতি বিশ্রী একটা চালাকি খাটিয়ে তাঁর ওপর প্রতিশোধ নিল : তাঁর মৃতদেহ—একজন কবির মৃতদেহ, ঝিনুক চালানের ওয়াগন করে মস্কোয় চালান গেল।

সেই ওয়াগনটার সবুজ রঙের নোংরা ছোপ আমার মনে হয় ক্লান্ত শত্রুর ওপর ইতরতার বিজয়োল্লাস ছাড়া আর কিছু নয়, আর যত হাটুরে খবরের কাগজের অসংখ্য 'স্মৃতিকথা' নিতান্তই কপট শোকপ্রকাশ—এর অন্তরালে আমি অনুভব করতে পারি শত্রুর মৃত্যুতে মনে মনে উল্লসিত সেই একই ইতরতার হিমশীতল পূতিগন্ধ।

আন্তন চেখভের গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় যেন উপলব্ধি করছি শেষ শরতের এক বিষাদাচ্ছন্ন দিন—স্বচ্ছ আকাশ-বাতাস, আকাশের পটভূমিকায় উলংগ গাছপালা, ঘেঁষাঘেঁষি ঘরবাড়ি আর ধূসর লোকজনের সুস্পষ্ট রেখাচিত্র। সবই বড় অদ্ভুত—নিঃসংগ, স্থির, শক্তিহীন। নীলনীল গভীর দূর দেশগুলি ফাঁকা ; পান্ডুর বর্ণের আকাশের সংগে মিশে গিয়ে হিম কঠিন কর্দমাচ্ছন্ন মাটির ওপর বিষণ্ন ঠান্ডা নিঃশ্বাস ফেলছে। লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত শরতের রৌদ্রালোকের মতো অকরুণ স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত করে তুলছে ভাঙাচোরা পথঘাট, বাঁকাচোরা রাস্তা, আর নোংরা ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িঘর, যার ভেতরে খুদে খুদে নগণ্য মানুষগুলি একঘেয়েমি ও আলস্যের জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে অর্থহীন তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যস্ততায় তাদের আবাস মুখরিত করে তোলে। ঐ যে একটা ছাইরঙা ছোট্ট ইঁদুরের মতো উদ্বেগভরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলেছে 'প্রিয়তমা'*)—মিষ্টি, নরম স্বভাবের সেই নারী, যে বড় বেশি ভালোবাসতে পারে, একজন দাসীর মতো নিজেকে নিবেদন করতে পারে। সাত চড়েও সে রা কাড়তে সাহস করবে না—এমনই বিনীত, দাসীর মতো স্বভাব তার। তার পাশে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে 'তিন বোন'-এর ওল্‌গা*)—তারও অগাধ ভালোবাসার ক্ষমতা আছে, সে তার কুঁড়ে ভাইয়ের কলুষিত ও ইতর স্বভাবের স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার কাছে বিনা প্রতিবাদে আত্ম-সমর্পণ করেছে, তার চোখের সামনে বোনদের জীবন নষ্ট হতে চলেছে, সে কেবল তা দেখে অশ্রু বিসর্জন করেছে, কাউকে কোন সাহায্য করতে পারে নি, ইতরতার

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন জোরালো ভাষা, একটিও ধারাল শব্দ তার অন্তরে স্থান পায় নি।

আবার দেখুন অশ্রুসজল রানেভ্স্কায়া*) আর 'চেরি বাগানের' প্রাক্তন আর সব মালিকেরা—শিশুদের মতো স্বার্থপর, বুড়োদের মতো থুড়থুড়ে। সময়মতো মরা তাদের হয়ে ওঠে নি, এখন তারা কাতরাচ্ছে, তাদের আশেপাশের কিছু তারা চোখে দেখতে পারছে না, কিছু বুঝতে পারছে না—এই পরগাছাদের এখন আর নতুন করে জীবনের গায়ে মূল ঠেকিয়ে সেখান থেকে কিছু আহরণ করার কোন ক্ষমতা নেই। স্নাতক শ্রেণীর অপদার্থ ছাত্র ত্রফিমভ*) কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লম্বা-চওড়া কথা বলে—এদিকে নিজে আলস্যে কালক্ষেপ করে, এক-ঘেয়েমির ফলে যে ভারিয়াকে*) নিয়ে স্থূল ঠাট্টা-তামাসা ক'রে মজা পায়, সেই কিন্তু আবার এই নিষ্কর্মা লোকগুলোর মঙ্গলের জন্য নিরন্তর খেটে চলে।

তিনশ' বছর পরে জীবন কী সুন্দর হবে ভেশিনিন*) সেই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু জীবনযাপন করতে গিয়ে তার নজরে পড়ে না যে তার আশেপাশের সবকিছু ধসে পড়ছে, তার চোখের সামনে নিদারুণ একঘেয়েমির ফলে, মূর্খতাবশত সলিওনি*) বেচারি ব্যারন তুজেনবাখ্কে*) হত্যা করার জন্য প্রস্তুত।

নিজেদের প্রেমপ্রীতি, মূর্খতা ও আলস্যের এবং পার্থিব সুখের প্রতি লালসার যারা কেনা গোলাম ও বাঁদী, এমন অসংখ্য নর-নারীর দীর্ঘ মিছিল চোখের সামনে ভাসে। চলেছে জীবনের মুখোমুখি হওয়ার নিদারুণ আশংকার কেনা গোলাম আর বাঁদীরা, তারা চলেছে অস্পষ্ট উদ্বেগ বুকে নিয়ে, বর্তমানে তাদের কোন স্থান নেই এটা অনুভব করতে পেরে যেন তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসংলগ্ন নানা কথা ব'লে তাই দিয়ে জীবন ভরে তোলার চেষ্টা করে...

কখন কখন তাদের এই ধূসর পুঞ্জের মাঝখানে শোনা যায় গুলির আওয়াজ —এ হল ইভানভ*) অথবা ত্রেপ্লেভের*) কাজ—তাদের কী করা উচিত অনুমান করতে পেরে তারা প্রাণত্যাগ করল।

তাদের মধ্যে অনেকে দশ' বছর পরে জীবন কেমন সুন্দর হবে তাই নিয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখে, অথচ কারও মাথায় এই সাদা প্রশ্নটা আসে না যে আমরা যদি কেবল স্বপ্নই দেখতে থাকি তবে জীবন ভালো করে তুলবে কে?

অক্ষম মানুষদের এই একঘেয়ে ধূসর ভিড়ের পাশ দিয়ে চলে গেলেন একজন বড় মাপের, বুদ্ধিমান মানুষ, যিনি সব জিনিসের প্রতি মনোযোগী তিনি তাঁর এই একঘেয়ে স্বদেশবাসীদের দিকে তাকালেন, তারপর বিষণ্ণ হাসি হেসে মৃদু অথচ গভীর ভর্ৎসনার সুরে, মুখের চেহারায় এবং বুকের ভিতরে একটা হতাশ বেদনার ভাব নিয়ে মধুর অকপট কণ্ঠে বললেন :

"আপনারা বিশ্রী জীবন যাপন করছেন মশাই!"

পাঁচদিন হল জ্বরের বাড়াবাড়ি চলছে, কিন্তু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ফিনল্যান্ডের ধূসর রঙের বৃষ্টি মাটির বুকে ভিজে ধূলিকণা ছিটোচ্ছে। ইনুনো দুর্গের কামানগুলো গুমগুম আওয়াজ তুলছে, নিশানা ঠিক করে তাদের সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। রাতের বেলায় সার্চ লাইটের লকলকে জিহ্বা মেঘমালাকে

BanglaBook.org

লেহন করছে—একটা ন্যক্কারজনক দৃশ্য, কেননা ভুলতে দিচ্ছে না দানবীয় বিকার —যুদ্ধের কথা।

আমি চেখভ পড়ছিলাম। তিনি যদি দশ বছর আগে মারা যেতেন, তাহলে যুদ্ধ সম্ভবত তাঁকে হত্যা করত—প্রথমে মানুষের প্রতি ঘৃণায় তাঁকে বিষাক্ত করে দিয়ে। আমার মনে পড়ে গেল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘটনা।

মস্কোবাসীদের 'পরম প্রিয়' লেখকের কফিন একটা সবুজ ওয়াগনে করে নিয়ে আসা হল। ওয়াগনের দরজার গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'ঝিনুক'। ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়া থেকে ট্রেনে জেনারেল কেলারের*) মৃতদেহ এসেছে। স্টেশনে লেখকের সাক্ষাৎলাভের জন্য যে ছোটখাটো জনসমাবেশ ঘটেছিল তার একটা অংশ জেনারেলের কফিন অনুসরণ করল এবং চেখভকে কেন যে মিলিটারী ব্যান্ড বাজিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ভেবে তারা দারুণ অবাক হল। ভুল যখন আবিষ্কার করা হল তখন কোন কোন ফুর্তিবাজ লোক চাপা হাসি হাসল, কেউবা হি-হি করে হাসতে লাগল। চেখভের কফিনকে অনুসরণ করছিল বড় জোর একশ' জন লোক। বিশেষভাবে মনে রাখার মতো ছিল দু'জন অ্যাডভোকেট—দু'জনেরই পায়ে নতুন বুটজুতো, গলায় রঙচঙে টাই—যেন বিয়ে করতে চলেছে। ঐ দু'জনের পেছন পেছন চলতে গিয়ে আমি শুনতে পেলাম তাদের মধ্যে একজন, ভাসিলি আলেক্সয়েভিচ মাক্‌লাকভ কুকুরের যে কত বুদ্ধি সে সম্পর্কে বলছিলেন, আরেকজন—অপরিচিত ভদ্রলোক—তাঁর বাগানবাড়ির সুবিধা এবং সেখানকার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য নিয়ে খুব গর্ব করছিলেন। এদিকে বেগনী রঙের পোশাকে কোন এক ভদ্রমহিলা লেস-এর ছাতা মাথায় দিয়ে চলতে চলতে শিঙের ফ্রেমের চশমা-চোখে এক বৃদ্ধকে বলছিলেন :

'ওঃ, কী আশ্চর্য মিষ্টি আর রসিক লোকই না ছিলেন...'

বৃদ্ধ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মৃদু কাশলেন। গরম দিন, ধুলো উড়ছে। শব-যাত্রার আগে আগে একটা হৃষ্টপুষ্ট সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে জাঁক করে চলেছে এক মোটাসোটা পুলিশ অফিসার। এই সব এবং আরও অনেক জিনিস একজন এত বড় সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর স্মৃতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না।

প্রবীণ আলেক্সেই সের্গেয়েভিচ সুভোরিনের*) কাছে লেখা একটা চিঠিতে চেখভ বলেছেন :

'অস্তিত্বরক্ষার যে গদ্যময় সংগ্রাম জীবনের আনন্দ ছিনিয়ে নেয় এবং অনীহার সৃষ্টি করে তার ভয়ঙ্কর নীরস ও কাব্যরসবিবর্জিত আর কিছু হতে পারে না।'

তাঁর কাছে যৌবনের শুরুতেই এই 'অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম' সূচিত হয়েছিল —কেবল নিজের জন্য এক টুকরো রুটির পেছনে নয়, রীতিমতো বড়সড় রুটির টুকরোর পেছনে বিশ্রী, বর্ণবৈচিত্র্যহীন ছোটখাটো প্রাত্যহিক চেষ্টার আকারে। এই সব নিরানন্দ চেষ্টার পেছনে তিনি যৌবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন। তা সত্ত্বেও কী করে যে তিনি রসবোধ বজায় রাখতে পারেন এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। তিনি যে জীবন দেখতে পেয়েছিলেন তা উদরতৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষের ক্লান্তিকর প্রয়াস মাত্র। প্রাত্যহিকতার পুরু স্তরের নীচে যে বিপুল নাটক ও ট্র্যাজিডির লীলা চলছে তা ছিল তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে। অন্যদের উদরতৃপ্তির

BanglaBook.org

দুশ্চিন্তা থেকে যখন তিনি খানিকটা মুক্ত হলেন একমাত্র তখনই সেই নাটকের সারবস্তুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল।

আ. পা-র মতো আর একটি লোককেও আমি দেখি নি যে তাঁর মতো এমন গভীর ও সর্বাঙ্গীণভাবে সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে শ্রমের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই গুণটি প্রকাশ পেত তাঁর প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুর মধ্যে, জিনিসপত্র নির্বাচনের মধ্যে এবং জিনিসপত্রের প্রতি তাঁর সেই উদার ভালোবাসার মধ্যে—যে ভালোবাসা আদৌ বস্তুসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ভুক্ত নয়, যার ফলে কোন বস্তুকে মানবাত্মার সৃষ্টিরূপে মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখে, তার সে দেখার আশ আর মেটে না। তিনি দালানকোঠা তুলতে ভালোবাসতেন, বাগান করতে ভালোবাসতেন, ধরণীর সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতে ভালোবাসতেন, শ্রমের মধ্যে যে কাব্য আছে তা তিনি উপলব্ধি করতেন। বাগানে যখন তিনি কোন ফলগাছ বা বাহারী গাছপালার ঝোপ লাগাতেন তখন কী গভীর আগ্রহ ও যত্ন নিয়েই না তিনি সেগুলির বৃদ্ধি লক্ষ করতেন! আউত্‌কায়*) বাড়ি বানানোর সময় যে ঝামেলা তাঁকে পোহাতে হয়েছিল সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

'প্রতিটি মানুষ যদি তার নিজের জমির টুকরোতে তার যতখানি সাধ্য কাজ করতে পারত, তাহলে আমাদের এই পৃথিবীটা কী সুন্দরই না হত!...'

অসুস্থতার ফলে মাঝে মাঝে তাঁর মনমেজাজ আতংকবায়ুগ্রস্ত এমন কি মনুষ্যদ্বেষী হয়ে পড়ত। এই সব মুহূর্তে তাঁর মতামতগুলি হত খামখেয়ালি গোছের আর মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হত কঠিন।

একবার সোফায় শুয়ে থার্মোমিটার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শুকনো কাশি কাশতে কাশতে তিনি বললেন :

'মরবার জন্য জীবন ধারণ করা আদৌ মজার ব্যাপার নয়, কিন্তু অকালে মরতে চলেছি একথা জেনে জীবনধারণ করা স্রেফ মুর্খামি...'

আরেক বার খোলা জানালার ধারে বসে দূর সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন :

'আমাদের অভ্যাস হল ভালো আবহাওয়া ও ভালো ফসলের আশায়, চমৎকার রোমান্সের আশায় জীবনধারণ করা, ধনী হওয়ার কিংবা পুলিশপ্রধানের চাকরী লাভের আশায় জীবনধারণ করা ; কিন্তু একটু বুদ্ধিমান হওয়ার আশা আমি লোকের মধ্যে দেখতে পাই নে। আমরা মনে মনে ভাবি নতুন জারের আমলে অবস্থার উন্নতি হবে, দশ' বছর বাদে অবস্থা হবে আরও ভালো, কিন্তু সেই ভালোটা যাতে আগামীকালই শুরু হতে পারে এর জন্য কাউকে চেষ্টা করতে দেখি না। মোটের ওপর জীবন দিনকে দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, তার নিজের ইচ্ছায় নড়েচড়ে কোথায় যেন যাচ্ছে, এদিকে লোকে এত বেশি করে মুর্খ হচ্ছে যে লক্ষ করার মতো এবং আরও বেশি সংখ্যায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে জীবনের গতি থেকে'।

একটু ভেবে কপাল কুঁচকে যোগ করলেন :

'ধর্মীয় মিছিলের সময় খোঁড়া ভিখিরির অবস্থা যেমন।'

BanglaBook.org

তিনি চিকিৎসক ছিলেন, আর চিকিৎসকের অসুখ চিরকালই তাঁর রোগীদের অসুখের চেয়ে গুরুতর—রোগী কেবল অনুভব করতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক এছাড়াও জানেন কীভাবে তাঁর দেহব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। যেখানে জ্ঞান মৃত্যুকে আরও কাছে ডেকে আনে বলা যেতে পারে, এই ঘটনা তারই একটি।

তিনি যখন হাসতেন তখন বড় সুন্দর দেখাত তাঁর চোখজোড়া—কেমন যেন নারীসুলভ দরদমাখা, স্নিগ্ধ, কোমল। আর তাঁর হাসি, প্রায় নিঃশব্দ সেই হাসি কেমন যেন এক বিশেষ ধরনের আকর্ষণীয় ছিল। হাসতে হাসতে কেন বলা যেতে পারে, তিনি নিজে সেই হাসি উপভোগ করতেন, উল্লসিত হয়ে উঠতেন। এমন-ভাবে—আমি বলব, এমন 'অন্তর থেকে' আর কেউ হাসতে পারে বলে আমার জানা নেই।

একবার তলস্তয় আমার সামনে চেখভের একটা গল্পের—খুব সম্ভব 'প্রিয়তমা' গল্পটির—প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'এ যেন কোন এক শুদ্ধচিত্ত কুমারীর হাতে বোনা লেস। সেকালে ক্রুশ কাঁটার কাজে দক্ষ এমন সমস্ত মেয়ে ছিল যারা তাদের সারা জীবন ধরে তাদের সমস্ত সুখস্বপ্নের রূপ দিত কোন একটা নক্‌শার মধ্যে। তারা তাদের সবচেয়ে মিষ্টি স্বপ্ন দিয়ে নক্‌শা বুনত, নিজেদের সমস্ত আবছা ও বিশুদ্ধ স্বপ্নকে বুনে বানাত একটা লেসের কাজ।' অত্যন্ত আবেগভরে কথাগুলি বলতে বলতে তলস্তয়ের চোখ জলে ভরে আসছিল।

কিন্তু সেদিন চেখভের জ্বরের তাপমাত্রা বেশি ছিল। তিনি বসেছিলেন। তার গালে ফুটে উঠেছিল লাল লাল দাগ। তিনি মাথা নীচু করে সযতনে পিঁশনে চশমার কাচ ঘষছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সলজ্জভাবে মৃদুস্বরে বললেন :

'গল্পটার মধ্যে ছাপার কিছু ভুল আছে...'

চেখভ সম্পর্কে লেখা যায় অনেক কিছু, কিন্তু যেটা দরকার তা হল খুব খুঁটিয়ে, স্পষ্ট ভাষায় লেখা, যা আমার সাধ্যাতীত। ভালো হয় যদি তাঁর সম্পর্কে এমন একটা গল্প লেখা যায় যেটা হবে তাঁর নিজের লেখা 'স্তেপ' গল্পের মতো—সুগন্ধবহ, হাল্‌কা আর এমনই যে রুশী মেজাজের, ভাবমগ্ন, বিষাদঘন। সে গল্প হবে একান্তই নিজের জন্য।

এমন একজন মানুষের কথা স্মরণ করা ভালো—সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ফিরে আসে স্ফূর্তি, আবার তাতে সঞ্চারিত হয় সুস্পষ্ট অর্থ।

মানুষ জগতের অক্ষদণ্ড।

প্রশ্ন হতে পারে তার খুঁত, তার দোষত্রুটি?

আমরা সকলে মানুষকে ভালোবাসার জন্য উন্মুখ, ক্ষুধার্ত ; আর খিদের মুখে রুটি ভালো সেঁকা না হলেও তার স্বাদ মিষ্টি।

১৯১৪ **ম্যাক্সিম গোর্কি**

BanglaBook.org

মুখোশ

ন. ভদ্রলোকদের ক্লাবে চ্যারিটি বল্‌নাচ চলেছে। ফ্যান্সি-ড্রেস বল্‌নাচ। স্থানীয় তরুণী মহিলারা অবশ্য এ ধরনের অনুষ্ঠানকে 'জোড়া ন্যাচের আসর' বলে থাকেন।

মধ্যরাত্রি। বারোটা বেজেছে। একদল বুদ্ধিজীবী নাচে নামে নি বা মুখোশ পরে নি। সংখ্যায় তারা পাঁচজন। পড়ার ঘরে বড় টেবিলটার চারদিকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় নাক এবং দাড়ি গুঁজড়ে বসে। বসে বসে পড়ছে এবং ঢুলছে। মস্কো ও পিটার্সবুর্গের খবরের কাগজের স্থানীয় বিশেষ প্রতিনিধি, জনৈক সবিশেষ উদার মনোভাবাপন্ন ভদ্রলোকের ভাষায় বলতে গেলে, 'ধ্যানমগ্ন'।

নাচের ঘর থেকে ভেসে আসছে কোয়াড্রিল নাচের বাজনা। কাঁচের বাসনের ঝনঝন শব্দ তুলে দরজার পাশ দিয়ে পায়ের খটখট আওয়াজ তুলে ছুটোছুটি করছে ওয়েটাররা। কিন্তু পড়ার ঘরে একটুও গোলমাল নেই।

হঠাৎ এই নিঃস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে একটা চাপা ও নিচু গলার স্বর শোনা গেল। মনে হল যেন চিমনির ভিতর থেকে শব্দটা আসছে।

'এই ত, পাওয়া গেছে, এই ঘরটাতেই আরাম করে বসা যাক। চলে এসো, এই যে এদিকে!'

দরজাটা খুলে গেল। পড়বার ঘরে ঢুকল চওড়া কাঁধ, গাঁট্টাগোট্টা একটি পুরুষ। তার পরনে কোচোয়ানদের মতো উর্দি, টুপিতে ময়ূরের পালক গোঁজা, মুখে মুখোশ পরা। লোকটির পিছনে দু'জন মহিলা আর ট্রে হাতে একজন ওয়েটার। মহিলা দু'জনও মুখোশ আঁটা। ট্রের উপরে রয়েছে লিকিয়রের একটা পেটমোটা বোতল, লাল মদের তিনটে বোতল আর কয়েকটা গ্লাস।

লোকটি বলল, 'এই যে এদিকে। এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। কই হে, টেবিলের ওপর ট্রে-টা রাখ দিকি। আপনারা বসুন, মাদ্‌মোয়াজেল। জে ভ্যু প্রি আ ল্যা ত্রিমনত্রান! এই যে মশাইরা, ঘরে, জায়গা করে দিন ত.. এখানে আপনারা কী করতে!'

এই বলে খানিক টলে উঠে সে টেবিলের উপর থেকে খানকয়েক পত্রিকা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'এই যে, রাখ এখানে। আর পড়ুয়া মশাইরা, সরুন দেখি! আপনাদের ওই খবরের কাগজ আর রাজনীতির সময় এটা নয়... এখন ওসব রেখে দিন!'

'আপনি হৈ-হট্টগোলটা আরেকটু কম করবেন কি!' চশমার ভিতর দিয়ে

BanglaBook.org

মদ্যখোশ-পরা লোকটিকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে একজন পড়ুয়া বলল, 'এটা পড়বার ঘর, মদের বার নয়... মদ খাবার জায়গাও নয় এটা।'

'আহা, কী কথাই না বললেন! টেবিলটা কি স্থির হয়ে নেই, কিম্বা ঘরের ছাদ কি মাথার ওপরে ভেঙে পড়ছে? উদ্ভট অব কথা আপনাদের! যাকগে, এখন আর আমার কথা বলবার সময় নেই। ওসব কাগজ-টাগজ ছাড়ুন এখন... যথেষ্ট পড়া হয়েছে, আর না পড়লেও চলবে। এমনিতেই আপনাদের মগজে বুদ্ধির কর্মতি নেই। তাছাড়া বেশি পড়লে চোখের মাথা খেয়ে বসবেন। মোদ্দা কথা— আমি চাই না আপনারা এখানে থাকেন। বাস, এই হচ্ছে শেষ কথা!'

টেবিলের ওপরে ট্রে-টা রেখে হাতে একটা ঝাড়ন নিয়ে ওয়েটার দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। মহিলারা কালবিলম্ব না করে লাল মদ নিয়ে বসে পড়লেন।

ময়ূরের পালক-গোঁজা লোকটি নিজের জন্যে খানিকটা লিকিয়র ঢেলে নিয়ে বলল, 'আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি ত ভাবতেও পারি না, কোনো বুদ্ধিমান লোক এমন চমৎকার পানীয়ের চেয়েও খবরের কাগজকে বেশি পছন্দ করতে পারে! আমার কী মনে হয় জানেন মশাইরা, আপনাদের পয়সা নেই বলেই খবরের কাগজ ভালোবাসেন। ঠিক কথা বলি নি? হা-হা!... দ্যাখ, দ্যাখ, পড়ার ঢঙ দ্যাখ! আপনাদের খবরের কাগজে কী লেখা আছে মশাইরা? ও মশাই চশমাপরা ভদ্দর-লোক, কোন্ তথ্য নিয়ে পড়ছেন? হা-হা! বাস, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! তোমার মুরুব্বিপনা আর বাইরের ঠাট রাখ ত! এসো মদ খাওয়া যাক!'

বলতে বলতে ময়ূরের পালক-গোঁজা লোকটি ঝুঁকে পড়ে চশমাপরা ভদ্রলোকের হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিল। ব্যাপারটা দেখে ভদ্রলোক প্রথমে ফ্যাকাশে তারপরে লাল হয়ে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অন্য বুদ্ধিজীবীদের দিকে। তারাও তাকাল তার দিকে।

ভদ্রলোক চিৎকার করে বলল, 'দেখুন মশাই, আপনি নিতান্তই কাণ্ডজ্ঞান-হীনের মতো ব্যবহার করছেন। এটা পড়ার জায়গা, কিন্তু আপনি এটাকে তাড়ি-খানা বানিয়েছেন। খুশিমতো হৈ-হট্টগোল করছেন, হাত থেকে খবরের কাগজ ছিনিয়ে নিচ্ছেন। আপনার ব্যবহার অসহ্য। আপনি জানেন না কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জেস্‌তিয়াকভ!'

'তুমি জেস্‌তিয়াকভ হও বা যে-ই হও আমি থোড়াই কেয়ার করি। তোমার এই খবরের কাগজটা সম্বন্ধে আমার কী ধারণা জান? এই দেখ।'

লোকটি খবরের কাগজটাকে উঁচু করে তুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

'এসবের কী মানে মশাইরা!' জেস্‌তিয়াকভ বিড়বিড় করে বলতে লাগল, রাগে তার প্রায় বুদ্ধিলোপ হয়ে আসছে, 'এমন অদ্ভুত কাণ্ড... যাকে বলে... যাকে বলে... রীতিমতো অস্বাভাবিক...'

'ও বাবা রাগ করেছেন দেখছি উনি!' লোকটি হেসে উঠল, 'হায়, আমার কী হবে, ভয় লাগছে যে আমার! দ্যাখ, দ্যাখ আমার হাঁটুদুটো যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লেগেছে? যাকগে, এসব ঠাট্টা-তামাসার কথা থাক এখন। এই যে মশাইরা, তোমাদের সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার নেই... বুঝতেই পারছ, আমি চাই এখানে বাইরের লোক কেউ না থাকে, মাদ্‌মোয়াজেলদের সঙ্গে একা

BanglaBook.org

থাকতে চাই আমি। নিজের ফুর্তিতে থাকতে চাই... কাজেই তোমরা বাপু দয়া করে আমাকে ঘাঁটিও না, এখান থেকে চলে যাও দেখি মানে মানে... ও মশাই বেলেবুখিন! অমন নাক উঁচু করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছ কেন? যে যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোক, বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে! বদনখানা অমন বেজার হয়ে গেল কেন শুনি। আমার হুকুম... আমি যখন বেরিয়ে যেতে বলি তখন বেরিয়ে যেতেই হবে... জলদি, নইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব!'

'কী বললেন, কী?' রাগে লাল হয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে 'অনাথভবনের'*) কোষাধ্যক্ষ বেলেবুখিন জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কাণ্ড দেখেছ, একটা বেয়াদব লোক, কথা নেই বার্তা নেই ঘরের মধ্যে ঢুকে যা খুশি তাই বলে যাবে!'

'কী বললে? বেয়াদব লোক? বটে!' ময়ূরের পালক-গোঁজা লোকটি রেগে চিৎকার করে উঠল। আর টেবিলের উপরে সে এমনভাবে ঘুষি মারল যে ঝনঝন শব্দে লাফিয়ে উঠল ট্রে-র উপরে রাখা গ্লাসগুলি। 'কার সঙ্গে কথা বলছ জানো কি? ভাবছো, আমি তো মুখোশ পরে আছি, আমাকে যা খুশি বলা চলে—তাই না? আস্পদ্দার একটা সীমা আছে! তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলেছি—বেরিয়ে যাও! ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও ভালোয়-ভালোয় সরে পড়! তোমরা দলশুদ্ধ বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি চাই না একটা শয়তানও এই ঘরে থাকে! বাস, আর কথা নয়—যে যার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোক!'

'আচ্ছা, কে যায় দেখা যাবে!' জেস্‌তিয়াকভ বলল। মনে হল তার চশমার কাঁচদুটো পর্যন্ত উত্তেজনায় ঘেমে উঠেছে। 'যাওয়া কাকে বলে দেখাচ্ছি! কই হে, কে আছ, নাচঘরের একজন মুরুব্বিকে*) ডেকে আন ত দেখি!'

মিনিটখানেক পরেই নাচঘরের মুরুব্বি এসে হাজির। ছোটখাটো লোকটি, মাথায় কটারঙের চুল, কোটের বুকের উপরে ফলাও করে নীল রিবনের টুকরো ঝুলিয়েছে। নাচঘরের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে হাঁপাচ্ছে।

সে বলতে শুরু করল, 'দয়া করে এঘর থেকে চলে যান। এটা মদ খাবার জায়গা নয়। দয়া করে খাবার ঘরে গিয়ে বসুন।'

মুখোশ-পরা পুরুষটি বলল, 'তুমি আবার কোথা থেকে এসে উদয় হলে হে? তোমাকে ত ডাকি নি—ডেকেছি কি?'

'আপনাকে মিনতি করছি, তুই-তোকারি করবেন না, দয়া করে চলে যান!'

'শোনো বাপু, তোমাকে আমি ঠিক একমিনিট সময় দিচ্ছি...তুমি ত আর যা তা লোক নও, নাচঘরের মুরুব্বি... তাই তোমাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। এই পড়ুয়াগুলোকে ঘর থেকে হটিয়ে দাও দেখি। বাইরের লোককে আমার মাদ্‌মোয়াজেলরা বরদাস্ত করতে পারে না... তারা লাজুক। আর আমি চাই আমার টাকা উশুল করে নিতে, দেখতে চাই ভগবান তাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন...'

জেস্‌তিয়াকভ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই অসভ্য লোকটা বোধ হয় এখনও বুঝতে পারে নি যে এটা খোঁয়াড় নয়। কে আছিস, ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচকে ডেকে আন্ তো!'

BanglaBook.org

ক্লাবঘরের চারদিকে হাঁক উঠল, 'ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ, ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ কোথায়!'

ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ কিছুক্ষণের মধ্যেই সশরীরে হাজির। পুলিশের উর্দি পরা এক বুড়ো।

ভয়ঙ্কর চোখদুটোকে ভাঁটার মতো গোল করে, রং করা মোচের শুঁড়দুটোকে কাঁপিয়ে তুলে, মোটা মোটা হেঁড়ে গলায় সে বলল, 'দয়া করে ঘর ছেড়ে চলে যান।'

দিলদরিয়াভাবে হাসতে হাসতে লোকটি বলল, 'ওরে বাবা, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিলে! দোহাই তোমার, ভয় পাচ্ছি আমি! হায়, হায়, মরে যাই, ভগবান! এমন মজার চেহারা ত আর দেখি নি! বেড়ালের মতো গোঁফ, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে... হা-হা-হা-হা-হা!'

'বাস্‌, খবরদার—আর একটিও কথা নয়!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ যতটা সম্ভব চড়া গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব!'

পড়বার ঘরে দারুণ হট্টগোল উঠল। গলদা চিংড়ির মতো লাল হয়ে ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ চেঁচাচ্ছে আর দাপাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে জেস্‌তিয়াকভ, চেঁচাচ্ছে বেলেবুখিন। চেঁচাচ্ছে পড়ুয়ার দলের সবাই। কিন্তু তবুও সক্‌কলের গলার স্বরকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে মুখোশ-পরা লোকটির চাপা নিচু ভরাট গলার স্বর। হৈ-হট্টগোল শুনে নাচ থেমে গেছে আর নাচঘর থেকে অতিথিরা বেরিয়ে এসে ঢুকেছে পড়বার ঘরে।

ঠাট বজায় রাখার জন্যে ক্লাবের যেখানে যত পুলিশ ছিল সবাইকে ডেকে আনা হয়েছে। ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ রিপোর্ট লিখছে বসে বসে।

কলমের নিচে আঙুলটা গুঁজে মুখোশ-পরা লোকটি বলল, 'লেখো, লেখো, যত খুশি লেখো! এবারে এই বেচারি আমার কী হবে গো! হায়, হায়, আমার কী হবে গো! আমি কোথায় যাব গো! এই নাচার গরীব মানুষটাকে কেন এত হেনস্থা গো! হা-হা! লেখো, লেখো, লিখে যাও! তৈরি হয়েছে রিপোর্ট? সবাই সই করেছে ত? বেশ, এবার দ্যাখ তাহলে—এক, দুই, তিন...'

মাথা খাড়া করে টান হয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি। তারপর ছিঁড়ে ফেলল মুখোশ। বেরিয়ে পড়ল মাতাল একটা মুখ, চারদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কার কতটা ভাবান্তর হয়েছে। তারপর আবার চেয়ারে ধপ্‌ করে বসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আর সত্যি কথা বলতে কি, ভাবান্তরটা লক্ষ করবার মতোই বটে। পড়ুয়ার দল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, হতভম্ব হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। ঘাড় চুলকাতে দেখা যাচ্ছে কাউকে কাউকে। গলা খাঁকারি দিল ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ, তা বুঝেশুনে ভয়ঙ্কর একটা ভুল করে-বসা লোকের মতো।

হল্লাবাজ লোকটিকে চিনতে পেরেছে সবাই। ইনি বনেদী সম্মানিত নাগরিক* পিয়াতিগোরভ। স্থানীয় ব্যবসাদার, কোটিপতি, কলকারখানার মালিক। সবাই তাঁকে চেনে তাঁর দাঙ্গাবাজীর জন্যে, সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের জন্যে, আর স্থানীয় পত্রপত্রিকায় যে-কথাটা অক্লান্তভাবে লেখা হয়—শিক্ষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার জন্যে।

BanglaBook.org

33402

অল্প একটু চুপ করে থেকে পিয়াতিগোরভ জিজ্ঞেস করলেন, 'কই, যাচ্ছ না যে?'

পড়ুয়ার দল একটিও কথা না বলে পা টিপে টিপে পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সবাই চলে গেলে পিয়াতিগোরভ দরজা বন্ধ করে দিলেন।

একটু পরে ওয়েটার মদ নিয়ে পড়ার ঘরে আসছিল, ইয়েভস্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে নিচু কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'তুই ত জানতিস উনি পিয়াতিগোরভ। কেন তুই আগে থেকে বলিস নি?'

'আমাকে বলতে মানা করেছিলেন যে!'

'মানা করেছিলেন যে! ব্যাটা শয়তান, দাঁড়া তোকে একমাস হাজতবাস করিয়ে আনি তারপর বুঝতে পারবি মানা করা কাকে বলে। দূর হ... আর আপনাদেরও বলিহারি যাই, চমৎকার ভদ্দরলোক আপনারা,' পড়ুয়ার দলের দিকে তাকিয়ে সে বলে চলল, 'কী হট্টগোলই বাধালেন। কেন, মিনিট দশেকের জন্যে পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা যেত না বুঝি! এবার বুঝুন ঠ্যালা, নিজেরাই গণ্ডগোল পাকিয়েছেন, এবার নিজেরাই বাঁচবার ব্যবস্থা করুন... ইস, দেখুন ত কী কাণ্ড ...আপনাদের ধরন-ধারন আমার একেবারেই পছন্দ নয়... ভগবানের দিব্যি, পছন্দ নয়!'

পড়ুয়ার দল বিমর্ষ মুখে, ক্লিষ্ট মনে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, একজন আরেকজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে ক্লাবের চারদিকে ঘুরঘুর করতে লাগল। ভয়ংকর কিছু একটা বিপদ উপস্থিত হলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও তেমনি। তাদের স্ত্রী-কন্যারা যেই শুনল যে পিয়াতিগোরভকে 'অপমান করা হয়েছে' এবং পিয়াতিগোরভ রুষ্ট হয়েছেন অমনি তাদের মুখেও আর কথা নেই। চুপচাপ বাড়ির দিকে রওনা দিল সবাই। থেমে গেল নাচ।

রাত দুটোর সময় মদের নেশায় টলতে টলতে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পিয়াতিগোরভ, নাচঘরে গিয়ে বাজনাদারদের পাশে বসে বাজনা শুনতে শুনতে ঢুলতে লাগলেন। শেষকালে তাঁর মাথাটা অসহায়ভাবে ঝুলে পড়ল আর নাক ডাকতে লাগল।

'বাজনা থামাও!' নাচঘরের মুরুব্বিরা বাজনাদারদের হাতের ইঙ্গিতে থামতে বলে উঠল, 'শ্‌শ্‌! চুপ, চুপ... ইয়েগর নিলিচ ঘুমোচ্ছেন।'

কোটিপতির কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে বেলেবুখিন জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েগর নিলিচ, বলেন ত আপনাকে বাড়ি পেঁাছে দিই!'

পিয়াতিগোরভ ঠোঁটদুটোকে ছুঁচলো করে রইলেন, যেন তিনি ফুঁ দিয়ে গাল থেকে একটা মাছি উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

বেলেবুখিন আবার বলল, 'বলেন ত আপনাকে বাড়ি পেঁাছে দিই। নাকি, আপনার গাড়িটা এখানে নিয়ে আসতে বলব?'

'এ্যাঁ কী? ও! তুমি... কী চাও?'

'আপনাকে বাড়ি পেঁাছে দিতে চাই... ঘুমোবার সময় হয়েছে...'

'বাড়ি। হ্যাঁ, বাড়ি যাব... বাড়ি নিয়ে চল আমাকে!'

আহ্লাদে আটখান হয়ে পিয়াতিগোরভকে তুলতে লাগল বেলেবুখিন। অন্য পড়ুয়ারাও সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে ছুটে এসেছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে

BanglaBook.org

ধনেদী সম্মানিত নাগরিকটিকে দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর অতি সন্তর্পণে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে।

কোটিপতিকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে জেস্‌তিয়াকভ মনের খুশিতে অনর্গল কথা বলছিল, 'যিনি সত্যিকারের শিল্পী, সত্যিকারের প্রতিভাবান, একমাত্র তিনিই পারেন আজকের মতো এমন একটা গোটা দলকে এমনভাবে নাস্তানাবুদ করতে। ইয়েগর নিলিচ, সেই যাকে বলে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাওয়া, আমি তাই হয়েছি। এখনও আমি না হেসে থাকতে পারছি না... হি-হি! আর আমাদের সকলেরই কী রকম মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, সবাই কী রকম হট্টগোল পাকিয়েছিলাম! হি-হি! বিশ্বাস করুন, কোনো নাটক দেখেও আমি কোনোদিন এত বেশি হাসি নি। কী গভীর রসজ্ঞান! এই স্মরণীয় সন্ধ্যাটি সারা জীবন মনে থাকবে!'

পিয়াতিগোরভকে বিদায় জানাবার পর উৎফুল্ল ও আশ্বস্ত বোধ করতে লাগল পড়ুয়ারা।

আহ্লাদে আটখান হয়ে জাঁক করে বলল জেস্‌তিয়াকভ :

'উনি আমার সঙ্গে করমর্দন করেছেন। তার মানে,' সব ঠিক আছে, উনি রাগ করেন নি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল ইয়েভ্‌স্ত্রাৎ স্পিরিদোনিচ, 'তাই যেন হয়! লোকটা হাড়-পাজি, নচ্ছার—কিন্তু তবুও উনি আমাদের উবগারই করেন। কাজেই কিছু করার নেই...'

১৮৮৪

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কেরানির মৃত্যু

অপরূপ এক রাতে নাম-করা কেরানি ইভান দ্মিত্রিচ চের্ভিয়াকভ* স্টলের দ্বিতীয় সারিতে বসে অপেরা গ্লাস দিয়ে 'লা ক্লশে দ্য কর্ণেভিল*) অভিনয় দেখছিলেন। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হচ্ছিল, মরজগতে তাঁর মতো সুখী বুঝি আর কেউ নেই। এমন সময় হঠাৎ... 'হঠাৎ' কথাটা বড়ো একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। কিন্তু কী করা যায় বলুন, জীবনটা এতই বিস্ময়ে ভরা যে কথাটা ব্যবহার না করে লেখকের গত্যন্তর নেই! সুতরাং, হঠাৎ, ওঁর মুখখানা উঠল কুঁকড়ে, চক্ষু শিবনেত্র, শ্বাস অবরুদ্ধ... এবং অপেরা গ্লাস থেকে মুখ ফিরিয়ে সিটের ওপর ঝুঁকে পড়ে—হ্যাঁচ্চো! অর্থাৎ হাঁচলেন। হাঁচার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে, এবং যেখানে খুশি। কে না হাঁচে—চাষী হাঁচে, বড়ো দারোগা হাঁচে, এমন কি প্রিভি কাউন্সিলাররাও*) মাঝে মাঝে হাঁচে, হাঁচে সবাই। কাজেই চের্ভিয়াকভ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক মুছলেন, এবং সভ্যভব্য মানুষের মতো আশেপাশে তাকিয়ে দেখলেন কারুর কোন অসুবিধা হল কিনা। আর তাকাতে গিয়েই বিব্রত হতে হল তাঁকে। কেন না, চোখে পড়ল ঠিক তাঁর সামনে, প্রথম সারিতে একটি খর্বকায় বৃদ্ধ দস্তানা দিয়ে টেকো মাথা এবং ঘাড়খানা সযতনে মুছে বিড়বিড় করে কী বলছেন। বৃদ্ধটিকে চের্ভিয়াকভ চিনতে পারলেন, তিনি ছিলেন যানবাহন মন্ত্রিদপ্তরের স্টেট জেনারেল*) ব্রিজালভ।

চের্ভিয়াকভ ভাবলেন, 'সর্বনাশ, ওঁর মাথার ওপরেই হেঁচে ফেলেছি তাহলে! উনি অবিশ্যি আমার বড়ো সায়েব নন, তবু কাজটা খারাপ হয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে নেওয়া দরকার।'

একটু কেশে চের্ভিয়াকভ সামনে ঝুঁকে জেনারেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ফিসিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন স্যার, হেঁচে ফেলেছি... অনিচ্ছায়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে...'

'ভগবানের দোহাই, আপনি আমায় মাফ করবেন। আমি... মানে ব্যাপারটা ঠিক ইচ্ছে করে ঘটে নি।'

'কী জ্বালা, থামুন দিকি! শুনতে দিন!'

---

* চের্ভিয়াক থেকে চের্ভিয়াকভ। রুশ ভাষায় চের্ভিয়াক মানে কীট।—সম্পাঃ

BanglaBook.org

কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে চের্ভিয়াকভ বোকার মতো হাসলেন। তারপর মঞ্চের দিকে চোখ ফিরিয়ে অভিনেতাদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাকালেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আর মরজগতের সবচেয়ে সুখী মানুষটি বলে নিজেকে ভাবতে পারলেন না। অনুশোচনায় মরে যাচ্ছিলেন তিনি। বিরতির সময় হতে চলে এলেন ব্রিজালভের কাছে। একটু ইতস্তত করে সংকোচ কাটিয়ে গুঁই-গুঁই করে শুরু করলেন, 'আপনার গায়ের ওপর তখন হেঁচে ফেলেছিলাম, স্যার...আমাকে মাফ করুন...মানে...ব্যাপারটা আমি ঠিক ইচ্ছে করে করি নি...'

জেনারেল বললেন, 'ও, তাই নাকি...আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কি এমনি ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবেন?' নিচের ঠোঁটটা অধৈর্যে বেঁকে উঠল তাঁর।

চের্ভিয়াকভ কিন্তু জেনারেলের দিকে অবিশ্বাসভরে তাকালেন। তাঁর মনে হল, 'উনি তো বলে দিলেন ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু কই, ওঁর চোখমুখ দেখে তো ভালো ঠেকছে না। আসলে আমার সংগে কথা কইতেই উনি নারাজ। উঁহু, ব্যাপারটা ওঁকে বুঝিয়ে বলতেই হবে যে ওটা আমি ইচ্ছে করে করি নি...এ হল গিয়ে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। নইলে উনি হয়ত মনে করবেন আমি বুঝিবা ওঁর গায়ের ওপর থুথু ফেলতেই চাইছিলাম। এখন সে কথা যদি বা নাও ভাবেন, পরে যে ভাববেন না তার ঠিক কি!...'

বাড়ি ফিরে চের্ভিয়াকভ তাঁর অশিষ্ট আচরণের কথা স্ত্রীর কাছে খুলে বললেন। মনে হল স্ত্রী যেন বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। প্রথমে অবশ্য তাঁর স্ত্রীও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যেই শুনলেন ব্রিজালভ ওঁদের আপিসের কর্তা নন, অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। তবু পরামর্শ দিলেন, 'তা যাই হোক, ওঁর কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। নইলে উনি হয়ত ভাববেন, তুমি ভদ্রতাও জানো না।'

'ঠিক বলেছ। ক্ষমা চাইতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি ভারি অদ্ভুত ব্যবহার করলেন। যা বললেন তার মানেই হয় না। তাছাড়া তখন আলাপ করার মতো সময়ও ছিল না।'

পরদিন চের্ভিয়াকভ আপিস যাবার নতুন ফ্রককোটটি গায়ে চাপিয়ে, চুলটুল ছেঁটে ব্রিজালভের কাছে গেলেন তাঁর আচরণের কৈফিয়ত দাখিল করতে। জেনারেলের বসবার ঘরখানা দরখাস্তকারীদের ভিড়ে ভরে উঠেছে। জেনারেল স্বয়ং হাজির থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করছেন। জনকয়েকের সংগে সাক্ষাৎকার শেষ করে জেনারেল চের্ভিয়াকভের দিকে চোখ তুলে চাইলেন।

কেরানিটি শুরু করলেন, 'বলছিলুম কি, স্যারের বোধহয় মনে আছে, কাল রাত্রে, সেই যে আর্কাদিয়া থিয়েটারে আমি, মানে, হেঁচে ফেলেছিলাম, মানে হাঁচি এসে গিয়েছিল...দয়া করে ক্ষমা...'

'কী জ্বালা! আচ্ছা আহাম্মকের পাল্লায় পড়েছি তো!' বলে জেনারেল পরবর্তী লোকটিকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, আপনার কী দরকার বলুন?'

BanglaBook.org

চের্ভিয়াকভের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাবলেন, 'আমার কথা উনি শুনতেই চান না! তার মানে উনি চটে গিয়েছেন। কিন্তু ওঁকে এরকম চটিয়ে রাখা তো ঠিক হবে না...ওঁকে বুঝিয়ে বলা দরকার...'

সর্বশেষ দরখাস্তকারীর সঙ্গে কথা শেষ করে জেনারেল যখন তাঁর খাসকামরার দিকে পা বাড়িয়েছেন, অমনি চের্ভিয়াকভ গিয়ে তাঁর পিছু ধরলেন এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'মাপ করবেন, আমার এমন একটা আন্তরিক অনুশোচনা হচ্ছে যে আপনাকে আবার বিরক্ত না করে পারছি না...'

জেনারেল এমনভাবে চের্ভিয়াকভের দিকে তাকালেন যেন বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। হাত নেড়ে চের্ভিয়াকভকে ভাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকে নিয়ে তামাসা পেয়েছেন, না?' কেরানির মুখের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'তামাসা!' চের্ভিয়াকভ ভাবলেন, 'এর মধ্যে তামাসার কী আছে? জেনারেল হয়েও কিন্তু কথাটা বুঝতে পারছেন না! বেশ, মাপ চাইতে গিয়ে ভদ্রলোককে আমিও আর বিরক্ত করতে আসছি না। চুলোয় যাক! বরং একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া যাবে, ব্যস। এই শেষ, আর কখনো আসছি না ওঁর কাছে।'

বাড়ি যেতে যেতে চের্ভিয়াকভের চিন্তা এই ধরনের একটা খাতে বইছিল। চিঠিখানা কিন্তু তাঁর আর লেখা হয়ে উঠল না। ভেবে ভেবে কিছুতেই ঠাহর করতে পারলেন না, কথাগুলো কী করে সাজাবেন। সুতরাং ব্যাপারটা ফয়সালা করে নেবার জন্যে পরের দিন আবার তাঁকে যেতে হল জেনারেলের কাছে।

জেনারেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই চের্ভিয়াকভ শুরু করলেন, 'গতকাল আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হয়েছিল, কিন্তু তার মানে আপনি যা বলতে চাইছিলেন তা নয়। রসিকতা করার কোন মতলবই আমার ছিল না। সেদিন হেঁচে ফেলে আপনার যে অসুবিধা ঘটিয়েছিলাম, তার জন্যে মাপ চাইতেই এসেছিলাম... আপনাকে নিয়ে রসিকতা করার কথা আমার মনেই হয় নি। তাই কখনো হয়! লোককে নিয়ে রসিকতা করার ইচ্ছে যদি একবার আমাদের পেয়ে বসে তাহলে কোথায় থাকবে মানসম্মান, কোথায় থাকবে আমাদের ওপরওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধা?...'

রাগে বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেনারেল হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'নিকালো! আভি নিকালো!'

আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে চের্ভিয়াকভ বললেন, 'আজ্ঞে?'

পা ঠুকে জেনারেল ফের চেঁচিয়ে উঠলেন 'আভি নিকালো!'

চের্ভিয়াকভের মনে হল বুঝি ওঁর শরীরের মধ্যে কী একটা যন্ত্র যেন বিকল হয়ে গেছে। কান ভোঁ ভোঁ করছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। দরজা দিয়ে কোনো মতে পেছিয়ে এসে হোঁচট খেতে খেতে চের্ভিয়াকভ হাঁটতে শুরু করলেন। আচ্ছন্নের মতো বাড়ি পেঁছে আপিসের ফ্রককোট সমেতই সোফার উপর শুয়ে পড়ে মরে গেলেন।

১৮৮৩

BanglaBook.org

শোক

সারা গাল্‌চিনো জেলায় কুন্দকার মিস্ত্রি গ্রিগরি পেত্রভের নাম ওস্তাদ কারিগর হিসেবে যেমন, পাঁড় মাতাল ও পয়লা নম্বরের হতচ্ছাড়া বলেও তেমনি। সেই পেত্রভ তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে হাসপাতালে। ত্রিশ ভের্স্ত্‌*) রাস্তা তাকে ঘোড়ার গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আর রাস্তা ভয়াবহ, এমনকি ডাকহরকরাও এই রাস্তার সংগে পালা দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়, কুঁড়ের বাদশা কুন্দকার গ্রিগরির কথা ছেড়েই দিচ্ছি। হাড়-কাঁপানো হিমেল বাতাসের ঝাপটা তার মুখে এসে পড়ছে। তুষার পাপড়ির ঘূর্ণিতে চারদিক ছেয়ে গেছে, তুষার আকাশ থেকে পড়ছে না মাটি থেকে উঠে আসছে বোঝা ভার। মাঠ বন টেলিগ্রাফের থাম—কিছুই ঠাওর করা যাচ্ছে না। ঝাপটাটা যখন জোর হচ্ছে গ্রিগরি গাড়ির বোমটাও দেখতে পাচ্ছে না। বুড়ী দুর্বল ঘোটকীটা ধুঁকতে ধুঁকতে ঢিকিয়ে চলেছে। গভীর বরফের মধ্যে বসে যাওয়া পা-খানাকে টেনে তুলে একই সংগে মাথাটাকে সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিতে তার যেন সব শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। কুন্দকারের ভীষণ তাড়া। সে তার আসনে স্থির থাকতে পারছে না, থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে আর ঘোড়াটার পিঠে প্রায়ই চাবকাচ্ছে।

'মাত্রিয়োনা, কেঁদ না...' সে বিড়বিড় করে বলছে। 'একটুখানি সহ্য কর। ভগবানের দয়ায় হাসপাতাল এই এসে গেল। এক্ষুনি ওরা তোমায় দেখবে... পাভেল ইভানিচ কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দেবে কিংবা ওদের বলবে কিছু বদরক্ত কেটে বার করে দিতে। হয়ত বা বলবে তোমার গা-টা আচ্ছা করে স্পিরিট দিয়ে মালিশ করে দিতে। জানো তো, তাতে পাঁজরার ব্যথাটা কমে। পাভেল ইভানিচের সাধ্যে যা কুলোবে সবই করবে, ভেবো না। চিৎকার করে পা ঠুকবে, তবুও কিছুই বাদ রাখবে না...লোকটা বড় ভালো, দরাজ দিল, ভগবান তার ভালো করুন... আমরা যেই পেঁছিব অমনি হন্তদন্ত হয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই খেঁকিয়ে উঠবে, 'কী চাই, এ্যাঁ?' তারপর চেঁচাতে থাকবে। 'আরেকটু আগে আসতে কী হয়েছিল? আমাকে কী মনে করিস? একটা কুত্তা? সারাদিন ধরে তোদের মতো ভূতদের বেগার খাটব! সকালে আসিস নি কেন? যা, বেরো! কাল আসিস।' আমি তখন বলব, 'ডাক্তারবাবু, পাভেল ইভানিচ! হুজুর!' এই ব্যাটা, জলদি চল, জলদি!'

সে ঘোড়াটার পিঠে আবার চাবুক কষাল। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে বিড়বিড় করে সমানে সে বকে চলল। 'দেবতার দিব্যি, পবিত্র ক্রুশের দিব্যি, ডাক্তারবাবু

BanglaBook.org

সেই ভোরে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, দেবতা যদি গোঁসা করে এমনি বরফ-ঝড় চালান, কী করে আমি ঠিক সময়ে পেঁাছোই, বলুন? আপনিই ভেবে দেখুন, ডাক্তারবাবু...তাগড়াই ঘোড়াও এই ঝড় ঠেলে আসতে কাহিল হয়ে পড়ত, আর চেয়ে দেখুন আমার ঘোড়ার কী হাল, এটাকে ঘোড়া বলতেও লজ্জা।' পাভেল ইভানিচ তখন ভুরু কুঁচকিয়ে আমায় ধমক লাগাবে, 'তোদের চিনতে আমার বাকি নেই! তোদের যে ওজরের অভাব হয় না, জানি! বিশেষ করে তো তুই, তোকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি! আসতে আসতে তো বার পাঁচেক ভেটেরাখানায় ঢুকেছিলি।' আমি তখন বলব, 'কী যে বলেন, ডাক্তারবাবু, মায়া মমতা জ্ঞানগম্যি কিছুই কি আমার নেই? আমার বুড়ীটা মরতে বসেছে, ধুঁকছে, আর আমি কিনা ভেটেরাখানায় দৌড়োব? ছি, ছি, ছি, একথা আপনি বললেন কী করে, ডাক্তার-বাবু? চুলোয় যাক এখন ভেটেরাখানা!' তারপর পাভেল ইভানিচ তার লোকজনকে হুকুম করবে তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। আমি তখন তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলব, 'ডাক্তারবাবু, হুজুর, আপনি আমাদের কী যে উপকার করলেন! আমাদের, বোকাহাবাদের ক্ষমা করুন। আমাদের ব্যাভারে দোষ নিবেন না। আমরা সব চাষাভুষো মানুষ। আমাদের এখান থেকে তাড়ানো উচিত, তবু আপনার কত দয়া, এই বরফ-ঝড়ের মধ্যে নিজে আমাদের দেখতে বেরিয়ে এসেছেন।' পাভেল ইভানিচ আমার কথা শুনে এমন কটমট করে তাকাবে, মনে হবে এই বুঝি দু'ঘা বসিয়ে দিল। পরে বলবে 'আমার পায়ের ওপর গড়াগড়ি না দিয়ে, আগে ভোদ্‌কার নেশাটা ছাড়্, আর ওই বুড়ীটার ওপর একটু দয়ামায়া আন। তোকে আগা-পাশতলা চাবকানো উচিত।' 'চাবকানো উচিত, যা বলেছেন ডাক্তারবাবু, ভগবানের দিব্যি চাবকানো উচিত। আপনার পায়ের ওপর পড়ে গড় না করে আমাদের উপায় কী বলুন? আপনিই আমাদের মা-বাপ। আপনার দয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি। এ কথা হক কথা, হুজুর। দেবতা জানে, একরত্তি মিথ্যে নয়, একথা অমান্যি করলে আমার মুখে থুতু দেবেন। আমার মাত্রিয়োনা যেই একটু সামলে উঠবে, গা গতরে একটু জোর পাবে, আমাকে আপনি যা হুকুম দিতে চান সব তৈরি করে দেব। চান তো, ফুটফুটে দাগওয়ালা বার্চ কাঠের সুন্দর দেখতে সিগারেট কেস, কিংবা ক্রোকে খেলার বল বা স্কিট্‌ল্‌ এমন তৈরি করে দেব, ভাববেন, বিদিশী জিনিস... যা বলবেন তাই তৈরি করে আনব! তার জন্যে আপনার একটা কোপেকও খরচ লাগবে না! আমি যে সিগারেট কেস করে দেব মস্কোয় তার দাম কম-সে-কম চার রুবল, অথচ আমি একটা কোপেকও নেব না।' ডাক্তারবাবু তাই শুনে হেসে ফেলে বলবে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। শুধু বড় আপসোসের কথা, তুই মাতাল।' গিন্নী, ভদ্দরলোকদের মন রেখে কী করে কথা কইতে হয় জানি। এমন কোনো ভদ্দরলোকই নেই যাকে বাগে আনতে পারি না। দেবতার দয়ায় এখন পথ বেভুল না হলেই হল। উঃ কী ঝড়! বরফের জন্যে কিছুই যে ঠাওর হচ্ছে না।'

কুন্দকার অনর্গল বকে চলেছে। অস্বস্তিটাকে চাপবার জন্য দম-দেওয়া কলের মতো অনর্গল বকে চলেছে সে। মুখ যদিও থামছে না, তবুও তার মাথায় কিন্তু ভাবনাচিন্তার কামাই নেই। সে অপ্রত্যাশিতভাবে নিদারুণ শোক পেয়েছে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। শোকে মুষড়িয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে। সামলিয়ে

BanglaBook.org

উঠতে পারে নি। পারে নি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে। এতদিন বিনা চিন্তাভাবনায় তার জীবন ভেসে চলেছিল মাতলামির ঘোরের মধ্যে। আনন্দ বা দুঃখ কিছুই সে জানে নি। হঠাৎ সে বুঝতে পারল তার বুকের মধ্যে দারুণ একটা যন্ত্রণা। ফুর্তিবাজ নিষ্কর্মা মাতালটা হঠাৎ দেখল ব্যস্তসমস্ত কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে, তাকে যুঝতে হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে।

তার মনে পড়ছে এই শোকের সূত্রপাত গত রাত থেকে। আগের দিন সন্ধ্যায় যথারীতি মাতাল অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসে বহুদিনের অভ্যাস মতো মারধোর গালিগালাজ করার পর দেখল স্ত্রী তার দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে যে-ভাবে আগে কখন তাকায় নি। সাধারণত তার এ সময়কার চাউনিটা থাকে আধমরা গোবেচারা কুকুরের মতো, যার বরাদ্দ বেদম মার আর সামান্য খাদ্য। কিন্তু তখন সে তাকিয়ে ছিল স্থির, কঠিন দৃষ্টিতে, সাধুদের বিগ্রহ বা মুমূর্ষু মানুষ যেমন চেয়ে থাকে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর সেই চোখদুটো দেখার পর থেকে তার দুঃখের সূত্রপাত। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঘোড়াটা চেয়ে এনেছে। এখন চলেছে স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে। আশা, ডাক্তার মলম আর পুরিয়া দিয়ে বুড়ীর চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনবে।

সে আবার বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'মাত্রিয়োনা, খেয়াল রেখো, পাভেল ইভানিচ যদি জিজ্ঞেস করে আমি তোমায় মেরেছি কিনা, বোলো : 'না, না হুজুর!' কখনো আর তোমার গায়ে হাত তুলব না। পবিত্র ক্রুশের নামে দিব্যি করছি, কখ্খনো মারব না। তুমি তো মনে মনে জানো মাত্রিয়োনা, তোমায় মারব বলে মারি না। কিছু করার ছিল না বলেই মারতাম। তোমার ওপর সত্যি আমার টান আছে। অন্য কেউ হলে গ্রাহ্যিই করত না। আমি বলে তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি...দেখছ তো, যা সাধ্যে কুলোয় করছি। উঃ, কী ঝড়! হা ভগবান, পথটা যেন না হারাই। মাত্রিয়োনা, তোমার কোমরের ব্যাথাটা এখন কেমন? কথা বলছ না কেন? কোমরটায় কি লাগছে?'

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বুড়ীর মুখের ওপর বরফটা গলছে না, মুখটা কেমন যেন লম্বাটে ধরনের হয়ে গেছে, রংটাও ময়লা মোমের মতো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। চেয়ে আছে ভারি কঠিন গম্ভীরভাবে।

'ওরে বোকা বুড়ী!' কুন্দকার বিড়বিড় করে বলল। 'আমি কোথায় ভালো ভাবে জিজ্ঞেস করছি ভগবানকে সাক্ষী করে আর... ধুত্তোর বোকা বুড়ী, তবে রইল ডাক্তারের কাছে যাওয়া—বোঝ এবার!'

সে রাশ আলগা দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। ঠিক পাচ্ছে না বুড়ীর দিকে ফিরে তাকাবে কিনা : আসলে সে ভয় পেয়েছে। অনবরত প্রশ্ন করা সত্ত্বেও কোনো উত্তর না পেয়ে সে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছে। শেষ অবধি সব সংশয় দূর করতে বুড়ীর দিকে না তাকিয়ে তার ঠাণ্ডা হাতটা সে ধরল। হাতটা ছেড়ে দিতে সেটা পড়ে গেল পাথরের মতো।

'মারা গেছে তাহলে! হা কপাল!'

সে কাঁদতে লাগল। শোকের চেয়ে বিরক্তটাই তার বেশি। ভাবল, জীবনে ঘটনা-গুলো কী তাড়াতাড়িই না ঘটে। তার মনে শোক দানা বাঁধতে না বাঁধতেই সব শেষ

BanglaBook.org

হয়ে গেল। বুড়ীকে নিয়ে সবে বাঁচতে শুরু করতে না করতেই, তাকে মনের কথা বলতে না বলতেই, দয়ামায়া দেখাতে না দেখাতেই সে মরে গেল... চল্লিশ বছর সে বুড়ীকে নিয়ে কাটিয়েছে, এই চল্লিশটা বছর ত যেন কেটে গেছে কুয়াশার মধ্যে। মারধোর, মাতলামি, অভাব অনটন—এ সবের ভেতর দিয়ে কী করে যে দিন কেটে গেছে সে ঠাওর পায় নি। যে মুহূর্তে বুঝতে পারল সে ভালোবাসে তার স্ত্রীকে, তাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না, তার উপর কী অকথ্য অত্যাচার করেছে, সেই মুহূর্তেই বুড়ী তাকে ছেড়ে গেল।

তার মনে পড়েছে কত কথা। 'দোরে দোরে সে ভিক্ষে করে বেড়াত। আমি, আমিই তাকে পাঠাতাম, এক টুকরো রুটির জন্যে। হ্যাঁ, আমার পোড়াকপাল! বুড়ী হয়ত আরও বছর দশেক বাঁচত। এখন সে ভাবছে আমি সত্যিই এমনি বদ। কী কাণ্ড, আমি চলেছি কোথায়? এখন যে ওকে কবর দেবার দরকার, ডাক্তারের দরকার নেই। হেই-হেই-টা-টা!'

গ্রিগরি ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে সজোরে চাবুক চালাল। প্রতি ঘণ্টায় রাস্তার অবস্থা সংগীন হয়ে উঠছে। গাড়ির বোমটা এখন সে একেবারেই দেখতে পাচ্ছে না। ছোট ফার গাছের সংগে মাঝে মাঝে ধাক্কা লেগে গাড়িটা থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে। কালো মতো কিসের সংগে ঘষা লেগে তার হাতটা ছড়ে গেল। নিমেষের জন্যে সেটা যেন তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল ; আবার ধূ ধূ সাদা ঘূর্ণি। সাদা ঘূর্ণি ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

'জীবনটা যদি গোড়া থেকে আবার আরম্ভ করা যেত...' কুন্দকার ভাবল।

তার মনে পড়ল চল্লিশ বছর আগে মাত্রিয়োনা ছিল লাস্যময়ী সুন্দরী তরুণী, তার বাপের বাড়ির অবস্থা ছিল সচ্ছল। ওস্তাদ কারিগর বলেই তার সংগে তারা তাদের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। জীবনে সুখী হতে যা কিছু দরকার কিছুই তাদের অভাব ছিল না, কিন্তু বিয়ের পরেই সেই যে সে উনুনের পাশের তাকে বেহুঁশ হয়ে পড়ল তারপর থেকে ভালো করে সে আর যেন জেগেই ওঠে নি। বিয়ের কথা তার মনে আছে, কিন্তু তারপর কী ঘটেছে কিছুতেই সে মনে করতে পারে না, শুধু মনে পড়ে মদ খেয়েছে, মারামারি করেছে আর বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়েছে। এমনি করেই তার চল্লিশটা বছর হেলায় কেটে গেছে।

তুষার ঘূর্ণির সাদা মেঘগুলো এবার আস্তে আস্তে হয়ে আসছে ধোঁয়াটে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

'আরে, আমি চলেছি কোথায়?' কুন্দকার নিজেকে জিজ্ঞাসা করল। 'ওকে যে কবর দিতে হবে, অথচ হাসপাতালের দিকে চলেছি...নির্ঘাত আমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

আবার সে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে কষে চাবুক মারল। ঘোড়াটা চিঁহিঁ ডাক ছেড়ে সমস্ত শক্তি নিয়ে কদমে ছুটতে শুরু করল। বারবার কুন্দকার তাকে চাবুক মেরে চলল...পিছনে কোথা থেকে যেন ঠক ঠক একটা শব্দ তার কানে এলো, না তাকিয়েই সে বুঝতে পারল স্লেজের গায়ে লাশটার মাথাটা ঠুকছে। অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়ে আসছে, ঝড়ের বেগ যেমন বাড়ছে, বাতাসও তেমনি ঠান্ডা ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে।

BanglaBook.org

'নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে হলে,' কুন্দকার ভাবল, 'নতুন সব যন্ত্রপাতি যোগাড় করতাম...নতুন কাজের ফরমাসও আনতাম...পয়সাকড়ি ওর হাতেই তুলে দিতাম...নিশ্চয়ই দিতাম!'

তারপর তার হাত থেকে লাগামটা খসে পড়ল। সেটাকে খুঁজতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাতে তুলে নিতে পারল না। তার হাতদুটো অসাড় হয়ে গেছে...

'কুছ পরোয়া নেই,' সে ভাবল। 'ঘোড়াটা নিজে নিজেই যেতে পারবে, পথ চেনে। এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে হত...কবর দেবার আর শেষ উপাসনা করার আগে পর্যন্ত জিরিয়ে নিতে পারলে হত।'

কুন্দকার চোখ বুজে ঝিমুতে লাগল। একটু পরে সে শুনল ঘোড়াটার দাঁড়িয়ে পড়ার শব্দ। চোখ মেলে সামনে দেখল কালো মতো কী যেন একটা কুঁড়েঘর বা খড়ের গাদার মতো...

মনে মনে সে বুঝল এবার তার স্লেজ থেকে নেমে খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত কোথায় এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু তার সারা অংগ এমন অবসন্ন যে মনে হল একটুও নড়তে পারবে না, এমনকি জমে মরার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যও না...নিশ্চিন্তে সে ঘুমোতে লাগল।

ঘুম ভাঙতে দেখল চুণকাম করা মস্ত একটা ঘরে সে শুয়ে রয়েছে। জানালা দিয়ে উজ্জ্বল রোদ ঘরে এসে পড়েছে। কুন্দকার দেখতে পেল ঘরের মধ্যে লোকজন রয়েছে, সংগে সংগে তার মনে হল ওদের সামনে ভব্যতা বজায় রাখা দরকার, মার্জিত ব্যবহার করা দরকার।

'বুড়ীর জন্যে শেষ উপাসনার ব্যবস্থাটা করা দরকার,' সে বলল। 'পুরুতকে একবার খবর দিতে হয়...'

তার কথায় বাধা দিয়ে কে যেন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! তুমি এখন শুয়ে থাকো।'

'আরে! এ যে পাভেল ইভানিচ!' ডাক্তারকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে কুন্দকার অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। 'হুজুর! মা-বাপ!'

সে চেষ্টা করল বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চিকিৎসা শাস্ত্রের কাছে আভূমি প্রণত হতে, কিন্তু বুঝতে পারল তার হাত পা অবশ হয়ে গেছে।

'হুজুর! আমার পা কই? আমার হাত?'

'তোমার হাত পা'র মায়া ছেড়ে দাও...জমে গিয়ে অসাড় হয়ে গেছে! আরে, আরে, কাঁদছ কিসের জন্যে? জীবনে কিছুই ত তোমার বাকি নেই, সেই ভেবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ষাট ত পার হয়ে গেছে, তাই না? তাহলে তোমার দিন ত কাটিয়েই দিয়েছ।'

'হা আমার কপাল! হুজুর, অপরাধ নেবেন না। আর ছটা বছর যদি বাঁচতে পারতাম!'

'কিসের জন্যে?'

'ঘোড়াটা আমার নয়, ওটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে...আমার বুড়ীটাকে কবর দিতে হবে। জীবনে ঘটনাগুলো কী তাড়াতাড়িই না ঘটে! হুজুর! পাভেল

BanglaBook.org

ইভানিচ! আপনার জন্যে ঠিক তৈরি করে দেব—ফুটফুটে দাগওয়ালা সেরা বার্চ কাঠের সিগারেট কেস আর ক্রোকে খেলার পুরো একটা সেট আর...'

ডাক্তার হাত দিয়ে ইশারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কুন্দকারকে নিয়ে আর করার কিছু নেই!

১৮৮৫

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ইয়োনিচ

১

'এস্' শহরে সদ্যাগত আগন্তুকরা যখন সেখানকার একঘেয়ে ও বিরক্তিকর জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করে, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করে বলে 'এস্'-এর মতো এমন শহর আর হয় না, এখানে একটা লাইব্রেরী, একটা থিয়েটার ও একটা ক্লাব আছে, এখানে মাঝে মাঝে বলনাচের অনুষ্ঠান হয় এবং সর্বোপরি এখানে অনেক পরিবার বসবাস করে যাদের শিক্ষাদীক্ষায় আচার-আচরণে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে তাদের সংগে আলাপ করে কৃতার্থ হওয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির জাজ্বল্যমান উদাহরণস্বরূপ তারা তুর্কিন পরিবারের উল্লেখ করে।

গভর্নরের বাড়ির পাশে সদর রাস্তার উপরেই তুর্কিনরা বাস করে তাদের নিজস্ব বাড়িতে। পরিবারের কর্তা ইভান পেত্রোভিচ। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। তার মাথার কালো চুল ও একজোড়া জুলপি নজরে পড়ার মতো। দান-খয়রাতের জন্যে মাঝে মাঝে সে শখের নাটকের আয়োজন করে। সেই সব নাটকে বুড়ো জেনারেলের অংশে অভিনয় করার সময় সে এমন মজা করে কাশে যে সবাই হেসে লুটিয়ে পড়ে। চুটকি প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালি তার জানা আছে অফুরন্ত। রসিকতা ও ঠাট্টাতামাসা করতে সে ভালোবাসে। সে ঠাট্টা করছে, না করছে না, তার মুখ দেখে বোঝাই যায় না। ভেরা ইয়োসিফভ্না তার স্ত্রী, খুবই রোগা, দেখতে সুন্দর। সে প্যাঁশনে চশমা পরে থাকে, গল্প-উপন্যাস লেখে। অতিথিদের সামনে নিজের লেখা পড়ে শোনাতে কখনই তার উৎসাহের অভাব হয় না। তাদের একমাত্র কন্যা ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না। তরুণীর শখ পিয়ানো বাজানো। এক কথায় পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তি কোনো না কোনো দিক থেকে প্রতিভাসম্পন্ন। আতিথেয়তা তুর্কিনদের একটা পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। তারা তাদের প্রতিভার পরিচয় দিত দিল খুলে, খুশি মনে। পাথরে তৈরি মস্ত বাড়িটা গ্রীষ্মকালেও সর্বদা শীতল থাকে। বাড়িটার পিছনদিকের জানালাগুলোর নিচেই ছায়ায় ঘেরা একটা প্রাচীন বাগান, বসন্তকালে সেই বাগান থেকে নাইটিঙ্গেলের গান ভেসে আসে। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হলে রান্নাঘর থেকে ছুরি খুন্তির শব্দ শোনা যায়, এবং পেঁয়াজ ভাজার খোশবাইয়ে চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, বোঝা যায় রসনাতৃপ্তিকর ভুরিভোজের আয়োজন চলেছে।

'এস্' শহর থেকে প্রায় দশ ভের্স্ত্ দূরে দ্যালিজ্-এ সদ্যনিযুক্ত জেম্স্তভো-চিকিৎসক*) —ডাক্তার দ্মিত্রি ইয়োনিচ স্তার্ত্সেভ বাস করতে আসার সংগে

BanglaBook.org

সঙ্গে তাকেও জানিয়ে দেওয়া হল, রুচিবান শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে তুর্কিনদের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় করা অবশ্য প্রয়োজন। শীতকালে একদিন রাস্তায় ইভান পেত্রোভিচের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আবহাওয়া, থিয়েটার, কলেরা মহামারী ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার শেষ পর্যন্ত পরিসমাপ্তি ঘটল আমন্ত্রণে। অতএব বসন্তকালীন কোনো এক ধর্মীয় ছুটির দিনে—সেদিন ছিল যিশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের দিন*) —স্তার্তসেভ রোগী দেখা শেষ করে শহরের দিকে যাত্রা করল। উদ্দেশ্য, কাজের চাপ থেকে একটু ছুটি নেওয়া এবং শহরে যাচ্ছেই যখন কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনা। ধীরেসুস্থে সে হেঁটে চলল সারা রাস্তা গুনগুন ক'রে গান গাইতে গাইতে :

'তখনও এই জীবন পাত্র অশ্রুধারায় যায় নি পুরে...'*)

শহরেই সে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিল। পার্কে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াবার পর তার খেয়াল হল ইভান পেত্রোভিচের আমন্ত্রণের কথা। ভাবল, দেখাই যাক না তুর্কিনদের সঙ্গে দেখা করে তারা কী রকম মানুষ।

'আরে, আরে, খবর কি!' সদর দরজার সামনে দেখা হতে ইভান পেত্রোভিচ বলে উঠল। 'এই রকম অভ্যাগত অতিথির দেখা পেয়ে আনন্দিত হলাম। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। চলুন, আমার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' ডাক্তারকে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর সে বলে চলল, 'ভেরা, আমি ওঁকে বলছিলাম হাসপাতালে সর্বক্ষণ আবদ্ধ থাকার কোনো অধিকার ওঁর নেই, অবসর সময় সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা ওঁর কর্তব্য। আমি ঠিক বলি নি, বল ত ভেরা?'

'এখানে বসুন,' ভেরা ইয়োসিফভ্না তার পাশের একটা চেয়ারে অতিথিকে বসতে দিয়ে বলল। 'আপনি আমার প্রণয় প্রার্থনা করতে পারেন। আমার স্বামীর আবার ওথেলোর মতো সন্দেহের বাতিক। তা হোক, আমরা একটু সাবধানে চলাফেরা করব। কী বলেন?'

ইভান পেত্রোভিচ তার স্ত্রীর কপাল চুম্বন করে সাদরে বলল, 'ওঃ কী মেয়ে!' আগন্তুকের দিকে ফিরে সে আবার বলল, 'আপনি বেশ সুসময়ে এসে পড়েছেন। আমার অর্ধাঙ্গিনী এইমাত্র এক প্রকাণ্ড উপন্যাস লেখা শেষ করেছেন এবং আজই সন্ধ্যেবেলা আমাদের তিনি তা পড়ে শোনাচ্ছেন।'

'জাঁ*, সোনা আমার,' স্বামীকে সম্বোধন করে ভেরা ইয়োসিফভ্না বলল, 'Dites que I'on nous donne du the**।'

এর পরেই ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নার সঙ্গে স্তার্তসেভের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আঠারো বছরের তরুণীটিকে ঠিক মায়ের মতোই দেখতে—তেমনি রোগা-পাতলা চেহারা, সুন্দর মুখ। তার মধ্যে এখনও শিশুর সারল্য, ললিত লতার মতো তার দেহসৌষ্ঠব। তার কৌমার্যের স্তনদুটি ইতিমধ্যেই পুষ্ট হয়েছে,

---

* রুশ ইভান নামের ফরাসী সংস্করণ।—সম্পাঃ

** অতিথিদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে বল (ফরাসী)।

BanglaBook.org

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে অটুট, যেন বসন্তের আসল আভাস বয়ে আনছে। তারপর তারা বসল চা পান করতে জ্যাম, মধু, মিষ্টি ও মুখে দিলেই মিলিয়ে যায় এমন চমৎকার বিস্কুট সহযোগে। সন্ধ্যা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকরা আসতে শুরু করল। এক একজন আসছে আর ইভান পেত্রোভিচ খুশিতে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে বলে উঠছে :

'আরে, আরে, খবর কী?'

সবাই আসার পর তারা বসার ঘরে গিয়ে গম্ভীর মুখে বসল আর ভেরা ইয়োসিফভ্না উপন্যাস পাঠ শুরু করল। উপন্যাসের আরম্ভ হচ্ছে: 'এখন দারুণ শীত...' জানলাগুলো হাট করে খোলা, সেখান দিয়ে ভেসে আসছে রান্না ঘরের ভাজা পেঁয়াজের সুবাস ও সেই ছুরির ঝন্ঝন্ শব্দ...

নরম কোমল গদি আঁটা চেয়ারে বসার ব্যবস্থা, বসার ঘরে আধো অন্ধকারে আলোর অলস কম্পন—মোটামুটি বৈঠকের পরিবেশটা বেশ শান্তিময়। গ্রীষ্মের এই সন্ধ্যায়, রাস্তা থেকে যখন ভেসে আসছে হাসি ও কলরব এবং বাগান থেকে বাতাস যখন বয়ে আনছে লাইলাকের সুগন্ধ, তখন মনে আনা সহজ নয় 'এখন দারুণ শীত,' অস্তগামী সূর্যের শীতল করস্পর্শে তুষারাস্তীর্ণ সমভূমি আলোকিত হয়ে উঠছে এবং সেখানে একা চলেছে এক যাত্রী। ভেরা ইয়োসিফভ্না পড়ে চলল, কী ভাবে সুন্দরী তরুণী কাউন্টেস তার স্বগ্রামে ইস্কুল, হাসপাতাল ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করল, কেমন করে সে ভবঘুরে শিল্পীর প্রেমে পড়ল—এমনি সব ঘটনা, বাস্তব জীবনে যা অসম্ভব। তবুও যারা শুনছে তাদের শুনে যেতে ভালোই লাগছে, শুনতে শুনতে তাদের মনে স্নিগ্ধ মধুর কত চিন্তাই না ভেসে যাচ্ছে, তারা মশগুল হয়ে বসে রয়েছে...

'মন্দ নয়!' ইভান পেত্রোভিচ মৃদু স্বরে বলল।

একজন অতিথি শুনতে শুনতে উন্মনা হয়ে ভাবতে লাগল কোন দূর সুদূরের কথা। প্রায় অস্ফুটস্বরে সে বলল :

'বাস্তবিকই...'

এক ঘন্টা কেটে গেল, তারপরে আরও এক ঘন্টা। কাছাকাছি পার্ক থেকে গানবাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভেরা ইয়োসিফভ্না যখন তার খাতাটি বন্ধ করল পাঁচ মিনিট কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই তখন পার্কের 'লুচিনুশ্কা'*) গানটি শুনছে। উপন্যাসে যা নেই গানটায় তাই রয়েছে—বাস্তব জীবনের কাহিনী।

'সাময়িকপত্রে কি আপনার লেখা ছাপান?' সতর্কস্বরে ভেরা ইয়োসিফভ্নাকে জিজ্ঞাসা করল।

'না,' সে উত্তর দিল। 'কোনো লেখাই ছাপাই না। লিখে বাক্সবন্দী করে রাখি। কী দরকার ছাপিয়ে? খেয়ে পরে বাঁচার মতো আমাদের যথেষ্টই ত আছে,' এই বলে সে না-ছাপানোর কৈফিয়ৎ দিল।

কোনো না কোনো কারণে উপস্থিত সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ইভান পেত্রোভিচ এবার মেয়েকে উদ্দেশ করে বলল, 'মিনিপুষি' এবার আমাদের কিছু একটা বাজিয়ে শোনাও।'

BanglaBook.org

মস্ত পিয়ানোর ডালাটা তোলা হল, স্বরলিপির বই র‍্যাখার জায়গায় যথারীতি স্থাপিত ছিল, তার পাতা খোলা হল। ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না এবারে বসে দুহাত দিয়ে চাবিগুলোয় আঘাত করল। সমস্ত শক্তি দিয়ে বারবার সেগুলোকে আঘাত করে চলল। তার কাঁধ ও বুকটা দুলে দুলে উঠতে লাগল। একই জায়গায় একগুঁয়ের মতো ক্রমাগত সে চাবিগুলোয় আঘাত করতে থাকে, মনে হয় সেগুলোকে পিয়ানোর ভেতরে চালিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত থামবে না। বসার ঘরের মধ্যে যেন মেঘগর্জন হতে থাকে, মেঝে, ছাত, আসবারপত্র সবকিছু গমগম করে... ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা খুব একটা জটিল অংশ বাজাচ্ছে, কালোয়াতি জটিলতাই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। বাজনাটা দীর্ঘ ও একঘেয়ে। শুনতে শুনতে স্তার্ত্সেভ কল্পনা করে পাহাড়ের চূড়া থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়ছে। একটার পর একটা গড়িয়ে পড়ছে ত পড়ছেই। সুন্দর স্বাস্থ্যবতী ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা পরিশ্রমের ফলে লাল হয়ে উঠেছে, তার কপালের উপর একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে। তাকে এই অবস্থায় দেখতে স্তার্ত্সেভের খুবই ভালো লাগা সত্ত্বেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল পাথর পড়া এবার ক্ষান্ত হোক। চাষাভুষা ও রোগীদের মধ্যে সারা শীতটা দ্যালিজে কাটিয়ে এই বসার ঘরে বসে বসে সুদর্শনা ও নিঃসন্দেহে নিষ্কলুষ এই যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকা এবং ক্লান্তি-কর ও জোরালো হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতিমূলক এই ধ্বনি শোনা প্রীতিপদ ত বটেই, অভিনবও...

'বাঃ মিনিপুষ, আজ যেন তুমি নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছ,' বাজনা শেষ করে যখন তার কন্যা উঠে দাঁড়াল ইভান পেত্রোভিচ বলল। আনন্দে পিতার চোখদুটো জলে ভরে এসেছে। 'দেনিস, মরে গেলেও এর চেয়ে ভালো পারবে না।'*)

সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল, সবাই অভিনন্দন জানাল। প্রত্যেকে চমকিত, প্রত্যেকে বলেছে এমন বাজনা বহুকাল শোনে নি। মেয়েটি মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে নীরবে এই স্তুতি শুনে যাচ্ছে, আর তার সারা দেহে ফুটে উঠছে জয়ের আনন্দ।

'আশ্চর্য ! চমৎকার !'

সাধারণ স্তুতিবাদে গলা মিলিয়ে স্তার্ত্সেভও বলে ওঠে, 'চমৎকার !'

'কোথায় শিখেছেন ?' সে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নাকে জিজ্ঞাসা করল। 'সংগীত কলেজে বুঝি ?'

'না, কলেজে ভর্তি হবার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি, এর মধ্যে আমি বাড়িতেই শিখছি মাদাম জাভলোভ্স্কায়ার কাছে।'

'এখানকার হাইস্কুল থেকে বুঝি পাশ ক'রে বেরিয়ে এসেছেন ?'

'না, না,' ভেরা ইয়োসিফভ্না কন্যার হয়ে জবাব দিল। 'আমরা বাড়িতেই মাস্টার রেখে ওকে পড়িয়েছি। আপনি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হাইস্কুলই হোক বা বোর্ডিং স্কুলই হোক, সেখানকার প্রভাবটা ভালো না হওয়ারই সম্ভাবনা। মেয়ে যখন বড় হয়ে উঠছে তখন মা ছাড়া আর কারও প্রভাবে তাকে রাখা উচিত নয়।'

'আমার কিন্তু সংগীত কলেজে যাবার খুব ইচ্ছে,' ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না বলল।

BanglaBook.org

'না, না, মিনিপুষি তার মাকে খুব ভালোবাসে। মিনিপুষি তার বাপমার মনে কষ্ট দেবে না।'

আবদার করে পাঠুকে ঠুকে ইয়েকোতেরিনা ইভানভ্না বলল, 'আমি যাবই যাব!'

নৈশ ভোজের সময় সুযোগ এলো ইভান পেত্রোভিচের কৃতিত্ব জাহির করার। শুধুমাত্র চোখদুটো হাসিতে ভরে সে গল্প বলে রসিকতা করে, নানা ধাঁধা ব'লে নিজেই তার উত্তর দেয় এবং সর্বক্ষণ নিজস্ব অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করে, বহুদিন থেকে ঠাট্টার ছলে ব্যবহার করতে করতে সে ভাষায় কথা বলা এখন তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যথা: 'চমৎচিকীর্ষিত,' 'মন্দবন্ত নয়,' 'আনতবিনতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি'।

কিন্তু এটাই সব নয়। চর্ব্যচোষা আহার শেষ করে অতিথিরা খুশি মনে যখন বাইরের হলঘরে এসে যে-যার কোট ও ছড়ি খুঁজছে তখন দেখা গেল ভৃত্য পাভেল, যার ডাক-নাম পাভা, ভরাট-গাল নেড়া-মাথা চৌদ্দ বছরের ছোকরা, তাদের আশে-পাশে ঘুরঘুর করছে।

'খেলা দেখাও পাভা, দেখাও,' ইভান পেত্রোভিচ বলল।

পাভা অমনি অদ্ভুত এক ভংগীতে দাঁড়িয়ে একটা হাত উপরের দিকে তুলে বিয়োগান্তক গলায় বলল:

'মর, হতচ্ছাড়ী!'

সংগে সংগে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে স্তার্তসেভ ভাবল, 'বেশ মজার ত!'

একপাত্র বিয়ার পান করার জন্যে সে এক রেস্তোরাঁয় গেল, তারপর হাঁটতে হাঁটতে দ্যালিজে ফিরল। যেতে যেতে সারা পথ সে গুনগুন করে গাইল:

'তোমার স্বর আমার কাছে মিষ্টি ও আদরে ভরা...'*)

নয় ভের্স্ত হেঁটে আসার পর বিন্দুমাত্র শ্রান্তিবোধ না করে সে শুতে গেল, মনে মনে বলল, আরও বিশ ভের্স্ত সে আনন্দে হাঁটতে পারে।

'মন্দবন্ত নয়,' মনে পড়তে তার হাসি পেল, তার পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

২

তুর্কিনদের সংগে আবার দেখা করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের কাজের চাপে তার পক্ষে দু'এক ঘণ্টাও সময় করা সম্ভব হল না। এই ভাবে একলা বৎসরাধিক কাল তার কেটে গেল কাজের মধ্যে। তারপর একদিন শহর থেকে তার কাছে এলো নীল খামে মোড়া একখানা চিঠি।

অনেক দিন থেকেই ভেরা ইয়োসিফভ্না মাথাধরায় ভোগে, কিন্তু সম্প্রতি তাদের মিনিপুষির সংগীত কলেজে যাবার বায়না বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাটা বেশ ঘন ঘন ধরছে। শহরের সব ডাক্তারই তুর্কিনদের বাড়ি এসে গেছে। শেষকালে আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ডাক্তারের ডাক পড়েছে। ভেরা ইয়োসিফভ্না

মর্মস্পর্শী এক চিঠি লিখে একবার এসে তার যন্ত্রণা দূর করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। স্তার্ত্সেভ তাকে দেখতে গেল, এবং এই যাওয়ার পর তুরকিন্দের পরিবারে তার গতিবিধি বিলক্ষণ বেড়ে গেল... বাস্তবিকই তার দ্বারা ভেরা ইয়োসিফভ্নার রোগের কিছুটা উপশম হল এবং যারা দেখতে আসত সবাইকেই বলা হল এমন ডাক্তার আর হয় না, আশ্চর্য ডাক্তার। কিন্তু এখন আর শুধু মাথা-ধরার চিকিৎসা করতেই সে তুর্কিনদের ওখানে যাওয়া আসা করে না...

সেদিন কি একটা ছুটির দিন। ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না সবে পিয়ানোর দীর্ঘ ও বিরক্তিকর এক কসরত শেষ করেছে। খাবার ঘরের টেবিল ঘিরে তাদের তখন চা সহযোগে দীর্ঘ বৈঠক চলেছে। ইভান পেত্রোভিচের একটা মজার গল্প প্রায় মাঝামাঝি বলা শেষ হয়েছে, এমন সময় সদর দরজা থেকে ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শোনা গেল। ইভান পেত্রোভিচকে উঠে যেতে হল আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে। এই ক্ষণিক গোলমালের সুযোগ নিয়ে স্তার্ত্সেভ ইয়েতাতেরিনা ইভানভ্নার কানে কানে গভীর আবেগমিশ্রিত অস্ফুটস্বরে বলে ফেলল :

'ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন, আমাকে আর যন্ত্রণা দেবেন না। চলুন, বাগানে যাই।'

ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না কাঁধটা এমনভাবে ঝাঁকাল যে মনে হল তার কাছে এটা অপ্রত্যাশিত এবং স্তার্ত্সেভ যে কী চায়, সে বুঝতেই পারছে না। তা সত্ত্বেও কিন্তু সে উঠে বেরিয়ে গেল।

'দিনে তিন চার ঘণ্টা আপনি বাজনার চর্চা করেন,' তাকে অনুসরণ করতে করতে স্তার্ত্সেভ বলল। 'তারপরে আপনার মা'র কাছটিতে বসে থাকেন। কথা বলার কোনো সুযোগই পাই না অনুরোধ করছি পনেরো মিনিট সময় দিন!'

শরৎকাল আসন্ন। প্রাচীন বাগানটায় একটা স্তব্ধ বিষণ্ণতা। বাগানের পথগুলো কালো ঝরা পাতায় ছাওয়া। দিনগুলো ছোট হয়ে আসছে।

'পুরো এক সপ্তাহ আপনাকে দেখি নি,' স্তার্ত্সেভ বলে চলল। 'যদি শুধু জানতেন এই না-দেখা আমার কাছে কত কষ্টকর! চলুন, বসি গিয়ে। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

বাগানে তাদের বসবার প্রিয় জায়গা প্রাচীন এক ম্যাপ্ল্ গাছের নিচেকার বেঞ্চি। তারা সেই বেঞ্চিটায় বসল।

যেন কোন ব্যবসাসংক্রান্ত কথাবার্তা হচ্ছে এইভাবে আবেগউত্তাপহীন কণ্ঠে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী চান?

'পুরো এক সপ্তাহ আপনাকে দেখি নি, মনে হচ্ছে কত যুগ আপনার গলার আওয়াজ শুনি নি। আপনার একটু কথা শোনার জন্যে আমি আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছি। কথা বলুন!'

স্তার্ত্সেভ মুগ্ধ হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে তার সজীবতায়, তার চাহনির সারল্যে, তার কপোলের সদ্যস্ফুট রক্তিমায়। এমন কি তার পরিহিত পোশাকের পারিপাট্যেও স্তার্ত্সেভ অকল্পিত এক মাধুর্যের আস্বাদ পাচ্ছে, তার সহজ ও সাবলীল লালিত্য তার মন স্পর্শ করেছে। এত সরলতা সত্ত্বেও স্তার্ত্সেভের মনে হল কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী, বয়সের তুলনায় কত বেশি বিজ্ঞ! সাহিত্য, শিল্প বা যেকোনো

BanglaBook.org

মনোমত বিষয় নিয়ে স্তার্ত্সেভ তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারে, জীবন ও জনসমাজ সম্পর্কে তার যত কিছু অভিযোগ তার কাছে পারে পেশ করতে, যদিও সে-মেয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝখানে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ হাসতে শুরু করে অথবা উধাও হয় বাড়ির দিকে! 'এস্' শহরের প্রায় অধিকাংশ মেয়েদের মতোই সে খুব পড়ত, (সত্যিকথা বলতে কি, 'এস্' শহরে পড়াশোনার চর্চা তেমন কিছুই ছিল না, এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারিকের অভিমত, মেয়েরা ও অল্পবয়সী ইহুদীরা না থাকলে লাইব্রেরীটা বন্ধ করে দিলেও ক্ষতি হত না)। সে-কথা জেনে স্তার্ত্সেভের আনন্দের সীমা থাকত না। প্রতিবার তার সঙ্গে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নার দেখা হতে প্রতিবারই সে আগ্রহভরে প্রশ্ন করত গত কয়েক দিন সে কী পড়ছিল এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেত ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না উত্তরে যা বলত।

'আমাদের শেষ দেখা হবার পর থেকে সারা সপ্তাহটা ধরে কী পড়লেন?' সে এখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন দয়া করে।'

'পিসেম্স্কি*) পড়ছিলাম।'

'তাঁর কোন বইটা?'

"সহস্র আত্মা" মিনিপুষি উত্তর দিল। 'পিসেম্স্কির নামটা কী মজার—আলেক্সেই ফিওফিলাক্তিচ!'

এই বলেই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। 'আরে চললেন কোথায়?' সচকিত স্তার্ত্সেভ চিৎকার করে উঠল। 'আপনার সঙ্গে যে একটা কথা আছে আমার, অনেক কিছুই আপনাকে বলতে হবে... আরও কিছুক্ষণ, দোহাই আপনার, অন্তত আর পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে থাকুন!'

ইয়েকাতেরিনা ইভানভনা থামল, যেন কী বলতে চায়, তারপর হঠাৎ স্তার্ত্সেভের হাতে একটা চিঠি গুঁজে দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল এবং গিয়েই আবার পিয়ানো বাজাতে বসল।

'রাত এগারোটায় কবরখানায় দেমেটির সমাধির কাছে থাকবেন,' চিঠিতে স্তার্ত্সেভ পড়ল।

'একেবারে ছেলেমানুষি,' বিস্ময়বোধটা কেটে যেতে স্তার্ত্সেভ ভাবল। 'কবরখানায় কেন? ওখানে কিসের জন্যে?'

ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার, মিনিপুষি তাকে বোকা বানাতে চায়। যখন রাস্তায়-ঘাটে বা পার্কে সহজেই দেখা করা সম্ভব কারুর মনে পড়ে, তখন অত রাত্রে শহর থেকে অত দূরে দেখা করার ব্যবস্থা! আর তাছাড়া, সে একজন আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ডাক্তার, সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তার পক্ষে কি শোভা পায় একটা মেয়ের জন্যে হা-হুতাশ করা, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করা, কবরখানায় ঘুরে বেড়ানো বা এই ধরনের পাগলামি করা যা দেখে আজকালকার ইস্কুলের ছেলেরাও হাসে? এই ঘটনার পরিণতিই বা কী হবে? তার সহকর্মীরা যদি জানতে পারে তারাই বা কী বলবে? ক্লাবের টেবিলগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে স্তার্ত্সেভ এইসব ভাবছিল, তা সত্ত্বেও কিন্তু সাড়ে দশটা বাজতেই সে কবরখানার দিকে বেরিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

এখন তার নিজস্ব গাড়ি-ঘোড়া হয়েছে, সঙ্গে কোচোয়ানও আছে। কোচোয়ানের নাম পান্তেলেইমন, গায়ে তার ভেলভেটের ওয়েস্টকোট। জ্যোৎস্না রাত। চারদিক স্তব্ধ ও স্নিগ্ধ, আকাশে বাতাসে শরতের স্নিগ্ধতা। নগরের উপকণ্ঠে কশাইখানার কাছে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। নগর প্রান্তে একটা গলিতে গাড়ি থেকে নেমে স্তার্ত্সেভ পায়ে হেঁটে কবরখানার দিকে চলল। প্রত্যেকেরই নিজস্ব খেয়াল আছে, সে নিজেকে বোঝায়। মিনিপদুষি যেরকম অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, কে বলতে পারে হয়ত সে ঠাট্টাছলে লেখে নি, হয়ত সত্যিই সেখানে হাজির থাকবে। এই ক্ষীণ মিথ্যা আশার ছলনায় সে আত্মসমর্পণ করল।

মাঠের মধ্য দিয়ে আধ ভের্স্তখানেক সে পার হয়ে গেল। কবরখানাটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা কালো রেখা, আবছা যেন বনানীবলয় কিংবা প্রকাণ্ড একটা বাগান। আরও কাছে আসতে সাদা একটা পাথরের প্রাচীর নজরে পড়ল। তার পরে, একটা প্রবেশদ্বার... চাঁদের আলোয় প্রবেশদ্বারের উপরে খোদিত লিপিটা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে : 'তোমারও সময় আসবে।' ছোট ফটকটা ধাক্কা দিয়ে খুলে স্তার্ত্সেভ ভিতরে ঢুকল। সামনেই দেখল সুপরিসর এক বীথিকা, তার উভয়পার্শ্বে শ্বেতবর্ণ ক্রুশ, স্মারকস্তম্ভ এবং দীর্ঘকায় পপলার গাছ। তাদের দীর্ঘ কালো ছায়া পথের উপর পড়েছে। সবকিছু হয় কালো নয় সাদা। নিঝুম গাছগুলো সাদা পাথরের স্তম্ভগুলোর উপর ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঠের চেয়ে এখানে যেন বেশি আলো। মেপ্‌ল্‌ গাছের পাতাগুলোকে দেখাচ্ছে যেন কতকগুলো থাবা। বীথিকার হলদে বালি আর কবরগুলো পিছনে থাকায় সেগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্মারকস্তম্ভগুলোর উপরকার খোদিত লিপিগুলিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্তার্ত্সেভের ভাবতে অবাক লাগল যে জীবনে এই প্রথম এমন একটা জগৎ তার দৃষ্টিগোচর হল যে জগৎকে হয়ত সে আর কখনও দেখবে না—এ জগতের সঙ্গে অন্য কোনো জগতের মিল নেই, এ জগতে জ্যোৎস্না এমন কোমল ও মধুর যে মনে হয় এটা বুঝি জ্যোৎস্নার দোলনা। জীবন-স্পন্দনহীন এ জগতের সর্বত্র, ছায়ায় ঢাকা প্রতিটি পপলার, প্রতিটি সমাধির মধ্যে অনন্ত জীবনের আশ্বাসভরা এক রহস্যের অস্তিত্ব। কবরগুলো থেকে, শুকনো ফুল ও পচা পাতার শরৎকালীন গন্ধ থেকে বিষাদ এবং শান্তি যেন আসছে ভেসে।

সর্বত্র স্তব্ধতা। আকাশের তারারা নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে। স্তার্ত্সেভের পদশব্দ এই স্তব্ধতায় কর্কশ বেসুরো শোনাচ্ছে ; গীর্জার ঘড়িতে যখন ঘণ্টা বাজতে লাগল এবং স্তার্ত্সেভের যখন মনে হচ্ছিল সে মরে গেছে ও চিরকালের মতো তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে সে বোধ করল তার দিকে কে যেন তাকিয়ে রয়েছে। নিমেষের জন্য তার মনে হল এটা নিস্তব্ধতা বা শান্তি নয়, এটা অনস্তিত্বের ও অবদমিত হতাশায় ভরা গভীর বিষণ্ণতা...

দেমেটির স্মরকস্তম্ভটি একটি মন্দিরের আকারের, তার চূড়ায় দেবদূতের মূর্তি। অতীতে এক সময় ইতালীয় এক অপেরাদল এই শহরে আসে এবং তাদের এক গায়িকা এখানে মারা যায়। তাকে এখানেই কবরস্থ করা হয়। তারই স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্মারকস্তম্ভটি। শহরে তাকে কেউ মনে রেখেছে বলে মনে হয় না,

BanglaBook.org

কিন্তু তার সমাধিদ্বারে যে দীপাধারটি ঝুলছে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হচ্ছে সেটা যেন জ্বলছে।

কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এই মধ্যরাতে এখানে কে আসতে যাবে? কিন্তু স্তার্ত্সেভ অপেক্ষা করে রইল। চাঁদের আলোর স্পর্শ পেয়ে তার কামনা যেন তীব্রতর হয়ে উঠল। সাগ্রহে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল, কত আলিঙ্গন, কত চুম্বনের কল্পনায় তার মন উঠল ভরে। প্রায় আধ ঘণ্টা সে কবরটার পাশে বসে রইল, তারপরে টুপিটা হাতে নিয়ে পার্শ্ববর্তী বীথিকায় পায়চারি করতে করতে অপেক্ষা করতে লাগল। সে কল্পনা করতে লাগল এই কবরগুলোর মধ্যে যত তরুণী ও মহিলা সমাধিস্থ রয়েছে তাদের মধ্যে কতজন ছিল সুন্দরী ও মোহিনী, কতজন ভালোবেসেছিল আর প্রেমিকের আলিঙ্গনবন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়ে কত রাত্রি প্রেমানলে দগ্ধ হয়েছিল। জননী প্রকৃতি মানুষকে নিয়ে এ কী ক্রূর উপহাস করে চলে! এটা মেনে নেওয়া কী অপমানকর! এইসব ভাবতে ভাবতে স্তার্ত্সেভের ইচ্ছা হল চিৎকার করে বলে, ভালোবাসা তার চাই, যেমন করে হোক ভালোবাসা তাকে পেতেই হবে। সাদা সাদা প্রস্তরফলকের কথা আর সে চিন্তা করছে না, এখন তার চিন্তায় রয়েছে শুধু সুন্দর মানবদেহ। সে দেখছে গাছের ছায়ার আড়ালে সেই দেহগুলিকে সলজ্জভাবে লুকিয়ে থাকতে, সে অনুভব করছে তাদের অঙ্গের উত্তাপ। শেষ পর্যন্ত তার অসহ্য মনে হল প্রণয়ক্লান্তি।

মেঘের আড়ালে চাঁদটা ঢাকা পড়তে হঠাৎ যবনিকাপাতের মতো চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ফটকটা খুঁজে বার করা স্তার্ত্সেভের পক্ষে কষ্ট-সাধ্য হয়ে উঠল, কারণ শারদ রাত্রির মতোই অন্ধকার এখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। যেখানে সে তার গাড়িটা ছেড়ে এসেছিল সেই গলিটার সন্ধান করতে তাকে প্রায় দেড়ঘণ্টা ঘোরাফেরা করতে হল।

'এত ক্লান্ত যে দাঁড়াতে পারছি না,' সে বলল পাস্তেলেইমনকে, এবং আরাম করে আসনে বসে সে মনে মনে বলল :

'এত মোটা হওয়া চলবে না!'

৩

বিয়ের প্রস্তাব করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে পরের দিন সন্ধ্যেয় সে তুর্কিনদের ওখানে গেল। কিন্তু লগ্ন অনুকূল ছিল না। কারণ ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না'র শয়নকক্ষে কেশপ্রসাধিকা তার কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত। ক্লাবে একটা নাচের অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে সে তৈরি হচ্ছে।

ফের অনেকক্ষণ ধরে তাকে খাবার ঘরে বসে থাকতে হল চা নিয়ে। অতিথিকে বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত দেখে ইভান পেত্রোভিচ ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে আনল এবং ভাঙা রাশিয়ানে লেখা এক জার্মান পরিদর্শকের ভীষণ মজার একটা চিঠি চিৎকার করে পড়ে চলল।

'যৌতুক সম্ভবত ওরা ভালোই দেবে,' অন্যমনস্ক হয়ে শুনতে শুনতে স্তার্ত্সেভ ভাবল।

BanglaBook.org

বিনিদ্র রজনী যাপনের পর সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল—যেন মিষ্টি একটা ঘুমের ওষুধ পান করেছে। স্বপ্নময় মধুর উষ্ণ অনুভূতিতে তার অন্তর ভরে উঠেছে। কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে গুরুভার একটা শীতল কণিকা তার সঙ্গে সমানে তর্ক করে চলল :

'অতিরিক্ত দেরী হয়ে যাবার আগে সংযত হও। ও মেয়ে কি তোমার উপযুক্ত ? ও বেয়াড়া, ও খামখেয়ালী, দুপুর দুটো পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আর তুমি, একজন আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ডাক্তার, এক সেক্সটনের ছেলে...'

'হলই বা, তাতে হয়েছে কী ?' সে ভাবল।

'তাছাড়া ও মেয়েকে বিয়ে করলে,' সেই কণিকাটি বলে চলল, 'ওর আত্মীয়-স্বজনদের চেষ্টা হবে তুমি যাতে আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের কাজ ছেড়ে দিয়ে শহরে এসে বসবাস কর।'

'তাই যদি হয়,' সে ভাবল, 'শহরে থাকতেই বা ক্ষতি কী ? মেয়েকে ত ওরা যৌতুক দেবেই, তাই দিয়ে আমরা সংসার পাতব...'

অবশেষে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌নার আবির্ভাব হল। বলনাচের বুক-কাটা পোশাকে তাকে যেমন সজীব তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছে। স্তার্ত্‌সেভ প্রাণভরে তাঁকে দেখে নিল, দেখতে দেখতে সে এমনি বিভোর হয়ে গেল যে একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না, তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসতে লাগল।

ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌না উপস্থিত সবাইকার কাছ থেকে বিদায় নিল। স্তার্ত্‌সেভও বসে থেকে কী আর করবে, দাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে জানিয়ে দিল তারও বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, রোগীরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

'তাহলে আর উপায় কী ?' ইভান পেত্রোভিচ বলল। 'যেতে পারেন ! মিনি-পুষিকে তাহলে আপনার গাড়িতেই পৌঁছিয়ে দিন না !'

বাইরে বেশ অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পান্তেলেইমনের ঘংঘঙে কাশির শব্দ লক্ষ্য করে তারা শুধু বুঝতে পারছিল গাড়িটা কোথায় রয়েছে। গাড়ির হুডটা ওঠানো হল।

মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিতে দিতে ইভান পেত্রোভিচ রসিকতা করে বলল, 'আর কেন ছলনা, এইবার চল না... আচ্ছা, এসো তাহলে !'

তারা গাড়িতে চেপে চলে গেল।

'কাল আমি গোরস্থানে গিয়েছিলাম,' স্তার্ত্‌সেভ বলল। 'কী নিষ্ঠুর, কী নির্দয় আপনি...'

'গোরস্থানে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, প্রায় দুঘণ্টা আপনার জন্যে অপেক্ষা করলাম। কী যে ভোগান্তি...'

'ঠাট্টা যদি না বোঝেন, ভুগুন।'

তার প্রেমে গদগদ এই লোকটাকে এমন সুন্দরভাবে ঠকাতে পেরেছে দেখে এবং সে তাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসে জেনে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌নার খুশি আর ধরে না। সে হাসিতে ফেটে পড়ল। পরমুহূর্তেই ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, কারণ ক্লাবের ফটক দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে ঘোড়াগুলো বেগে মোড় ঘুরতেই গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে একপাশে হেলে গেল। স্তার্ত্‌সেভ হাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। ভয় পেয়ে সেও স্তার্ত্‌সেভের কাছে সরে গেল।

BanglaBook.org

স্তার্ত্সেভ আর থাকতে পারল না, তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে গালে আবেগভরে চুম্বন করে চলল।

'অনেক হয়েছে,' ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না নিরুত্তাপভাবে বলল।

পরমুহূর্তেই সে আর গাড়িতে নেই। আলোয় ঝলমল ক্লাবের প্রবেশদ্বারে যে পুলিশটা দাঁড়িয়েছিল সে তখন পাস্তেলেইমনের উদ্দেশে বিকটভাবে চিৎকার করে বলছে :

'এই হাবা, খাড়া হয়ে রয়েছ কেন ? হাটো !'

স্তার্ত্সেভ বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু শীঘ্রই ফিরে এলো। অপরের একটা টেইলকোট গায়ে দিল, গলায় বাঁধল একটা কড়মড়ে গোছের সাদা টাই, যেটার আগা-গোড়া দুমড়ে এমন উঁচিয়ে থাকল যে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে কলার থেকে খসে পড়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় তাকে মধ্যরাত্রে দেখা গেল ক্লাবের বসার ঘরে বসে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নাকে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে চলেছে :

'যারা কখনও ভালোবাসে নি তারা কত কমই না জানে ! আমার মনে হয় আজ পর্যন্ত কেউই প্রেমের যথার্থ বর্ণনা দিতে পারে নি, বাস্তবিকই এই বেদনা-ভরা সুকুমার আনন্দানুভূতিকে প্রকাশ করা অসম্ভব। জীবনে একবার হলেও ভালোবাসা যে কী যে জেনেছে, সে কখনও ভাষায় তা প্রকাশের চেষ্টা করবে না। কী দরকার এইসব ভণিতার, এইসব বর্ণনার ? কেনই বা এই বাগাড়ম্বর ? আমার ভালোবাসার যে সীমা নেই...আপনার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি,' স্তার্ত্সেভ শেষ পর্যন্ত মনের কথা বলে ফেলে বক্তব্য শেষ করল, 'আমার স্ত্রী হবার সম্মতি দিন।'

একটু থেমে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না মুখে অত্যন্ত গম্ভীর ভাব এনে বলল, 'দ্মিত্রি ইয়োনিচ, আপনি আমাকে যে মর্যাদা দিতে চান, তার জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু...' সে দাঁড়িয়ে উঠে বলে চলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার পক্ষে আপনার স্ত্রী হওয়া অসম্ভব। খোলা-খুলিভাবেই আমাদের বক্তব্য বলা ভালো। দ্মিত্রি ইয়োনিচ, আপনি ভালোমতই জানেন, জীবনে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি শিল্পকলা, সংগীত আমার প্রাণের প্রিয়, সংগীতের জন্যে আমি পাগল, তারই সাধনায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি খুব বড় বাজিয়ে হতে চাই, নাম যশ স্বাধীনতা—এসব আমি চাই, আর আপনি আমাকে এই শহরের মধ্যে বন্দী থাকতে বলেন, এখানকার এই এক-ঘেয়ে নিষ্ফল জীবনযাপন করতে, যা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু কারও স্ত্রী হয়ে থাকা ? না, না, না, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু না ! প্রত্যেক লোকেরই মহৎ উজ্জ্বল কোনো আদর্শ থাকা উচিত। সংসার করতে গেলে চির-দিনের জন্যে আমি জড়িয়ে পড়ব। দ্মিত্রি ইয়োনিচ', তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল, কারণ 'দ্মিত্রি ইয়োনিচ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল 'আলেক্সেই ফিওফিলাকতিচ') 'দ্মিত্রি ইয়োনিচ, আপনি দয়ালু ও উদার। আপনি বুদ্ধিমান, আর সবার চেয়ে আপনি অনেক ভালো,' বলতে বলতে তার চোখদুটো জলে ভরে এলো, 'আপনার জন্যে সত্যি আমার মন কাঁদে, কিন্তু... কিন্তু, আমি ঠিক জানি আপনি আমায় বুঝবেন...'

কান্না চাপতে সে মুখটা ফিরিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

স্তার্ত্‌সেভ উদ্বেগ ও আশঙ্কার হাত থেকে মুক্তি পেল। ক্লাব থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাস্তায় পেঁাছিয়ে প্রথমেই সে তার গলার কড়মড়ে টাইটা টান দিয়ে খুলে ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা অপমান সে বোধ করছিল—প্রত্যাখ্যানটা তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত—সে ভাবতেই পারে নি তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব কামনার পরিণতি এমন হাস্যকর ও তুচ্ছ হয়ে যাবে, শৌখিন নাটুকে দল কোনো ছোট প্রহসন অভিনয় করলে তার শেষ দৃশ্য যেমন দাঁড়ায় অনেকটা সেই রকম। যা সে এতদিন ধরে বোধ করেছে, তার এই ভালোবাসা, এর জন্যে তার এত অনুতাপ হল যে তার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল পাস্তেলেইমনের ওই চওড়া কাঁধটায় তার ছাতি দিয়ে সজোরে বাড়ি মারতে।

তিনদিন তার কোনো কিছুই ঠিক রইল না, সে খেল না, ঘুমোল না, কিন্তু যেই খবর পেল ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌না সংগীত কলেজে ভর্তি হবার জন্যে মস্কোয় গেছে সে শান্ত হয়ে আগেকার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেল।

পরে যখনই তার মনে পড়েছে কবরখানায় কী ভাবে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কী ভাবে একটা টেইলকোট খুঁজে বের করতে সারা শহর সে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে, হাত-পা এলিয়ে দিয়ে সে নিজেকেই বলেছে :

'কী ভোগান্তি !'

৪

চার বছর কেটে গেছে। শহরে স্তার্ত্‌সেভের বেশ পসার জমে উঠেছে। প্রতিদিন সকালে দ্যালিজে রোগীদের পরীক্ষা তাড়াহুড়া করে সেরে নিয়ে সে শহরে রোগী দেখতে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে আসে অনেক রাতে। এখন সে চলাফেরা করে জুড়িগাড়িতে নয়, তিন ঘোড়াওয়ালা গাড়িতে, তাতে আবার ঘণ্টা লাগানো। তার দেহের মেদ বৃদ্ধি হয়েছে। হাঁটে সে অনিচ্ছাভরে, হাঁটলে তার বুক ধড়ফড় করে। পাস্তেলেইমনও আরও মোটা হয়েছে, যতই সে প্রস্থে বাড়ছে ততই দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের দুরদৃষ্টের কথা বলে আফশোস করে : 'কেবল ঘোরা আর ঘোরা।'

স্তার্ত্‌সেভ অনেক বাড়িতেই যায়, অনেক লোকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে কিন্তু কারও সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয় না। শহরের লোকদের কথাবার্তা, মতামত, এমন কি তাদের চেহারা পর্যন্ত তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়। অভিজ্ঞতার ফলে একটু একটু করে সে শিখেছে 'এস্‌' শহরের কূপমণ্ডুকের সঙ্গে যতক্ষণ তাস খেলবে বা একসঙ্গে বসে খাবে, ততক্ষণ তাকে শান্তিপ্রিয় আমুদে, কিছুটা বুদ্ধিমান বলেও মনে হবে, কিন্তু খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে যেমন রাজনীতি বা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার মোড় ঘুরলেই হয় সে বোকার মতো তাকিয়ে থাকবে, নয়ত মাথামুণ্ডু নেই এমন সব তত্ত্বকথা আওড়াতে থাকবে যে তা শুনে তার সঙ্গ ত্যাগ করে সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। উদার মতাবলম্বী কোনো এক ব্যক্তিকে স্তার্ত্‌সেভ হয়ত বোঝাতে চেষ্টা করে, ভগবানের দয়ায় মানবজাতি উন্নতির পথে চলেছে, সময়ে পাসপোর্ট বা মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োজন লোপ পাবে, সেই ব্যক্তি সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বসে, 'তাহলে ত রাস্তায়-ঘাটে

BanglaBook.org

যে-সে যার-তার গলা কাটবে, বলার কেউ থাকবে না।' চা খেতে খেতে বা রাত্রে খাবার টেবিলে বসে স্তার্ত্‌সেভ হয়ত বলল, প্রত্যেকের কাজ করা উচিত, অকাজের জীবন অসম্ভব। উপস্থিত সবাই এই মন্তব্য ভর্ৎসনা হিসেবে নিয়ে তুমুল তর্ক করতে লেগে গেল। তার উপর, এইসব কূপমণ্ডুকেরা কিছুই করে না, একেবারে অকর্মণ্য, কোনো বিষয়ে তাদের কৌতূহলও নেই। তাদের সঙ্গে কথা বলা যায় এমন কোনো বিষয়ই নেই। স্তার্ত্‌সেভ তাই পারতপক্ষে তাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয় না, তাদের সঙ্গে একত্রে এসে খাওয়া ও ভিণ্ট্‌ খেলা পর্যন্তই যথেষ্ট। কারও বাড়িতে গিয়ে কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে কেউ যদি তাকে নিমন্ত্রণ করে, সে চুপচাপ বসে নিজের প্লেটের খাবারের দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে খেয়ে চলে। কারণ, এইসব উপলক্ষ্যে যা কিছু বলা হয় তার মধ্যে অভিনবত্ব ত থাকেই না, বরঞ্চ সেসব অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতায় ঠাসা, শুনলে মেজাজ চড়ে যায়। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। ওইরকম স্তব্ধ কাঠিন্যের সঙ্গে সে প্লেটের দিকে তাকিয়ে মুখে কুলুপ লাগিয়ে বসে থাকে বলে শহরে তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'তিরিক্ষি পোল', যদিও তার ধমনীতে একবিন্দু পোলিশ রক্ত নেই।

থিয়েটার দেখায় বা কন্‌সার্ট শোনায় তার বিশেষ আসক্তি নেই, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যেবেলায় প্রায় ঘণ্টা তিনেক ভিণ্ট্‌ খেলে সে খুব আনন্দ পায়। তার চিত্তবিনোদনের আরও একটা ব্যাপার এবং যেটায় তার আসক্তি নিজের অজান্তেই ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে সেটা হল সারাদিন ধরে ঘুরে সে যত ব্যাঙ্কনোট সঞ্চয় করে সন্ধ্যেবেলায় সেগুলো পকেট থেকে বের করে দেখা। তার পকেটগুলো ঠাসা এই সব নোটে—কোনোটা হলদে, কোনোটা সবুজ*) কোনোটা থেকে সুগন্ধ বেরুচ্ছে, কোনোটাতে ভিনিগারের, ধূপের বা আঁশটে গন্ধ—যোগ করলে কখনো সখনো সত্তর রুব্‌ল্‌ও হয়। এমনি জমে জমে কয়েক শ' রুব্‌ল হলে, ম্যুচুয়াল ক্রেডিট সোসাইটিতে*) তার নিজের নামে সে জমা দেয়।

ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর চার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে মাত্র দুবার, তাও ভেরা ইয়োসিফভ্‌নার আমন্ত্রণে, এখনও তার মাথা ধরার ব্যামো সারে নি, সে তুর্‌কিনদের ওখানে গিয়েছিল। প্রতি গ্রীষ্মে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌না তার বাপ-মার কাছে এসে থাকে, কিন্তু স্তার্ত্‌সেভের সঙ্গে তার কখনই দেখা হয় না, ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে ওঠে না।

এখন চার বছর পার হয়ে গেছে। শান্ত স্নিগ্ধ এক সকালে হাসপাতালে একখানা চিঠি এলো। ভেরা ইয়োসিফভ্‌না দূরমিত্র ইয়েলিৎসকে লিখে জানিয়েছে, অনেকদিন তার দেখা না পেয়ে খুব খালি খালি বোধ করছে, সে যেন অতি অবশ্য একবার এসে তাকে দেখে এবং তার কষ্টের লাঘব করে, আরেকটা কথা—আজকের দিনটা তার জন্মদিন। চিঠির শেষে একটা লাইন যোগ করা হয়েছে : 'মা'র অনুরোধের সঙ্গে আমার অনুরোধও যোগ করলাম। ই।'

---

* ফরাসী 'বঁ'-জুর'-এর সঙ্গে 'আজ্ঞে' যোগ করে রসিকতা।—সম্পাঃ

BanglaBook.org

স্তার্ত্সেভ ভালো করে ভেবে নিল এবং সন্ধ্যেবেলায় তুর্কিনদের ওখানে গিয়ে হাজির হল। ইভান পেত্রোভিচ তার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী 'আরে, আরে, কী খবর!' বলে অভ্যর্থনা জানাল, তার সঙ্গে যোগ করল, 'বঁ-জুর আজ্ঞে*!' এবং শুধু তার চোখজোড়া হাসিতে ভরিয়ে রাখল।

ভেরা ইয়োসিফভ্না'র উপর ইতিমধ্যে বয়সের বেশ ছাপ পড়েছে, তার চুলে পাক ধরেছে। স্তার্ত্সেভের হাতটা চেপে ধরে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল :

'ডাক্তার, আমার কাছে আসতে আপনার মন চায় না, আমাদের সঙ্গে তাই দেখা করতে আসেন না। আপনার কাছে আমি না হয় বুড়ী, কিন্তু এখন ত তরুণী এখানে হাজির রয়েছে, হয়ত আমার চেয়ে সে বেশি ভাগ্যবতী হবে।'

তারপর আমাদের মিনিপুষির খবর? সে আরও রোগা-পাতলা আরও ফ্যাকাশে হয়েছে, তবুও তার রূপ যেন আরও খুলেছে, চেহারায় আরও লাবণ্য এসেছে। এখন সে আর মিনিপুষি নয়, এখন ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না। তার সেই সজীবতা ও শিশুসুলভ সারল্যের ভাব আর নেই। তার বদলে নতুন কী যেন একটা এসেছে, চাউনিটা কেমন যেন সন্ত্রস্ত, অপরাধী মতো, যেন তুর্কিনদের এই বাড়িতে সে আর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না।

স্তার্ত্সেভের হাতে হাত রেখে সে বলল, 'উঃ, কতদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই।' স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল তার বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটছে। স্তার্ত্সেভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বলে চলল, 'দেখছি আপনি বেশ মোটা হয়ে গেছেন, রোদ-পোড়া হয়েছেন, চেহারাতেও বেশ কর্তৃত্বভাব এসেছে, তা সত্ত্বেও মোটের উপর আপনি তেমন বদলান নি।'

স্তার্ত্সেভের তাকে ভালো লাগল, খুবই ভালো লাগল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে কী যেন এখন আর নেই কিংবা অতিরিক্ত কী যেন আছে, কী যে তা সে বলতে পারবে না। কিন্তু সে যাই হোক এই নতুনত্বের ফলে তাকে ঠিক আগের মতো মনে হল না। স্তার্ত্সেভের ভালো লাগল না তার বিবর্ণতা, তার মুখের নতুন ভাব, তার ক্ষীণ হাসি, তার কণ্ঠস্বর এবং শীঘ্রই তার রীতিমতো খারাপ লাগতে লাগল তার পোশাকটা, যে চেয়ারটায় সে বসেছিল সেটা, অতীতে যখন সে প্রায় তাকে বিয়ে করে ফেলেছিল তখনকার কী যেন একটা। স্তার্ত্সেভের মনে পড়ল চার বছর আগে সে কী রকম প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছিল, কত স্বপ্ন কত আশা গড়ে তুলেছিল। সে অস্বস্তি বোধ করল।

চা চলছে, সঙ্গে মিষ্টি পুর দেওয়া পিঠে। ভেরা ইয়োসিফভ্না সরবে তার উপন্যাস পড়ে চলেছে—বাস্তব জীবনে যা ঘটে না এমন সব কাহিনী। স্তার্ত্সেভ শুনে যাচ্ছে এবং মহিলার সুন্দর সাদা মাথাটার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, কতক্ষণে শেষ হবে।

'যে গল্প লিখতে পারে না, সৃজনীশক্তির অভাব তার মধ্যে ততটা নেই', সে আপন মনে বলল, 'যতটা আছে তার মধ্যে, যে লেখে অথচ এই অভাব গোপন করতে পারে না।'

ইভান পেত্রোভিচ বলল, 'মন্দবন্ত নয়!'

BanglaBook.org

তারপর ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না অনেকক্ষণ ধরে পিয়ানোতে শব্দতাণ্ডব চালাল এবং সে থামতে সকলে মিলে অনেকক্ষণ ধরে তাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাল।

স্তার্ত্সেভ ভাবল, 'শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে না করে ভালোই করেছি।'

ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না তার দিকে তাকাল, স্পষ্টতই সে আশা করছে স্তার্ত্সেভ তাকে বলবে তার সঙ্গে বাগানে যেতে। কিন্তু স্তার্ত্সেভ চুপচাপ রইল।

স্তার্ত্সেভের কাছে গিয়ে সে বলল, 'আসুন, গল্প করা যাক। আপনার কী রকম চলছে? কী করে দিন কাটাচ্ছেন? আপনার কথা আমার সব সময়ই মনে হত,' দ্বিধাভরে সে বলে চলল। 'ভেবেছি আপনাকে চিঠি লিখি, দ্যালিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করে আসি, ঠিকই করে ফেলেছিলাম যাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেলাম না, ভগবান জানেন আমার সম্বন্ধে এখন আপনার কী মনোভাব। আজ আপনার পথ চেয়ে কী আকুলভাবে প্রতীক্ষা করে ছিলাম। চলুন বাগানে যাই।'

চার বছর আগের মতোই তারা বাগানে গিয়ে সেই পুরনো ম্যাপ্ল্ গাছটার নিচে বেঞ্চিতে বসল। তখন বেশ অন্ধকার।

'তারপর, কী রকম আছেন?' ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না বলল।

'ভালোই, কেটে যাচ্ছে,' স্তার্ত্সেভ জবাব দিল।

আর কিছু বলার মতো কোনো কথা সে খুঁজে পেল না। চুপচাপ তারা বসে রইল।

ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না দু'হাতে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, 'আমি উত্তেজিত। আমার ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না! বাড়ি ফিরে আমার কী আনন্দ হয়েছে, সবাইকে দেখে কত খুশি হয়েছি, এত কিছুর মধ্যে নিজেকে যেন কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছি না। আগেকার কত কথা মনে পড়ে! ভেবেছিলাম আজ সারা রাত ধরে আপনি আমি কথা কয়েই কাটিয়ে দেব।'

স্তার্ত্সেভ এখন কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছে ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নার মুখখানা, দেখতে পাচ্ছে তার সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো। এখানে এই অন্ধকারে তাকে যেন ঘরের ভেতরের চেয়ে অনেক কম বয়সের মনে হচ্ছে, এমন কি তার আগেকার সেই শিশুসুলভ সারল্যও যেন ফিরে এসেছে। স্তার্ত্সেভ দেখতে পেল ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না তার দিকে চেয়ে আছে। সে চাউনিতে অকপট কৌতূহল। সে যেন আরও কাছ থেকে ভালো করে দেখতে চায়, বুঝতে চায় এই লোকটিকে, যে তাকে এককালে কত গভীরভাবে, কত দরদ দিয়ে, কত ব্যর্থভাবে ভালোবেসেছিল। অতীতের সেই ভালোবাসার জন্য আজ তার চাউনিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে। স্তার্ত্সেভেরও মনে পড়ে গেল যা কিছু ঘটে গেছে, সব। তুচ্ছতম ঘটনাও বাদ গেল না। গোরস্থানে কী ভাবে সে ঘুরে বেড়িয়েছিল, কী ভাবে অনেক রাত্রে পরিশ্রান্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, সব তার মনে পড়ল। হঠাৎ তার মনটা বিষাদে ভরে গেল। চলে-যাওয়া দিনগুলোর জন্যে তার দুঃখ হল। তার অন্তরে একটি আগুনের শিখা উঠল জ্বলে।

'আপনার মনে আছে সেই রাতের কথা যখন আপনাকে আমি ক্লাবে নিয়ে যাই?' সে বলল। 'তখন বৃষ্টি পড়ছিল, চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে ছিল...'

BanglaBook.org

অন্তরের শিখাটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠল, এবারে তার মন কথা বলতে চাইল, চাইল জীবন সম্পর্কে হা-হুতাশ করতে...

'হা আমার কপাল!' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে বলে, 'কী নিয়ে দিন কাটে আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন না? জানতে চান কী ভাবে আমরা বেঁচে আছি? আমরা বেঁচেই নেই। আমরা শুধু বুড়ো হই আর মোটা হই আর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। দিনের পর দিন, এই করে জীবনটাই চলে যায়—বৈচিত্র্যহীন ক্লিন্নতায় অর্থহীন এ জীবনে না আছে কোনো গভীর অনুভূতি, না আছে কোনো চিন্তার বালাই... রোজগার করতে সারাদিন কেটে যায়, আর সন্ধ্যেটা কাটে ক্লাবে, তাসের আড্ডায় মাতাল ও হল্লাবাজদের সঙ্গে, যাদের আমি ঘৃণা করি। কী একঘেয়ে জীবন!'

'কিন্তু আপনার ত কত কাজ করার আছে, জীবনের একটা মহৎ আদর্শ আছে। আপনার হাসপাতালের কথা বলতে আগে কী ভালোবাসতেন! তখন আমি কী রকম অদ্ভুত ধরনের ছিলাম, নিজেকে মনে করতাম বড় একজন পিয়ানো-বাজিয়ে। আজকাল সব মেয়েই পিয়ানো বাজায়, সবাইকার মতো আমিও বাজাতাম। এতে কিছুমাত্র আমার বিশেষত্ব ছিল না। মা যেমন লেখিকা আমিও তেমনি পিয়ানো-বাজিয়ে। তখন সত্যিই আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে, মস্কোয় গিয়ে প্রায়ই আপনার কথা মনে হত। আমি শুধু আপনার কথাই ভাবতাম। আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ডাক্তার হওয়ার মতো আনন্দ আর কি কিছুতে আছে, মানুষের সেবা করা, তাদের যন্ত্রণা দূর করতে সহায়তা করা—এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?' ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল। 'মস্কোয় যখনই আপনার কথা ভেবেছি, আপনাকে একজন আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের লোক বলে মনে হয়েছে...'

স্তার্ত্সেভের মনে পড়ে গেল প্রতি সন্ধ্যায় পকেট থেকে নোটগুলো বের করে সে কী তৃপ্তিলাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের শিখাটা নিভে গেল।

সে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্না তার হাতটা ধরে ফেলল।

'আপনার মতো এত ভালো লোক আমি কখনও দেখি নি,' সে বলে চলল, 'আমাদের দু'জনের আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে, হবে না? কথা দিন, হবে। নিঃসন্দেহে সত্যিকারের পিয়ানো-বাজিয়ে আমি নই, নিজের ক্ষমতাকে আমি এখন আর বাড়িয়ে দেখি না, আপনার সামনে আর কখনও আমি গানবাজনা করব না, এমন কি আলোচনা পর্যন্ত না।'

বাড়ির ভিতরে এসে স্তার্ত্সেভ ঘরের আলোয় ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নার মুখখানা দেখল, দেখল সে তার দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, সে দৃষ্টি যেমন বিষাদ-করুণ তেমনি অন্তর্ভেদী। স্তার্ত্সেভ একটু অস্বস্তি বোধ করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল:

'ওকে বিয়ে না করে ভালোই করেছি।'

স্তার্ত্সেভ এবারে বিদায় নিল।

'না খেয়ে চলে যাওয়ার কোনো পার্থিব অধিকার আপনার নেই,' ইভান পেত্রোভিচ তাকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল। 'আপনার পক্ষে ইহা অতীব আশ্চর্য

BanglaBook.org

ব্যবহার। কই রে, খেলা দেখা!' হলে গিয়ে সে পাভার দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল।

পাভা আর ছোট ছেলেটি নেই, সে এখন যুবক, তার গোঁফ গজিয়েছে। যথারীতি সে অদ্ভুত এক ভংগীতে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা হাত উপর দিকে তুলে বিয়োগান্তক গলায় বলল :

'মর হতচ্ছাড়ী!'

এইসব স্তার্ত্সেভের মনে শুধু বিরক্তি উৎপাদন করে। গাড়িতে ওঠার সময় অন্ধকার বাড়িটা ও এককালে তার অতি প্রিয় বাগানটার দিকে তাকিয়ে নিমেষের মধ্যে সবকিছু তার মনে ভেসে যায়—ভেরা ইয়োসিফভ্নার উপন্যাসগুলো, পিয়ানোয় মিনিপুষির শব্দতাণ্ডব, ইভান পেত্রোভিচের রসিকতা, পাভার কাতর ভংগী। নিজেকেই প্রশ্ন করে, 'সারা শহরের সবচেয়ে প্রতিভাবান পরিবার যদি এইরকম অতি সাধারণ পর্যায়ের হয়, এই শহরের কাছ থেকে কী আশা করা যেতে পারে?'

তিনদিন পরে পাভা ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্নার কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এলো।

'আপনি কই, আর ত আমাদের সংগে দেখা করতে এলেন না। কেন?' সে লিখেছে। 'আমার ভয় হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধে আপনার মনোভাব বদলে গেছে। একমাত্র এই কথা ভেবেই আমি ভয়ানক ভীত হয়ে পড়ছি। আমাকে আশ্বস্ত করুন, একবার এসে বলে যান সব ঠিক আছে। আপনার দেখা যেন নিশ্চয়ই পাই। আপনার ই. ত.।'

স্তার্ত্সেভ চিঠিখানা একবার পড়ল, তারপর মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে পাভাকে বলল :

'শোন হে, বলো গিয়ে আজ আমি আসতে পারছি না। ভীষণ ব্যস্ত। দু-একদিনের মধ্যেই যাব।'

কিন্তু তিনদিন চলে গেল, এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, সে গেল না। একবার তুর্কিনদের বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়িতে চেপে যেতে যেতে তার মনে হয়েছিল একবার, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা করে আসা উচিত, কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তা করে সে থামে নি।

পরে আর কখনই সে তুর্কিনদের বাড়ি যায় নি।

৫

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। স্তার্ত্সেভ আরও মোটা হয়েছে, তার মেদ-স্ফীতি ঘটেছে, সে সবসময় হাঁফায়, চলার সময় মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দেয়। তার লাল মুখ ও বিরাট বপুখানা নিয়ে তিনঘোড়ার ঘণ্টা বাজানো গাড়িতে চেপে সে যখন যায়, সে একটা দৃশ্য। কোচোয়ানের আসনে থাকে পান্তেলেইমন, তারও অমনি লাল মুখ, অমনি বিরাট শরীর, পিছনে ঘাড়ের উপর থাকে থাকে চর্বি জমেছে, হাতদুটো সামনের দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে থাকে মনে হয় সেগুলো যেন কাঠের, আর সামনের দিক থেকে যারা গাড়ি চালিয়ে আসে তাদের উদ্দেশ্যে

BanglaBook.org

সমানে চিৎকার করে : 'ডাইনে চলো, ডাইনে !' মনে হয়, মানুষ নয়, কোনো ঠাকুর-দেবতা চলেছে। শহরময় আজকাল তার এত পসার যে নিঃশ্বাস ফেলারও তার অবকাশ নেই। একটা জমিদারির সে এখন মালিক, শহরে দুটো বাড়ি ত আছেই, আরও একটা কেনার তাল করছে। সেটাতে নাকি লাভ হবে আরও বেশি। মধ্যচন্দ্রাল ক্রেডিট সোসাইটির কাছ থেকে যখনই সে খবর পেত শীঘ্রই কোনো বাড়ি নিলাম হবে, কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যেত এবং প্রতিটি ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখে আসত। মেয়েরা হয়ত ঠিকমতো পোশাক পরে নেই, বাচ্চারা হয়ত খেলা করছে, তাকে দেখে যতই তারা ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক হোক না কেন, তার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রতিটি ঘরের দরজায় সে তার হাতের লাঠিটা দিয়ে ঠুকে জিজ্ঞাসা করে চলে :

'এটা কি পড়ার ঘর ? এটা কি শোবার ঘর ? এই ঘরটা কীসের ?'

এবং সর্বক্ষণ সে ফোঁস ফোঁস করে হাঁফাতে থাকে ও কপালের ঘাম মোছে।

এখন তাকে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। তবুও কিন্তু সে আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ডাক্তারের চাকরিটা ছাড়ে নি। এখন সে পুরোপুরি লোভের কবলে, যেখান থেকে যা কিছু পাওয়া যায় কিছুই সে ছাড়বে না। দ্যালিজে এবং শহরের সর্বত্র সবাই এখন তার নামকরণ করেছে—'ইয়োনিচ'। 'ইয়োনিচ গেল কোথায় ?' কিংবা 'ইয়োনিচকে একবার ডাকলে হত না ?'

গলার চারপাশে স্তরে স্তরে চর্বি পড়াতে তার গলার আওয়াজটা তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হয়ে উঠেছে। তার মেজাজও বদলে গেছে। আজকাল সে যেমন রূঢ় তেমনি খিটখিটে। রোগী দেখতে দেখতে ইদানীং সে প্রায়ই চটে যায়, অধৈর্য হয়ে মেঝের উপর লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কর্কশ গলায় চিৎকার করে ওঠে :

'যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিন, আজেবাজে বকবেন না।'

সে একা থাকে। জীবনে তার সুখ নেই, কিছুতেই তার আগ্রহ নেই।

দ্যালিজে আসার পর থেকে এই দীর্ঘকালের মধ্যে একবার মাত্র সে আনন্দ পেয়েছিল মিনিপুষির প্রতি তার ভালোবাসায়। সম্ভবত সে-ই তার জীবনের শেষ আনন্দদায়ক ঘটনা। সন্ধ্যেবেলা সে ক্লাবে গিয়ে ভিন্ট্ খেলে, তারপর মস্ত খাবার টেবিলটায় একা বসে খায়। তাকে পরিবেশন করে ইভান। ক্লাবের পরিচায়কদের মধ্যে ইভানই সবচেয়ে পুরনো, সবাই তাকে সমীহ করে। ১৭ নং লাফিত্ত স্তার্ত্-সেভকে পরিবেশন করা হয়। ক্লাবের প্রত্যেকে—পরিচালকরা, পাচক ও ভৃত্যেরা—সবাই জানে তার কী পছন্দ, কী অপছন্দ। তারা প্রত্যেকে তার মনোরঞ্জন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কারণ কোনো কিছুর ত্রুটি হলে আর রক্ষে নেই, সে খাপ্পা হয়ে মেঝেয় লাঠি ঠুকতে শুরু করে দেবে।

রাত্রে খেতে বসে সে কখন-সখন মুখটা ফিরিয়ে আলোচনায় যোগ দেয়।

'কি হে, কীসের কথা বলছ ? কার সম্পর্কে ? এ্যাঁ ?'

পাশের টেবিলে আলোচনাটা যদি তুর্কিনদের নিয়ে হয়, সে তাহলে জিজ্ঞাসা করে :

'তুর্কিনদের কথা বলছ ? সেই যাদের মেয়ে পিয়ানো বাজাতে পারে ?'

স্তার্ত্সেভ সম্পর্কে বলার আর কিছু নেই।

BanglaBook.org

আর তুর্কিনদের সম্পর্কে? ইভান পেত্রোভিচের চেহারায় এখনও বয়সের ছাপ পড়ে নি, সে যেমন ছিল তেমনি আছে, এখনও তেমনি ঠাট্টা-তামাসা করে ও মজার গল্প করে। ভেরা ইয়োসিফভ্না অতিথি অভ্যাগতদের সামনে তেমনি দিলখোলা উৎসাহ নিয়ে তার উপন্যাস পড়ে। আর মিনিপর্ষি দিনে চারঘণ্টা ক'রে বাজনার কসরত করে। তার চেহারায় বয়সের বেশ ছাপ পড়েছে, সে প্রায়ই অসুস্থ হয় এবং প্রতি বৎসর শরৎকালে তার মা'র সঙ্গে ক্রিমিয়ায় যায়। তাদের ট্রেনে তুলে দিতে আসে ইভান পেত্রোভিচ। ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে যেই চলে যেতে থাকে চোখ মুছতে মুছতে সে বলে, 'এসো!'

আর চলন্ত ট্রেনের দিকে রুমাল নাড়তে থাকে।

১৮৯৮

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কুকুরসঙ্গী মহিলা

১

কথাটা সবাই বলাবলি করছিল। সমুদ্রের তীরে একজন নব্যাগতাকে দেখা গেছে। কুকুরসমেত একজন মহিলা। পক্ষকাল হল দ্মিত্রি দ্মিত্রিচ গুরভ এসেছে ইয়াল্তায়*), মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছে শহরের হালচালের সঙ্গে। সেও এখন নতুন লোক এলেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ভের্নেৎ-এর খোলা জায়গার কাফেতে বসে সে দেখল, চেপ্টা টুপি মাথায় দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে একটি তরুণী। তার চুল সোনালী, সে খুব বেশি লম্বা নয়। একটি সাদা পমেরানিয়ান কুকুর গুটি গুটি চলেছে তরুণীর পেছনে পেছনে।

তারপর থেকে দিনের মধ্যে কয়েকবার করে দেখা হতে লাগল মিউনিসিপাল পার্কে এবং স্কোয়ারে। তরুণীটি সব সময়ে একা, সব সময়ে সেই একই চেপ্টা টুপি পরে থাকে আর পমেরানিয়ান কুকুরটি সব সময়ে চলে পাশে পাশে। তরুণীর পরিচয় কারুরই জানা ছিল না, উল্লেখ করতে হলে শুধু বলত, 'কুকুরসঙ্গী মহিলা'।

গুরভ ভাবল, 'যদি ওর স্বামী বা বন্ধুবান্ধব না থাকে তাহলে ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলে মন্দ হয় না কিন্তু।'

গুরভের বয়স এখনও চল্লিশ হয় নি, কিন্তু এই বয়সেই তার মেয়ের বয়স বারো, দুটি ছেলে স্কুলে পড়ে। কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় গুরভের বিয়ে হয়েছিল। ধরা পড়া বিয়ে। তার বৌকে এখন দেখলে মনে হয়, তার দ্বিগুণ বয়স। স্ত্রীলোকটির গড়ন লম্বা, ভুরু কালো, ঋজু শরীর। চালচলন সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাসূচক। আর নিজেকে সে বলে 'চিন্তাশীলা'। প্রচুর বই পড়ে, শব্দের শেষে 'কাঠিন্যসূচক চিহ্ন'* বাদ দিয়ে চিঠি লেখে, স্বামীকে 'দ্মিত্রি' না বলে ডাকে 'দিমিত্রি'। আর গুরভের যদিও মনে মনে ধারণা যে তার স্ত্রী মানুষ হিসেবে বোকা, সংকীর্ণমনা, অমার্জিত—কিন্তু বাইরে সে স্ত্রীকে ভয় করেই চলে এবং পারতপক্ষে বাড়িতে থাকে না। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা শুরু করেছে বহুকাল আগে থেকেই এবং হালে দাম্পত্য সততা বলে কোনো কিছুর বালাই তার নেই। নিঃসন্দেহে এই কারণেই সে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করে, বলে, 'নিম্নতর জাতি'।

---

* একদল প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী ব্যঞ্জনবর্ণের পরে কাঠিন্যসূচক চিহ্ন বাদ দিয়ে লিখত। রুশ বর্ণমালায় পরে যে সংস্কার হয়েছে, এ থেকেই তার সূচনা।—সম্পাঃ

BanglaBook.org

গর্বভ মনে করে, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সে এত বেশি শিক্ষা পেয়েছে যে স্ত্রীলোকদের যা খুশি বলবার অধিকার তার আছে। অথচ এই 'নিম্নতর জাতিকে' বাদ দিয়ে একটি দিনও তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পুরুষের সাহচর্য তার কাছে অস্বস্তিকর। ফলে পুরুষের সঙ্গে তার ব্যবহার নিরুত্তাপ ও আড়ষ্ট। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সাহচর্যে সে ঘরোয়া স্বস্তি অনুভব করে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হয় তা তার ভালোভাবেই জানা। এমন কি স্ত্রীলোকদের মধ্যে এসে চুপচাপ থাকতে হলেও ব্যাপারটা তার কাছে কিছুমাত্র বিসদৃশ ঠেকে না। তার চেহারা ও চালচলনের মধ্যে এমন একটা বিভ্রান্তিকর মাধুর্য আছে যে স্ত্রীলোকেরা তার প্রতি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অনুভব করে। এটা সে জানে এবং নিজেও এক অদৃশ্য শক্তির টানে স্ত্রীলোকদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

তার জীবনে বারবার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হবার প্রথম পর্বে ব্যাপারটা যতই রোমাঞ্চকর মনে হোক না কেন, তার ফলে প্রাত্যহিক জীবনে যতই মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্য আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে অসহ্য রকমের বিরক্তিকর, বাড়াবাড়ি রকমের এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি। ভদ্রলোকদের জীবনে এমনি ঘটনাই ঘটে থাকে (বিশেষ করে মস্কোতে, যেখানকার ভদ্রলোকরা অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত এবং সব ব্যাপারেই গড়িমসি করে)। কিন্তু আকর্ষণীয় চেহারার স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এলেই সে এই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি কামনা তার দুর্বার হয়ে ওঠে এবং সবকিছুকেই মনে হয় সরল ও কৌতুকপ্রদ।

এক সন্ধ্যায় সে পার্কের রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিল এমন সময়ে চেপ্‌টা টুপি পরিহিতা সেই মহিলাটি ঘুরতে ঘুরতে এসে বসল পাশের এক টেবিলে। তার হাবভাব, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, চুল-বাঁধা ইত্যাদি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে সম্ভ্রান্তবংশীয়া এবং বিবাহিতা, বোঝা যাচ্ছিল যে সে এই প্রথম ইয়াল্‌তায় এসেছে এবং তার এখানকার জীবন নিঃসঙ্গ ও একঘেয়ে... ইয়াল্‌তায় যারা বেড়াতে আসে তাদের নৈতিক শৈথিল্য নিয়ে বহু গল্প প্রচলিত আছে, সে সব গল্প বড় বেশি অতিরঞ্জিত। সে তাতে বিশেষ কর্ণপাত করে না কারণ সে জানে যে অধিকাংশ গল্প তারাই বানিয়েছে, যারা হদিস জানা থাকলে নিজেরাই পরমানন্দে নৈতিক শৈথিল্যের মধ্যে ডুবে যেতে পারত। কিন্তু যখন তার টেবিল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এসে মহিলাটি বসল তখন আর সে স্থির থাকতে পারল না। সহজে নারীচিত্ত জয় ও পাহাড়ে বেড়ানোর গল্পগুলো তার মনে পড়ল। দ্রুত ও ক্ষণিক অন্তরঙ্গতার যে মেয়েটির নাম পর্যন্ত সে জানে না তার সঙ্গে প্রেম করার লোভনীয় ইচ্ছে হঠাৎ তাকে ভর করল।

পমেরানিয়ান কুকুরটার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করতেই কুকুরটা গুটি গুটি তার কাছে এসে হাজির। তখন কুকুরটাকে তর্জনী তুলে সে শাসিয়ে উঠল। গর্‌গর্‌ শব্দে ডেকে উঠল কুকুরটা। আবার সে তর্জনী তুলে শাসাল।

মহিলাটি তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

'ও কাউকে কামড়ায় না,' বলে মহিলাটি আরক্ত হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

'ওকে একটা হাড় দিতে পারি?' তার প্রশ্নের জবাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মহিলাটি। অন্তরংগ সুরে গুরভ প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ইয়াল্‌তাতে অনেকদিন এসেছেন?'

'দিন পাঁচেক হল।'

'দু'সপ্তাহ ধরে এখানে আমি আছি।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বলল না।

'দিনগুলো ত তাড়াতাড়ি কেটে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও কী ভীষণ একঘেয়ে লাগে!' তার দিকে না তাকিয়েই মহিলাটি বলল।

'একঘেয়েমি নিয়ে নালিশ জানানোটা এখানকার রেওয়াজ। বেলিয়েভ বা ঝিজ্‌দ্রা*)-র মতো হতকুচ্ছিৎ জায়গাতে থেকেও লোকে কিন্তু একঘেয়েমি নিয়ে নালিশ জানায় না। কিন্তু এখানে এলেই বলে, 'কী একঘেয়ে! ইস্‌, কী ধুলো! মনে হয় যেন সব গ্রেনাদা থেকে এসেছে!'

মহিলাটি হাসল। তারপর দু'জনে খেয়ে চলল নিঃশব্দে, যেন কারও সংগে কারও বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর দু'জনে একসংগে বেরিয়ে এলো। আর আরম্ভ হল স্বাধীন তৃপ্ত মানুষের হালকা হাসিঠাট্টায় ভরা কথোপকথন, যারা যেখানেই যাক বা যে বিষয়েই কথা বলুক কিছু যায় আসে না। তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সমুদ্রের ওপরে অদ্ভুত একটা আলো—তাই নিয়ে কথা হল কিছুটা। সমুদ্রের জল উষ্ণ; কোমল বেগুণী রঙ; তার ওপর জ্যোৎস্নার সোনালী ফালি। সারাটা দিনের গরমের পরে কী গুমোট—বলাবলি করল দু'জনে। মহিলাটিকে গুরভ জানাল যে সে এসেছে মস্কো থেকে, কাজ করে মস্কোর একটা ব্যাংকে, যদিও আসলে সে ভাষাতত্ত্ববিদ। একসময়ে এক প্রাইভেট অপেরা কোম্পানীতে গান গাইবার জন্য নিজেকে সে তৈরি করেছিল, পরে কিন্তু মত বদলায়। মস্কোতে তার নিজস্ব দুটি বাড়ি আছে...আর মহিলাটির কাছ থেকে সে জানল যে সে মানুষ হয়েছে পিটার্সবুর্গে, কিন্তু তার বিয়ে হয়েছে 'এস্‌' শহরে। গত দু বছর সেখানেই সে আছে। আরও মাসখানেক সে ইয়াল্‌তাতে থাকবে। হয়ত তার স্বামীও আসবে—কারণ তারও বিশ্রাম দরকার। তার স্বামী গুবের্নিয়া পরিষদে না গুবের্নিয়ার জেম্‌স্তভো বোর্ডে*)—কোথায় যে চাকরি করে সে সঠিকভাবে বলতে পারল না। নিজের অজ্ঞতায় নিজেরই তার ভারি মজা লাগল। গুরভ আরও জানতে পারল যে তার নাম আন্না সের্গেয়েভ্‌না।

নিজের ঘরে ফিরে গুরভ তার কথাই ভাবতে লাগল। পরের দিন মহিলাটির সংগে হয়ত আবার দেখা হবে। দেখা হতেই হবে। শুতে যাবার সময়েও তার বারবার মনে হতে লাগল যে অল্প কিছুকাল আগেও মহিলাটি ছিল ছাত্রী, তার নিজের মেয়ের মতো, পড়া তৈরী করত। মনে পড়ল, মহিলাটির হাসি এবং বাইরের লোকের সংগে ব্যবহারের মধ্যে কতটা সংকোচ ও জড়তা রয়েছে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম ও একা এবং এমন অবস্থায় রয়েছে যখন পুরুষরা ওর পেছু নেয়, ওর দিকে নজর রাখে, ওর সংগে কথা বলে। আর এসবের পেছনে যে গোপন মতলব আছে তাও মহিলাটির কাছে দুর্বোধ্য থাকার কথা নয়। গুরভের মনে পড়ল তার রোগা মসৃণ গ্রীবা আর সুন্দর ধূসর চোখদুটি।

BanglaBook.org

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে সে ভাবল, 'কিন্তু তবুও ও যেন কেমন বেচারা-বেচারা।'

২

আলাপের সূত্রপাতের পর এক সপ্তাহ কাটল। সেটা ছিল ছুটির দিন। ঘরের ভেতরে গুমোট, কিন্তু বাইরে ধুলোর ঝড়, লোকের টুপি উড়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়। গুরভ বারবার যাতায়াত করছে সদর রাস্তার কাফেতে, আন্না সের্গেয়েভ্‌নাকে দেবার জন্যে আইসক্রীম ও ফলের রস কিনে আনছে। প্রাণ ওষ্ঠাগত।

সন্ধ্যার সময় বাতাসের দাপট একটু কমলে ওরা জাহাজঘাটায় বেড়াতে গেল স্টীমার আসা দেখতে। অবতরণের জায়গায় প্রচুর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ইয়াল্‌তার এই ফিটফাট মানুষগুলোর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে—বয়স্কা মহিলারা সকলেই অল্পবয়স্কার মতো সাজপোশাক পরে আর মনে হয় যেন জেনারেলদের সংখ্যা অতিরিক্ত।

সমুদ্রের বিক্ষুব্ধতার জন্য স্টীমারটা পেঁছিল দেরি করে সূর্যাস্তের পর। জেটির পাশে লাগবার জন্যে বেশ কিছুটা কসরৎ করতে হয় স্টীমারটাকে। আন্না সের্গেয়েভ্‌না অপেরা গ্লাস চোখে দিয়ে স্টীমার ও যাত্রীদের এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেন পরিচিত কাউকে খুঁজছে। গুরভের দিকে যখন তাকাল তখন তার চোখদুটো চকচক করছে। সে অনর্গল কথা বলে চলল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল, পর মুহূর্তেই ভুলে যেতে লাগল কী জানতে চেয়েছিল। তারপর ভিড়ের মধ্যে ওর অপেরা গ্লাসটা গেল হারিয়ে।

ফিটফাট মানুষগুলো চলে যেতে শুরু করল। এখন আর স্পষ্টভাবে চেহারা চেনা যায় না। বাতাস একেবারে শান্ত হয়ে পড়েছে। গুরভ ও আন্না সের্গেয়েভ্‌না তখনও দাঁড়িয়ে, যেন অপেক্ষা করছে আর কেউ স্টীমার থেকে বেরিয়ে আসবে। আন্না সের্গেয়েভ্‌নার মুখে কথা নেই, গুরভের দিকে না তাকিয়ে বারবার ফুলের গন্ধ শুঁকছে।

গুরভ বলল, 'সন্ধ্যেটা ভারি চমৎকার হয়েছে কিন্তু। কী করা যায়, বলুন ত? চলুন গাড়ি করে খানিক ঘুরে বেড়িয়ে আসি।'

আন্না সের্গেয়েভ্‌না উত্তর দিল না।

গুরভ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল ঠোঁটে। ফুলের সুগন্ধ আর আর্দ্রতা আচ্ছন্ন করল গুরভকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আতঙ্কিত হয়ে তাকাল পেছনে দিকে—কেউ কি দেখে ফেলেছে?

'চলুন, আপনার ঘরে যাই।' ফিসফিস করে বলল সে।

দ্রুত পায়ে স্থান ত্যাগ করল দু'জনে।

ঘরের ভেতরটা গুমোট। জাপানী দোকান থেকে ও কী একটা সেন্ট কিনেছিল, তারই গন্ধ সেখানে। গুরভ ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, 'জীবনে

BanglaBook.org

কত অদ্ভুত দেখাশুনোই না হয়!' তার মনে পড়ল সেই সব নিরুদ্বিগ্নচিত্ত ভালোমানুষ মেয়েদের কথা যারা প্রেম করত উচ্ছল হয়ে এবং অল্পক্ষণের জন্যে হলেও তাদের সে যে আনন্দ দিয়েছিল সেজন্যে কৃতজ্ঞ হত তার কাছে। অন্য ধরনের মেয়েরাও ছিল—তার স্ত্রীও তাদের মধ্যে একজন—তাদের সোহাগ ছিল কপট, আড়ষ্ট আর হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের মতো। তারা বলত প্রচুর অপ্রয়োজনীয় কথা। তাদের হাবভাব দেখে একথাটাই যেন মনে হত, ওরা যা করছে সেটা শুধুই প্রেম করা বা কামনার তাগিদে নয়—তার তাৎপর্য আরও অনেক বেশি। তার জীবনে আর দু-তিনটি মেয়ে এসেছিল। তারা সুন্দরী ও নিরুত্তাপ। তাদের মুখেচোখে খেলে যেত একটা হিংস্র ভাব। জীবন যতটুকু দিতে পারে তার চেয়ে বেশি কিছু নিংড়ে নেবার সংকল্প যেত বোঝা। প্রথম যৌবন পার হয়ে আসা সেই মেয়েরা ছিল খামখেয়ালী বিবেকহীন, স্বেচ্ছাচারী এবং বুদ্ধিহীন। ওদের সম্পর্কে গুরভের আবেগ কমে গেলে ওদের রূপ দেখে তার মনে বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু জাগত না। ওদের অন্তর্বাসের লেস-লাগানো কিনার দেখে মনে হত যেন মাছের আঁশ।

কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে অনভিজ্ঞ তারুণ্যের ভীরুতা ও আড়ষ্টতা এখনও স্পষ্ট। আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা বিব্রত ভাব, যেন এইমাত্র দরজায় টোকা দিয়েছে কেউ। 'কুকুরসঙ্গী মহিলা' আন্না সের্গেয়েভ্নাকে দেখে মনে হল যেন ব্যাপারটা তার কাছে বিশেষ একটা ঘটনা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন ভাব করেছে যেন সে ভ্রষ্টা হয়ে গেছে। গুরভের কাছে এই মনোভাব বিসদৃশ ঠেকল। সে স্বস্তি বোধ করল না। আন্না সের্গেয়েভ্নার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা বিহ্বলতার ছাপ, লম্বা চুলগুলো শোকার্তভাবে ঝুলে পড়েছে মুখের দুপাশ দিয়ে। দেখে মনে হয়, গভীর বিষাদের প্রতিমূর্তি—ক্লাসিকাল চিত্রের কোনো অনুতপ্ত পাপীর মতো।

সে বলল, 'এ অন্যায়। এর পর আপনিই প্রথম আমাকে অশ্রদ্ধা করবেন।'

টেবিলের ওপর একটা তরমুজ ছিল। তার থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়ে আস্তে আস্তে খেতে শুরু করল গুরভ। অন্তত আধঘণ্টা সময় কেটে গেল নিঃশব্দে।

আন্না সের্গেয়েভ্নাকে ভারি করুণ দেখাচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভদ্র সরল মেয়ের পবিত্রতা উঠেছে ফুটে। টেবিলের ওপর একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছিল। সেই আলোয় ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না ওর মুখ। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ও মুষড়ে পড়েছে।

গুরভ বলে, 'কেন? তোমার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকবে না কেন? কী যা-তা বলছ!'

'ঈশ্বর যেন আমাকে ক্ষমা করেন। উঃ, কী ভয়ংকর!' ওর দু চোখ জলে ভরে উঠল।

'তুমি কি নিজের দোষক্ষালনের চেষ্টা করছ?'

'নিজের দোষক্ষালন করব কী করে? আমি একটা খারাপ মেয়ে, ভ্রষ্টা। নিজেকে আমি ঘৃণা করি। নিজের দোষক্ষালনের কথা একেবারেই ভাবছি না। স্বামীকেই ঠকাই নি, ঠকিয়েছি নিজেকেও। আর এটা ত শুধু আজকের এক-

BanglaBook.org

দিনের ব্যাপার নয়। অনেকদিন ধরেই আমি নিজেকে ঠকিয়ে আসছি। আমার স্বামী হয়ত মানুষ হিসেবে সৎ, যোগ্য—কিন্তু লোকটা যেন চাকরবাকরের মতো। আপিসে সে কী কাজ করে জানি না—কিন্তু এটুকু জানি যে সে চাকরবাকরের মতোই। তার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমার বয়স মাত্র কুড়ি। সে সময়ে প্রচণ্ড একটা কৌতূহল আচ্ছন্ন করেছিল আমাকে, চেয়েছিলাম উন্নততর জীবন। নিজেকেই নিজে বলেছিলাম, আমি চাই অন্য ধরনের জীবন, সে জীবন আছে, নিশ্চয়ই আছে... প্রচণ্ড একটা কৌতূহলে দগ্ধে মরছিলাম... আপনার পক্ষে এসব কথা বোঝা কিছুতেই সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যি, নিজেকে আর কিছুতেই সামলে রাখতে পারছিলাম না, কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। স্বামীকে বললাম আমার শরীর অসুস্থ, এই বলে চলে এলাম এখানে... ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো, পাগলের মতো... এখন হয়ে গেছি নিতান্তই সাধারণ, অপদার্থ মেয়ে। সবাই আমাকে এখন ত ঘেন্না করতেই পারে।'

গুরভ তার কথা শুনতে শুনতে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠল। কথা বলার সরল ভঙ্গি আর অনুশোচনা—ভারি অপ্রত্যাশিত, আর বেমানান। মেয়েটির চোখে জল এসেছিল তাই, নইলে মনে হত, ও ভাঁড়ামি করছে কিংবা অভিনয় করছে।

মৃদুস্বরে গুরভ বলল, 'বুঝতে পারছি না, তুমি ঠিক কী চাও!'

গুরভের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ও আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।

'আমাকে বিশ্বাস করুন, দোহাই আপনার, আমাকে বিশ্বাস করুন,' ও বলতে লাগল, 'জীবনে যা কিছু সৎ এবং পবিত্র, আমি তা ভালোবাসি। পাপকে সহ্য করতে পারি না। আমি কী করছি জানি না। সাধারণ লোকে বলে শয়তানের ফাঁদে পড়া। এবার নিজের সম্পর্কেও বলা চলে, শয়তানের ফাঁদে পড়েছি।'

ফিসফিস করে গুরভ বলল, 'হয়েছে, হয়েছে... ওসব বলতে নেই।'

মেয়েটির আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গুরভ, চুম্বন করল ওকে, মিষ্টিকথা বলে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আস্তে আস্তে প্রকৃতিস্থ হল মেয়েটি, আস্তে আস্তে খুশির ভাবটুকু ফিরে এলো ওর মধ্যে। একটু পরেই দেখা গেল দু'জনে গলা মিলিয়ে আবার হাসছে।

একটু পরে যখন ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো তখন ঘাটের রাস্তায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। শহরটাকে আর সাইপ্রেস গাছগুলোকে মৃত মনে হচ্ছে। কিন্তু সমুদ্র তখনও গর্জন করছে, তখনও আছড়ে আছড়ে পড়ছে তীরে। ঢেউয়ের মাথায় নাচছে একটি জেলে-নৌকো, জেলে-নৌকোর বাতিটা ঘুমঘুমে চোখে পিট্‌পিট্ করছে।

একটা ভাড়া গাড়ি পাওয়া গেল। গাড়িতে চেপে ওরা রওনা হল অরিয়ান্দা*)-র দিকে।

গুরভ বলল, 'হলঘরের বোর্ডে তোমার নাম লেখা রয়েছে দেখতে পেলাম। ফন দিদেরিৎস। তোমার স্বামী বুঝি জার্মান?'

'না, সম্ভবত স্বামীর ঠাকুর্দা জার্মান ছিলেন। তবে স্বামী কিন্তু অর্থডক্স চার্চে বিশ্বাসী।'

BanglaBook.org

অরিয়ান্‌দাতে গির্জার কাছাকাছি একটি বেঞ্চিতে বসে তারা তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। দু'জনেই নির্বাক। শেষরাতের কুয়াশার ভেতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে ইয়াল্‌তা শহর দেখা যাচ্ছে। পর্বতের চূড়োয় সাদা সাদা নিশ্চল মেঘ। গাছের পাতা নিষ্কম্প। ঝিঁঝিঁ ডাকছে, শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের একঘেয়ে ফাঁপা গর্জন। সমুদ্র যেন বলছে শান্তির কথা, বলছে সকল মানুষের ভবিতব্য চিরনিদ্রার কথা। ইয়াল্‌তা বা অরিয়ান্‌দা নামে কোন শহর যখন ছিল না তারও বহু আগে সমুদ্র এভাবেই গর্জন করেছিল। আজও গর্জন করছে এবং ভবিষ্যতে যখন আজকের দিনের মানুষরা থাকবে না তখনও গর্জন করবে এমনি নির্বিকার ও ফাঁপাভাবে। বোধহয়, মানুষের চিরস্থায়ী পরিত্রাণ, এই গ্রহের জীবনধারা এবং পূর্ণ পরিণতির দিকে এই জীবনধারার অবিশ্রান্ত গতির অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে এই অবিচ্ছিন্নতার মধ্যেই, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে এই চরম উদাসীনতার মধ্যেই।

একটি তরুণী মেয়ের পাশে বসে রয়েছে গুরভ। ভোরের আলোয় মেয়েটিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। সমুদ্র, পাহাড়, মেঘ আর আকাশের বিপুল বিস্তৃতি গুরভের মনকে শান্ত ও মুগ্ধ করে তুলেছে। মনে মনে সে বলল, ভাবতে গেলে বাস্তবিকই পৃথিবীর সবকিছুই সুন্দর, শুধু আমাদের চিন্তা ও আচরণ ছাড়া, যখন আমরা ভুলে যাই জীবনের উন্নততর উদ্দেশ্য আর মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদাবোধের কথা।

কে যেন ওদের দিকে এগিয়ে এলো, বোধহয় একজন পাহারাদার। ওদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। তার আবির্ভাবও মনে হয়েছে রহস্যজনক এবং সুন্দর। ভোরের আলোয় ফেওদোসিয়া*)-র স্টীমারটাকে জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। স্টীমারটার বাতি নেভানো।

'ঘাসে শিশির জমেছে,' আন্না সের্গেয়েভ্‌না প্রথম কথা বলল।

'হ্যাঁ, বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে।'

শহরে ফিরে গেল দু'জনে।

তারপর থেকে রোজই দুপুরে সমুদ্রের ধারে দেখা হয় ওদের, দুপুরে ও বিকেলে একসঙ্গে খায় দু'জনে, সমুদ্রের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘুরে বেড়ায় একসঙ্গে। আন্না সের্গেয়েভ্‌না জানায় যে রাত্রে ওর ঘুম হয় না, বুক ধড়ফড় করে। একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করে। কখনও ওর ঈর্ষা কখনও ভয়—সেটা এই ভেবে যে গুরভ হয়ত সত্যিই ওকে শ্রদ্ধা করে না। স্কোয়ারে বা পার্কে ঘুরে বেড়াবার সময় আশেপাশে কেউ না থাকলে গুরভ ওকে হঠাৎ কাছে টেনে নিয়ে আবেগভরে চুম্বন করে। এই নিরঙ্কুশ আলস্য, ভরা দিনের আলোয় এই চুমু খাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে কেউ দেখে ফেলল কিনা এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে তাকানো, এই উত্তাপ, সমুদ্রের এই গন্ধ চারদিকে নিরীক্ষণ একদল চমৎকার সাজপোশাক পরা অতি লালনপুষ্ট মানুষের অলস চলাফেরা—এই পরিবেশে গুরভের প্রাণে যেন নতুন জোয়ার এসেছে। আন্না সের্গেয়েভ্‌নাকে ও বলে যে সে সুন্দরী এবং মোহিনী, প্রচণ্ড আবেগে প্রেম করে আন্নার সঙ্গে, কখনও আন্না সের্গেয়েভ্‌নার কাছছাড়া হয় না। ওদিকে আন্না সের্গেয়েভ্‌না সব সময়েই বিষণ্ণ হয়ে থাকে, সব সময়েই গুরভকে দিয়ে জোর করে স্বীকার করিয়ে নিতে চায় যে গুরভ ওকে শ্রদ্ধা করে না, ওকে একটুও ভালোবাসে না, ওকে নিতান্তই

BanglaBook.org

মামুলী একটা স্ত্রীলোক বলে মনে করে। প্রায় প্রতি রাত্রেই ওরা দু'জনে গাড়ি করে বেড়াতে যায় অরিয়ন্‌দায়, ঝরণার ধারে কিংবা অন্য কোনো সুন্দর জায়গায়। এভাবে বেড়িয়ে আসাটা প্রতিবারেই সফল হয়। প্রতিবারেই মনের ওপরে নতুন করে মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্যের ছাপ পড়ে।

এতদিন ওরা রোজই আশা করছিল আন্না সের্গেয়েভ্‌নার স্বামী যে কোনো-দিন এসে হাজির হতে পারে। কিন্তু একটা চিঠি এলো। চিঠিতে ভদ্রলোক জানিয়েছেন তাঁর চোখে ব্যথা হয়েছে, অনুরোধ করেছেন আন্না সের্গেয়েভ্‌না যেন যত তাড়াতাড়ি পারে বাড়ি ফিরে আসে। আন্না সের্গেয়েভ্‌না যাবার তোড়-জোড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ভালোই হয়েছে চলে যেতে হচ্ছে,' গুরভকে ও বলল। 'একেই বলে কপালের লিখন।'

একটা ঘোড়ার গাড়িতে আন্না সের্গেয়েভ্‌না ইয়াল্‌তা ছাড়ল। রেলস্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল গুরভ। প্রায় সারাটা দিন কাটল ঘোড়ার গাড়িতে। তারপর যখন এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় চেপে বসল এবং ট্রেন ছাড়ার দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল, তখন ও বলল, 'আর একবার আপনাকে দেখি... শেষবার দেখি... হ্যাঁ, এইভাবে।'

সে কাঁদল না কিন্তু তার মুখটা ভার ভার। মনে হল তার অসুখ করেছে। তার মুখের মাংসপেশীগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আমি আপনার কথা ভাবব... আপনার ধ্যান করব,' আন্না সের্গেয়েভ্‌না বলল, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাববেন না... চিরকালের জন্যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে... আমাদের কখনও দেখা না হওয়াই উচিত ছিল। বিদায়, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

ট্রেনটা দ্রুতবেগে স্টেশনের বাইরে চলে গেল, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তার আলো, আর এক মিনিট পরে তার শব্দটুকু পর্যন্ত আর শোনা গেল না। মনে হতে লাগল, চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে যাতে এই মধুর বিস্মৃতি আর এই উন্মত্ততার দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটে। প্ল্যাটফর্মের ওপর একা দাঁড়িয়ে রইল গুরভ, দূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগল ফড়িঙের ডাক আর টেলিগ্রাফের তারের গুনগুনানি। মনে হল যেন এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে সে। নিজেই নিজেকে সে বলল যে তার জীবনের অনেক এ্যাডভেঞ্চারের মতো এটিও আর একটি—তার বেশি কিছু নয়। এটাও শেষ হয়ে গেল, এখন শুধু স্মৃতি ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই... বিচলিত ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল সে। সেই সঙ্গে কিছুটা অনুতপ্তও হল। সত্যি বলতে কি এই তরুণীটি, যার সঙ্গে তার আর কোনো-কালেই দেখা হবে না, তাকে পেয়ে সত্যিকারের সুখী হতে পারে নি। প্রীতি ও স্নেহের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তার সমস্ত আচরণের মধ্যে, তার কথার সুরে, এমন কি তার আদর জানানোর মধ্যে কিছুটা বিদ্রূপ থেকে গিয়েছিল, কিছুটা সৌভাগ্যবান পুরুষের অবমাননাকর প্রশ্রয়, যার বয়স ওর প্রায় দ্বিগুণ। ওর কিন্তু স্থির ধারণা ছিল যে মানুষ হিসেবে সে ভালো, অসাধারণ এবং তার মনটা উঁচু। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি তার যে পরিচয় পেয়েছে তা তার পরিচয় নয়। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় না হোক মেয়েটির সঙ্গে সে প্রতারণা করেছে...

BanglaBook.org

বাতাসে ইতিমধ্যে শরতের আভাস, সন্ধ্যাবেলায় শীত শীত করে।

'এবার আমারও উত্তরের দিকে রওনা হবার সময় হয়েছে,' প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যেতে যেতে গুরভ ভাবল, 'সময় হয়েছে!'

৩

মস্কোতে যখন সে পেঁছিল তখন সর্বত্র শীতের আয়োজন। স্টোভে প্রত্যহ আগুন জ্বালানো হয়। সকালে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবার জন্যে ঘুম থেকে উঠে যখন চা খেতে বসে তখনও অন্ধকার থাকে। ধাইকে তাই সামান্যক্ষণের জন্যে আলো জ্বালাতে হয়। কড়া শীত পড়তে শুরু করেছে। প্রথম যেদিন বরফ পড়ে আর স্লেজগাড়িতে চেপে প্রথম যেদিন রাস্তায় বেরনো যায় সেদিন চারদিকের সাদা জমি আর সাদা ছাদ দেখে ভালো লাগে, আগের চেয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে, যৌবনের কথা মনে পড়ে। তুষারে সাদা লাইম ও বার্চ গাছগুলোর ভালোমানুষের মতো চেহারা, সাইপ্রেস বা পাম গাছের চেয়েও ওরা হৃদয়ের কাছাকাছি। ওদের ডালপালার তলায় দাঁড়ালে সমুদ্র বা পাহাড়ের স্মৃতি মনে হানা দেয় না।

চমৎকার এক শীতের দিনে গুরভ ফিরে এলো মস্কোতে, যে-মস্কোতে সে চিরকাল থেকেছে। তারপর সে ফারের আস্তর দেওয়া ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে আর পুরু দস্তানা পরে পেত্রোভ্‌কা স্ট্রীটে*) উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিংবা যখন শনিবারের সন্ধ্যায় শুনতে লাগল গীর্জার ঘণ্টা, তখন তার কাছে সদ্য বেড়িয়ে আসা জায়গাগুলোর কোনো মাধুর্যই রইল না। আস্তে আস্তে মস্কোর জীবনে ডুবে যেতে লাগল সে, প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে প্রতিদিন তিনটি সংবাদপত্র গিলতে থাকল আর সেই সঙ্গে বলে বেড়াল যে নীতি হিসেবেই সে মস্কোর সংবাদপত্র ছুঁয়েও দ্যাখে না। রেস্তোরাঁ, ক্লাব, প্রীতিভোজ আর উৎসব অনুষ্ঠানের ঘূর্ণিবাত্যায় আবার সে মেতে উঠল, আবার সে মনে মনে একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করল যে নামডাকওলা উকিল ও অভিনেতারা তার বাড়িতে আসে আর সে মেডিকেল ক্লাবে একজন অধ্যাপকের পার্টনার হয়ে তাস খেলে। এখন সে ইচ্ছে করলে কড়াই থেকে পুরো একজনের সমান খাবার গরম গরম খেয়ে ফেলতে পারে।

মনে মনে তার বিশ্বাস ছিল যে মাসখানেকের মধ্যেই আন্না সের্গেয়েভ্‌না তার কাছে হয়ে উঠবে একটা ঝাপ্‌সা স্মৃতি, তার বেশি কিছু নয়। তারপর থেকে কখন-সখন আন্না সের্গেয়েভ্‌না তার মোহিনী হাসি নিয়ে শুধু স্বপ্নে দেখা দেবে, যেমন দেখা দেয় অন্যরা। কিন্তু পুরো একমাস সময় পার হতে চলল, পুরোপুরি শীতকাল এসে গেছে, তবুও তার মনের মধ্যে কোনো স্মৃতিই এত-টুকু ঝাপ্‌সা হয় নি, যেন আন্না সের্গেয়েভ্‌নার সঙ্গে মাত্র এই আগের দিন বিচ্ছেদ হয়েছে। তার স্মৃতিগুলো ক্রমশ হয়ে উঠতে লাগল তীব্রতর। যখন নিথর সন্ধ্যায় পড়ার ঘরে বসে সে শোনে তার ছেলেমেয়েরা পড়া তৈরি করছে, যখন রেস্তোরাঁয় বসে গান বা বাজনার শব্দ শুনতে পায়, যখন চিমনির ভেতরে বাতাস গোঁ গোঁ করে গর্জন করে তখন তার সব কথা মনে পড়ে যায়: ভোররাত্রে সেই

BanglaBook.org

জাহাজঘাটায় বসে থাকা, সেই ভোরবেলার কুয়াশায় আবছা পাহাড়, ফিওদোসিয়ার সেই স্টীমার, সেই চুম্বন। তখন ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে সে পায়চারি করে, পুরনো দিনের কথা ভেবে হাসে, আর তখন তার স্মৃতি হয়ে ওঠে স্বপ্ন, যা ঘটেছে তার সঙ্গে মিশে যায় যা ঘটবে তার কথা। আন্না সের্গেয়েভ্না তার কাছে স্বপ্নে আসে না, যেখানেই সে যায় ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। চোখ বুজলে মনে হয় সে এসে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, আরও সুন্দর দেখাচ্ছে আন্না সের্গেয়েভ্না, আরও অল্পবয়সী, আরও সুকুমার যা ছিল তার চেয়েও। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকেও যেন মনে হয় আরও অনেক ভালো, ইয়াল্তাতে সে যা ছিল তার চেয়েও। সন্ধ্যেবেলা মনে হয় আন্না সের্গেয়েভ্না তাকিয়ে আছে তার দিকে, তাকিয়ে আছে বইয়ের আলমারী থেকে, আগুনের চুল্লি থেকে, দেয়ালের কোণ থেকে। তার নিঃশ্বাস শোনা যায় যেন, তার স্কার্টের মিষ্টি খস্-খস্ শব্দটুকুও। রাস্তায় বেরিয়ে সে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখে, যদি তার মতো আরেকটি মুখ চোখে পড়ে যায়...

ভয়ানক ইচ্ছে হতে থাকে নিজের মনে এই সমস্ত স্মৃতির ভাগ অন্য কাউকে দেয়। কিন্তু বাড়ির কাউকে তার এই প্রেমের কাহিনী বলা চলে না, আর বাড়ির বাইরে কেউ নেই যার কাছে সে মনের গোপন কথা বলতে পারে। ভাড়াটেদের কাছে ত সে আর এসব কথা বলতে পারে না, ব্যাঙ্কের সহকর্মীদের কাছেও নয়। আর বলারই বা কী আছে? যে যা অনুভব করেছে তার নামই কি প্রেম? আন্না সের্গেয়েভ্নার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তার মধ্যে এমন কিছু কি আছে যাকে বলা চলে সুষমা ও কবিত্বমণ্ডিত, এমন কিছু যা থেকে শিক্ষা নেওয়া চলে বা এমন কি খানিকটা মজা পাওয়া যায়? প্রেম ও নারী সম্পর্কে সে ভাসা-ভাসা কথা বলে, কেউ অনুমান করতে পারে না সে কী বলতে চায়। অবশ্য মাঝে মাঝে তার স্ত্রী কালো ভুরুদুটো কুঁচকে বলে :

'দিমিত্রি, ফোতোবাবুর ভূমিকায় তোমায় একেবারেই মানায় না।'

একদিন মেডিকেল ক্লাবে তার তাস খেলার পার্টনার ছিল একজন সরকারী কর্মচারী। সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময়ে কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে না পেরে সে বলে উঠল, 'ইয়াল্তাতে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, কী চমৎকার মেয়ে যদি জানতে!'

সরকারী কর্মচারীটি নিজের স্লেজগাড়িতে ওঠে, তারপর গাড়ি ছুটিয়ে চলে যাবার আগে মুখ ফিরিয়ে হাঁক দিয়ে উঠল :

'দ্মিত্রি দ্মিত্রিচ!'

'বলুন!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, মাছে কিছু দুর্গন্ধ ছিল।'

কথাগুলো খুব মামুলী, কিন্তু কী জানি কেন শুনেই গুরুভ চটে উঠল। বড় স্থূল মনে হল কথাগুলোকে, বড় মর্যাদাহানিকর। কী সব বর্বর হাবভাব, কী সব লোকজন! সন্ধ্যেগুলো কী ভাবেই না নষ্ট হচ্ছে, কী বিশ্রী আর ফাঁকা দিন-গুলো! মরিয়া হয়ে তাস খেলা, রাক্ষসের মতো খাওয়া, মাতলামি করা আর একই বিষয়ে অনবরত কথা বলে যাওয়া! মানুষের বেশির ভাগ সময় আর বেশির ভাগ কর্মক্ষমতা এমন সব ব্যাপারে খরচ করতে হয় যা কারুর কোনো কাজেই লাগে না।

BanglaBook.org

কথা বলতে গেলেও সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। সব মিলিয়ে জাঁক করে বলার কিছু নেই। এমন এক জীবন যা মাটি ছাড়িয়ে মাথা তুলতে পারে না, তুচ্ছতার আবর্তে আটকে থাকা, পালিয়ে যাবার জায়গা নেই কোথাও। মনে হতে পারে, জীবনটা কাটছে কোনো একটা পাগলাগারদে বা কয়েদখানায়।

সারা রাত রাগে ছটফট করতে করতে গুরভ ঘুমোতে পারল না। তার পরের সারাটা দিন কাটল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। পরের কয়েকটা রাত্রেও ভালো ঘুম হল না তার। নানা চিন্তা নিয়ে বারবার উঠে বসতে হল বা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে হল। ছেলেমেয়েদের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠল সে, ব্যাঙ্ক ভালো লাগে না, কোথাও যেতে বা কোনো বিষয়ে কথা বলতে তার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

বড়দিনের ছুটি শুরু হতেই সে জিনিসপত্র গুছিয়ে 'এস্' শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ল, বৌকে বলে গেল যে এক ছোকরার একটা কাজ করে দেবার জন্যে সে পিটার্সবুর্গে যাচ্ছে। 'এস্' শহরে যাচ্ছে কেন সে? সে নিজেই জানে কিনা সন্দেহ। তার ইচ্ছে হল আন্না সের্গেয়েভ্নার সংগে দেখা করতে, কথা বলতে, সম্ভব হলে নিজেদের মেলবার ব্যবস্থা করতে।

'এস্' শহরে এসে সে পেঁছিল সকালবেলা, হোটেলের সেরা কামরায় গিয়ে উঠল। ঘরের মেঝেতে ছাইরঙা পল্টনী কার্পেট। টেবিলের উপর একটি ধূলি-ধূসর দোয়াত। সেটা ছাড়িয়ে উঠেছে এক মুণ্ডহীন ঘোড়সওয়ার, একটা হাত উঁচু দিকে ওঠানো আর সেই হাতে টুপি। সে যে খবরটা জানতে চায় সেটা হলের পোর্টারের কাছেই জানতে পারা গেল। স্তারো-গন্চার্নায়া স্ট্রীটে ফন দিদেরিৎসয়ের নিজস্ব বাড়ি, হোটেল থেকে খুব বেশি দূর নয়। খুবই জাঁকজমক করে আর বিলাসিতার মধ্যে থাকে লোকটি, নিজের গাড়ি হাঁকবার ঘোড়া আছে, সারা শহরের লোক জানে তাকে। হলের পোর্টার তার নামটা উচ্চারণ করল 'দ্রিদিরিৎস্' বলে।

ধীরেসুস্থে হাঁটতে হাঁটতে গুরভ স্তারো-গন্চার্নায়া স্ট্রীটে এসে হাজির হল। বাড়িটা খুঁজে বার করল। বাড়ির সামনে ছাইরঙা লম্বা বেড়া, বেড়ার গায়ে সারি সারি পেরেক গাঁথা।

বাড়ির জানালা আর বেড়ার দিকে তাকিয়ে গুরভ ভাবল, এই বেড়া দেখেই ত লোকের পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সব দিক চিন্তা করে গুরভের মনে হল, যেহেতু আজকে ছুটির দিন, সুতরাং আন্না সের্গেয়েভ্নার স্বামীর বাড়িতে থাকারই সম্ভাবনা। যাই হোক্ না কেন, বাড়িতে গিয়ে তার সংগে দেখা করতে চাইলে আন্না সের্গেয়েভ্নাকে বিব্রত করা হবে এবং কাজটা বুদ্ধিমানের হবে না। যদি চিঠি পাঠাই তবে সে চিঠি স্বামীর হাতে গিয়ে পড়তে পারে, তাহলেই ত হুলস্থূল কান্ড বেধে যাবে। কাজেই দেখা হয়ে যাওয়ার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করাটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তখন সে সুযোগের সন্ধানে বাড়ির সামনে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল। একটা ভিখিরি ঢুকল বেড়ার ভেতরে। তাকে কুকুরগুলো তাড়া করল। ঘন্টাখানেক পরে বাড়ির ভেতর থেকে পিয়ানো বাজাবার ক্ষীণ, অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই আন্না সের্গেয়েভ্না বাজাচ্ছে। হঠাৎ সদর খুলে বেরিয়ে এলো এক বুড়ী, তার পেছনে পেছনে গুরভের চেনা সেই সাদা পমেরানিয়ান কুকুরটা। কুকুরটার নাম

BanglaBook.org

ধরে ডেকে উঠতে তার ইচ্ছে হল, কিন্তু উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা এমন ভীষণ ধড়ফড় করছে যে কিছুতেই কুকুরটার নাম মনে পড়ল না।

যতই পায়চারি করছে ততই সেই ছাইরঙা বেড়াটার ওপর তার রাগ হচ্ছে। শেষকালে বিরক্ত হয়ে এমন কথাও ভাববার উপক্রম করে যে আন্না সের্গেয়েভ্না তাকে ভুলে গেছে, হয়ত ইতিমধ্যেই তার মন গিয়ে পড়েছে আরেকজনের ওপরে। একজন যুবতী স্ত্রীলোক যদি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে শুধু এই বিশ্রী বেড়াটাই দেখে তাহলে এমন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। হোটেলে ফিরে গিয়ে আর কিছু করার না পেয়ে নিজের ঘরের সোফায় বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাল, তারপর খাবার খেয়ে দিল লম্বা এক ঘুম।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যেয়। অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে ভাবল, 'চূড়ান্ত বোকামি আর অস্থিরতার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে! এই ত, যা ঘুমোবার ঘুমিয়ে নিয়েছি, এখন রাত্রিবেলা করি কী?'

ছাইরঙা শস্তা কম্বলে ঢাকা বিছানায় সে উঠে বসল। কম্বলটা দেখে তার হাসপাতালের কথা মনে পড়ছে। বিরক্তিতে সে নিজেই নিজেকে খোঁচা দিতে লাগল :

'তুমি আর তোমার এই কুকুরসঙ্গী মহিলা...এ যে দেখছি তোমার রীতিমতো এক অ্যাডভেঞ্চার! দেখাই যাক এতখানি কষ্ট করার পরে কী জোটে তোমার কপালে!'

সকালবেলা স্টেশনে পেঁাছে মস্ত বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা পোস্টার তার নজরে পড়েছিল। স্থানীয় থিয়েটারে 'গেইশা' নাটকের*) প্রথম অভিনয়ের ঘোষণা কথাটা মনে পড়তেই থিয়েটারের দিকে সে রওনা হল।

'খুবই সম্ভব যে আন্না সের্গেয়েভ্না প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখতে আসে,' মনে মনে ভাবল সে।

প্রেক্ষাগৃহ লোকে ভর্তি। মফস্বল শহরের প্রেক্ষাগৃহ যেমনটি হয়, এটিও তাই। ঝাড়বাতিগুলো ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। গ্যালারির ভিড়ে অস্থির সোরগোল। স্থানীয় ফুলবাবুরা পিঠের দিকে হাত রেখে পর্দা ওঠার অপেক্ষায় স্টলের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে। প্রদেশপালের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গার সামনের আসনটিতে বসে পশুলোমের গলবন্ধ গলায় জড়ানো শাসনকর্তার মেয়ে, প্রদেশপাল নিজে বিনীত-ভাবে বসে আছেন পর্দার আড়ালে, শুধু দেখা যাচ্ছে তাঁর হাতদুটি। ঘণ্টা নড়ে উঠল, অর্কেস্ট্রা বাদকরা অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সুর বাঁধল বাদ্যযন্ত্রে। দর্শকরা সারি দিয়ে নিজের নিজের আসনে বসেছে। অধীর আগ্রহে গুরভ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

আন্না সের্গেয়েভ্নাও এলো। স্টলের তৃতীয় সারিতে তার আসন। তার ওপর চোখ পড়তেই গুরভের মনে হল যেন তার বুকের ধুকপুকুনি থেমে গেছে। আর সেই মুহূর্তটুকুর মধ্যেই সে বুঝে নিল যে এই বিশ্বসংসারে তার কাছে এই মেয়েটির চেয়ে নিকটতর ও প্রিয়তর আর কেউ নেই, তার সুখের জন্যে এই মেয়েটির প্রয়োজন যতখানি এমন আর কারুর নয়। মফস্বল শহরের ভিড়ে হারিয়ে গেছে মেয়েটি, কোনো দিক দিয়েই ওর কোনো বিশেষত্ব নেই, হাতে ধরে আছে একটা বেমানান অপেরা গ্লাস—তবুও এই মেয়েটিই এখন তার সমস্ত জীবনকে

BanglaBook.org

আচ্ছন্ন করেছে, এই মেয়েটিকে নিয়েই তার দুঃখ আর আনন্দ, তার যা কিছু কামনা। খারাপ অর্কেস্ট্রা ও চাপা, আনাড়ী বেহালার বাজনা শুনে সে ভাবছে, আন্না সের্গেয়েভ্না কী সুন্দর! ভাবছে আর স্বপ্ন দেখছে...

আন্না সের্গেয়েভ্নার সঙ্গে এসেছে একজন যুবক—খুব লম্বা, কোলকুঁজো, খাটো জুলুপি। পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে আর প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে মাথা নোয়াচ্ছে, যেন সব সময়েই সে কাউকে না কাউকে অভিবাদন করছে। নিশ্চয়ই এই লোকটি ওর স্বামী, ইয়াল্তাতে থাকার সময়ে মনের জ্বালায় যাকে ও বলেছিল 'চাকর'। লোকটির লিকলিকে চেহারা, দু-ধারের জুলুপি, ব্রহ্মতালুর ছোট্ট একটুখানি টাকের মধ্যে কোথায় যেন সত্যি সত্যিই একটা চাকর-চাকর ভাব রয়েছে। তার মুখে মিষ্টি হাসি, বুকের ওপর কোটের বোতাম লাগাবার জায়গায় চকচক করছে কোন্ এক বিজ্ঞানসভার ব্যাজ, দেখে মনে হচ্ছে, উর্দিপরা চাপরাশির বুকের ওপরে আঁটা নম্বর।

প্রথম বিরতির সময়ে স্বামী বেরিয়ে গেল ধূমপান করতে। আন্না সের্গেয়েভ্না এখন একা। গুরভের বসার জায়গাও ছিল স্টলে, সেখান থেকে উঠে সে এগিয়ে এলো আন্না সের্গেয়েভ্নার কাছে, জোর করে মুখের ওপরে হাসি ফুটিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'নমস্কার।'

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই ফ্যাকাশে হয়ে গেল আন্না সের্গেয়েভ্না। দুচোখে আতঙ্ক নিয়ে আবার তাকাল ওর দিকে, নিজের চোখকেই যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না। একহাতে পাখা ও অপেরা গ্লাস মুচড়ে চেপে ধরল সে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যাতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে না পড়ে সেজন্যে ও নিজেকে সামলাচ্ছে। দু'জনেই নির্বাক। আন্না সের্গেয়েভ্না তেমনিভাবে বসে আছে আর গুরভ তেমনিভাবে পাশটিতে দাঁড়িয়ে। পাশে বসবার সাহস গুরভের নেই, আন্না সের্গেয়েভ্নার বিব্রতভাব দেখে ও কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বেহালা আর বাঁশিতে এতক্ষণ সুর বাঁধা হচ্ছিল, চারদিকের আবহাওয়ায় কেমন একটা তীব্র উত্তেজনার ভাব। মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটি বক্স থেকে সবাই লক্ষ করছে ওদের দু'জনকে। শেষকালে আন্না সের্গেয়েভ্না উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুতপায়ে বাইরে বেরোবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। গুরভ এলো পেছনে পেছনে। করিডরে আর সিঁড়িতে উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করতে লাগল দু'জনে। পাশ দিয়ে নানা সাজের মানুষ যাতায়াত করছে, কেউ আদালত কর্মচারী, কেউ হাইস্কুলের শিক্ষক, কেউ সরকারী কর্মচারী। সকলেই ব্যাজ পরে আছে। আংটা থেকে ঝোলানো কোট, দাঁড়িয়ে থাকা মহিলারা চকিতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। সিগারেট পোড়ার গন্ধ নিয়ে একটা দমকা বাতাস ভেসে এলো। আর গুরভ বুকের একটা প্রচণ্ড ধড়ফড়ানি নিয়ে মনে মনে ভাবল, 'কী দরকার ছিল এত লোকজনের, এত ব্যঞ্জনার...'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই দিনটির কথা, যেদিন আন্না সের্গেয়েভ্নাকে বিদায় দিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভেবেছিল, সব শেষ, দু'জনের আর কোনোদিন দেখা হবে না। আর এখন মনে হচ্ছে—শেষ কোথায়, শেষের চিহ্নমাত্র নেই!

'আপার সার্কেল-এ যাবার পথ' লেখা একটা শীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়িতে এসে আন্না সের্গেয়েভ্না দাঁড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

'ইস্, কী ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন!' হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল। ওর মুখটা এখনও ফ্যাকাশে, ভালোভাবে কথা বলতে পারছে না। 'কী ভয়ই না পেয়েছিলাম! আরেকটু হলে মরে যেতাম! কেন এলেন? কেন বলুন আমাকে?'

'আন্না!' চাপা দ্রুত স্বরে গুরভ বলল, 'আমার কথাটা শুনুন আন্না... অবুঝ হবেন না...বুঝে দেখুন...'

আন্না সের্গেয়েভ্না তাকাল ওর দিকে। ওর দৃষ্টিতে ভয় মিনতি, ভালোবাসা। অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইল, যেন গুরভের মুখখানা চিরকালের জন্যে নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইছে।

গুরভের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আন্না সের্গেয়েভ্না বলে চলল, 'আমি কী কষ্টই যে পাচ্ছি! সব সময়ে আপনার কথাই ভাবতাম শুধু, আপনার কথা ভেবেই আমার দিন কাটত, চেষ্টা করতাম আপনাকে ভুলে থাকতে—কেন এলেন আপনি, বলুন আমাকে, কেন এলেন আপনি?'

মাথার ওপর সিঁড়ির শেষ ধাপে দুটি স্কুলের ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। গুরভ ভ্রূক্ষেপও করল না। আন্না সের্গেয়েভ্নাকে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে গালে আর হাতে চুমু খেতে লাগল।

'কী করছেন আপনি! করছেন কী!' পেছনে সরে গিয়ে আতংকভরা স্বরে আন্না সের্গেয়েভ্না বলল, 'আমাদের দু'জনেরই মাথা খারাপ হয়েছে। আজ রাত্রেই আপনি চলে যান এখান থেকে, এই মুহূর্তেই...পায়ে পড়ি আপনার, আপনি যান...কে যেন আসছে...'

কে যেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে।

আন্না সের্গেয়েভ্না চাপা স্বরে বলে চলল, 'আপনি চলে যান এখান থেকে, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা, আপনাকে যেতেই হবে...আমি যাব মস্কোতে আপনার কাছে। কোনো কালে আমি সুখী হতে পারি নি, এখনও সুখী নই, কোনো কালে সুখী হতে পারব না। কোনো কালেই নয়! আপনি আর আমার জীবনকে আরও অসুখী করে তুলবেন না! কথা দিচ্ছি, যাব মস্কোতে আপনার কাছে! কিন্তু এখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়া দরকার। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!'

গুরভের হাতে চাপ দিয়ে আন্না সের্গেয়েভ্না দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সত্যি সত্যিই ও অসুখী। গুরভ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর চারদিক শান্ত হয়ে যেতেই কোটটা খুঁজে নিয়ে থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

৪

গুরভের সংগে দেখা করার জন্যে আন্না সের্গেয়েভ্না মস্কো যাতায়াত করতে শুরু করেছে। দু তিন মাস অন্তর একবার করে সে 'এস্' শহর ছেড়ে চলে আসে। স্বামীকে বলে যে সে একজন স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের সংগে পরামর্শ করতে যাচ্ছে। তার স্বামী তাকে বিশ্বাস করে, আবার করেও না। মস্কোতে এসে সে প্রত্যেক

BanglaBook.org

বারেই থাকে 'স্লাভিয়ান্স্কি বাজারে'*), আর আসার সঙ্গে সঙ্গেই লাল টুপি পরা একজন লোক পাঠায় গুরভের কাছে। গুরভ আসে তার কাছে। ব্যাপারটা মস্কোর কেউ টের পায় না।

শীতকালের এক সকালে গুরভ যথারীতি গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। আগের দিন সন্ধ্যের সময়ে খবর নিয়ে লোক এসেছিল। কিন্তু গুরভ বাড়ি ছিল না। গুরভের মেয়ে ছিল সঙ্গে, যাবার পথেই মেয়ের স্কুল, কাজেই গুরভ ভেবেছিল যে মেয়েকে স্কুলে পেঁাছে দেবার কাজটাও একসঙ্গে সেরে নেওয়া যেতে পারে। ভারি ভেজা বরফ পড়ছিল।

গুরভ মেয়েকে বলল, 'শূন্যের তিন ডিগ্রি ওপরে তাপ, তবুও দ্যাখ বরফ পড়ছে। ব্যাপারটা কি জানিস, মাটির কাছাকাছি জায়গাতেই শূন্যের ওপরে তাপ, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে তা নয়।'

'আচ্ছা বাবা, শীতকালে বাজ পর্যন্ত পড়ে না, কেন বাবা?'

এবারেও গুরভ ব্যাখ্যা করে বলল, কেন এমনটি হয়। কথা বলতে বলতে সে নিজের কথা ভাবছিল। সে চলেছে আরেকজনের সঙ্গে মিলিত হতে। দু'জনের এই মিলনের ব্যাপারটি আজ পর্যন্ত কেউ টের পায় নি, হয়ত পাবেও না। দুটি জীবন তার। একটি জীবন প্রকাশ্যে, সংশ্লিষ্ট সব মানুষের চোখের ওপর। সে জীবনে সবাই যা সত্যি বলে মানে সেও মানে, সবাই যে সব প্রতারণার আশ্রয় নেয় সেও নেয়, তার বন্ধু ও পরিচিতজনরা যে ধরনের জীবনযাপন করে তারও হুবহু তাই। আর অন্য জীবনটি বয়ে চলেছে গোপনে। ঘটনাচক্র এমনই অদ্ভুত এবং সম্ভবত এমনই আকস্মিক যে যা কিছু তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক ও জরুরি, যা কিছু সম্পর্কে তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আছে, যা কিছু রয়েছে তার জীবনের প্রাণকেন্দ্রে—তার সবটাই গোপন। আর যা কিছু তার মধ্যে মিথ্যে, যা কিছুকে সে খোসার মতো ব্যবহার করেছে নিজেকে আর নিজের মধ্যেকার সত্যকে গোপন করবার জন্যে যেমন, ব্যাঙ্কের কাজ, ক্লাবের আলাপ-আলোচনা, 'নিম্নতর জাতি', বৌকে সঙ্গে নিয়ে বার্ষিক উৎসবে যাওয়া—সবই বাইরেকার জিনিস। অপরকেও সে বিচার করে নিজেকে দিয়ে, চোখে যা দেখে তা বিশ্বাস করে না, সব সময়েই ধরে নেয় যে প্রত্যেকটি মানুষেরই সত্যিকারের জীবন বা আসল ভালো লাগার জীবন থেকে যায় গোপনে, রাত্রির আড়ালে থাকার মতো। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের অস্তিত্ব আবর্তিত হয় রহস্যের চারপাশে, এবং প্রধানত এই কারণেই প্রত্যেক সভ্য ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতাকে মেনে চলা সম্পর্কে এতখানি জোর দেয়।

স্কুলের দরজার কাছে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে গুরভ পা চালাল 'স্লাভিয়ান্স্কি বাজারের' দিকে। বাইরের লবিতে ওভারকোট ছেড়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল এবং খুব আলতোভাবে টোকা দিল দরজায়। আন্না সের্গেয়েভ্না ছাইরঙা পোশাকে। সেটা গুরভ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। আগের দিন সন্ধ্যে থেকেই গুরভের অপেক্ষায় ছিল সে—এই উদ্বেগ এবং ট্রেন ভ্রমণ, দুয়ে মিলিয়ে তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখটা ফ্যাকাশে। গুরভের দিকে যখন তাকাল মুখে হাসি ফুটে উঠল না। কিন্তু গুরভ ঘরের মধ্যে পা দিতে না দিতেই আন্না সের্গেয়েভ্না

BanglaBook.org

তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন যেন শেষ করতে পারল না তারা। মনে হতে পারে যে বহু বছর দু'জনের মধ্যে দেখা হয় নি।

গুরভ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ? নতুন কোনো খবর আছে?'

'বলছি, এক্ষুনি বলছি... আর পারি না আমি...' কান্নায় আন্না সের্গেয়েভ্না'র কথা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে রুমাল চেপে ধরল চোখে।

'কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে মনটা হাল্কা করে নিক!' এই ভেবে গুরভ গা এলিয়ে দিল চেয়ারে।

ঘণ্টা টিপে চায়ের হুকুম সে দিল। একটু পরে যখন চায়ে চুমুক দিচ্ছে তখনও আন্না সের্গেয়েভ্না জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে। আন্না সের্গেয়েভ্না কাঁদছে নিজের আবেগ থেকে, ওদের জীবনের বিষণ্ণতা সম্পর্কে তিক্ত চেতনা থেকে। এ কী জীবন তাদের! লোকের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে গোপনে দেখা করতে হবে দু'জনকে চোরের মতো! এ জীবনকে কি ভগ্ন জীবন বলা চলে না!

গুরভ বলল, 'কেঁদো না।'

গুরভ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে, ওদের দু'জনের এই প্রেম ক্ষণস্থায়ী নয়, কোনো দিন এই প্রেম শেষ হয়ে যাবে কিনা কেউ বলতে পারে না। আন্না সের্গেয়েভ্না ওকে ভালোবাসছে আরও গভীর অনুভূতির সঙ্গে, আরও শ্রদ্ধার সঙ্গে, সুতরাং আন্নাকে একথা বলে লাভ নেই ওদের দু'জনের এই প্রেম একদিন না একদিন শেষ হবেই। বললে আন্না সের্গেয়েভ্না বিশ্বাস করবে না।

কাছে সরে গিয়ে সে ওর দু' কাঁধে হাত রাখল। ইচ্ছে ছিল, হাল্কা কথায় ওকে একটু আদর করে। কিন্তু হঠাৎ সামনের আয়নায় নিজের ছায়া সে দেখতে পেল।

গুরভের চুলে পাক ধরেছে। গত কয়েক বছরে বড় বেশি বুড়িয়ে গেছে সে। ভাবতেই কেমন যেন অবাক লাগল। যে দুটি কাঁধের ওপরে সে হাত রেখেছে সে দুটি কাঁধ উষ্ণ, থরথর করে কাঁপছে। মেয়েটির কথা ভেবে তার মায়া হতে লাগল। যে জীবন এখনও এত উষ্ণ, এখনও এত সুকোমল সে জীবন হয়ত আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে এবং তার নিজের জীবনের মতো নুয়ে পড়বে। ও কেন তাকে ভালোবাসে? সত্যিকারের যা, সেই হিসেবে তাকে ত কোনো মেয়েই দ্যাখে নি, ওরা তার মধ্যে যে পুরুষকে ভালোবেসেছে সে পুরুষ সে নয়, সে পুরুষকে ভালোবেসেছে যাকে তারা তাদের কল্পনা দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে এবং সারা জীবন ধরে সাগ্রহে খুঁজে ফিরেছে। পরে যখন তাদের ভুল ভাঙে তখনও আগের মতোই তাকে তারা ভালোবাসতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউই তাকে নিয়ে সুখী হয় নি। সময় পার হয়েছে, একটির পর একটি মেয়ে এসেছে তার জীবনে, প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে সে, প্রত্যেকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে—কিন্তু কখনও সে ভালোবাসে নি। সে আর তাদের মধ্যে সবকিছুই হয়েছে, কিন্তু হয় নি শুধু একটি জিনিস—প্রেম।

আর এত বছর পরে যখন তার চুলে পাক ধরেছে তখন, তখনই কিনা সে প্রেমে পড়ল! তার জীবনের প্রথম প্রেম, সত্যিকারের প্রেম, যে প্রেমে কোনো ফাঁক নেই।

BanglaBook.org

সে ও আন্না সের্গেয়েভ্‌না, দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ জনের মতো, স্বামী-স্ত্রীর মতো, প্রিয় বন্ধুর মতো। যেন ভাগ্য ওদের এক-সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। এ অবস্থায় কেন যে আন্না সের্গেয়েভ্‌নার স্বামী আছে আর তার আছে স্ত্রী তার কোনো ব্যাখ্যা ওরা খুঁজে পায় না। মনে হয়, ওরা হচ্ছে দুটি দেশান্তরী পাখি, একজন পুরুষ, একজন স্ত্রী। কিন্তু ওদের দু'জনকে ধরে দুটি আলাদা খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। অতীত ও বর্তমান জীবনে যা কিছু নিয়ে ওদের লজ্জা তা ভুলে দু'জনে দু'জনকে ক্ষমার চোখে দেখেছে আর অনুভব করছে ওদের এই প্রেম নতুন মানুষ করে তুলেছে দু'জনকেই।

আগে বিষণ্ণ বোধ করলে প্রথম যে যুক্তিটি চিন্তায় ভেসে উঠত তাই দিয়েই গুরুভ সান্ত্বনা দিত নিজেকে। এখন আর যুক্তির আশ্রয় নিতে হয় না, গভীর একটা মমতা মনকে আচ্ছন্ন করে, আন্তরিক ও কোমল হবার ইচ্ছে জাগে।

গুরুভ বলল, 'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি। এতক্ষণ ত কাঁদলে, এবার এসো একটু কথা বলি... আমরা কী করব সে কথা ভাবতে চেষ্টা করি।'

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের অবস্থা আলোচনা করল। ভাবতে চেষ্টা করল, কী করলে এভাবে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না, এভাবে অন্যদের ঠকাতে হবে না, আলাদা আলাদা শহরে থাকার জন্যে এভাবে দীর্ঘকাল অদর্শনের জ্বালা ভোগ করতে হবে না। কী করলে এইসব অসহনীয় শেকল গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায়?

'কী করলে? কী করলে?' মাথাটা চেপে ধরে বারবার সে বলতে লাগল, 'কী করলে?'

দু'জনের মনে হল, একটা কিছু সিদ্ধান্ত প্রায় তাদের নাগালের মধ্যে এসে গেছে, সেটা ধরতে পারা গেলেই শুরু হবে এক নতুন ও সুন্দর জীবন। দু'জনেই বুঝতে পারল, শেষ এখনও দূরে, অনেক অনেক দূরে, সবচেয়ে শক্ত ও সবচেয়ে জটিল অংশটুকুর সবে সূত্রপাত হয়েছে।

১৮৯৯

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শত্রু

সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক অন্ধকার রাত্রে, নটা বাজার কিছু পরে, আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ডাক্তার কিরিলভের একমাত্র পুত্র ডিপথিরিয়া রোগে মারা গেল। ডাক্তারের স্ত্রী সবেমাত্র আশাভঙ্গের প্রথম আঘাতে মৃত সন্তানের শয্যাপাশে নতজানু হয়ে বসেছে, এমন সময় সদর দরজার ঘণ্টাটা সজোরে বেজে উঠল।

ডিপথিরিয়ার ভয়ে বাড়ির চাকরবাকরদের সকাল থেকেই বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিরিলভ যে অবস্থায় ছিল, পরনে শুধুমাত্র শার্ট আর বোতাম খোলা একটা ওয়েস্টকোট, সেই অবস্থাতেই, এমন কি চোখের জলে ভেজা মুখ ও কার্বলিক এসিডের দাগ-লাগা হাতদুটো না মুছেই, দরজা খুলতে গেল। হলঘরটা অন্ধকার, আগন্তুককে দেখে এইটুকু শুধু বোঝা গেল, সে মাঝারি লম্বা, তার গলায় একটা সাদা মাফলার জড়ানো আর তার প্রকাণ্ড মুখটা এমন বিবর্ণ যে মনে হল তাতে যেন ঘরের অন্ধকারটাও ফিকে হয়ে গেছে...

'ডাক্তারবাবু কি বাড়ি আছেন?' ঘরে ঢুকেই সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমি আছি,' কিরিলভ উত্তর দিল। 'আপনি কি চান?'

'যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বাঁচলাম!' লোকটা হাঁফ ছেড়ে বলল। অন্ধকারে ডাক্তারের হাতের সন্ধান করে সাগ্রহে দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। 'সত্যিই বাঁচলাম...কী আর বলব! আপনার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে। আমার নাম আবোগিন...গ্নুচেভদের ওখানে আপনার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিল, মনে আছে? গত গ্রীষ্মে? আপনার দেখা পেয়ে সত্যিই খুব খুশি হলাম। এক্ষুনি আমার সঙ্গে আসতে হবে। দয়া করুন...আমার স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। আমার গাড়ি হাজির রয়েছে।'

আগন্তুকের হাবভাব কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল সে খুব একটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, গলার আওয়াজ কাঁপছে, কথাও বলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মনে হচ্ছে যেন আগুনে পোড়ার হাত থেকে কিংবা পাগলা কুকুরের তাড়া খেয়ে কোনক্রমে সে এইমাত্র বেঁচে এসেছে। শিশুর মতো কোনরকম ভনিতা না করে সে কথা বলে যাচ্ছে—ভাঙা অসম্পূর্ণ তার কথা আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির মতো। মাঝে মাঝে এমন কথাও বলছে আসল বক্তব্যের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই।

'আপনাকে বাড়িতে পাব না ভেবে তো ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলাম,' সে বলে চলল। 'কী দুর্ভাবনায় যে এতটা পথ এসেছি... কোটটা পরে ফেলুন, দোহাই

BanglaBook.org

আপনার, চলে আসুন... ঘটনাটা এই : পাপচিনস্কি আলেক্সান্দ্র সেমিওনভিচ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আপনি তো তাকে চেনেন। আমরা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চায়ের টেবিলে গিয়ে চা পান করতে বসেছি হঠাৎ, আমার স্ত্রী বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। আমরা দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তার রগ দুটোয় এমোনিয়া ঘষে দিলাম... জল ছিটোলাম, কিন্তু মড়ার মতো অসাড় হয়ে সে পড়ে রয়েছে। আমার তো ভয় হচ্ছে, শিরাটিরা ছিঁড়ে গেল না তো ? দয়া করে চলে আসুন... ওর বাবাও অমনি শিরা ছিঁড়ে মারা গেছেন...'

কিরিলভ চুপচাপ শুনে গেল। ভাবটা যেন সে রুশ ভাষা বোঝে না।

আবার যখন আবোগিন পাপচিনস্কির ও তার শ্বশুরের কথা তুলে অন্ধকারে কিরিলভের হাতটা সন্ধান করতে লাগল, ডাক্তার মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে নির্বিকারভাবে ধীরে ধীরে বলল :

'অত্যন্ত দুঃখিত, আমি যেতে পারছি না। পাঁচ মিনিট আগে আমার... আমার ছেলে মারা গেছে।'

'না না, সে কি!' এক-পা পিছু হটে আবোগিন অস্ফুটস্বরে বলল। 'হা ভগবান, কী দুঃসময়ে আমি এসে হাজির হলাম। উঃ, আজকের দিনটা কী দুর্দিন... বাস্তবিক, মনে রাখার মতো। কী যোগাযোগ... কেউ কি এ কথা ভাবতে পেরেছিল !'

সে দরজার হাতলটা ধরল, তার মাথাটা নুয়ে পড়েছে যেন দারুণ ভাবনায়। স্পষ্টতই সে ঠিক করতে পারছে না চলে যাবে, না আসার জন্যে ডাক্তারকে অনুনয় চালিয়ে যাবে।

'শুনুন !' কিরিলভের শার্টের আস্তিনটা ধরে আবেগভরে সে বলতে লাগল। 'আপনার অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝছি। এই সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি যে কত লজ্জিত তা ভগবানই জানেন। কিন্তু আমার উপায় কী বলুন ? আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আমি কোথায় যাই ? আপনি ছাড়া এ অঞ্চলে আর একজনও ডাক্তার নেই। দোহাই আপনার, একবার আসুন। নিজের জন্যে আমি আপনাকে ডাকছি না... আমার নিজের কোন রোগ হয় নি !'

দু'পক্ষই কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিরিলভ আবোগিনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। দু-এক মিনিট ওইভাবে থেকে হলঘর থেকে ধীরে ধীরে সে চলে এলো বসার ঘরে। অন্যমনস্কভাবে ও অনিশ্চিত যান্ত্রিক পদক্ষেপে যেভাবে সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল এবং ঘরে ঢুকে নিভন্ত বাতির ঢাকার কিনারাটা যে রকম মনোযোগের সঙ্গে টেনে সোজা করল, টেবিলের মোটা বইটায় যেভাবে চোখ বোলাতে লাগল, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, সেই সময়ে অন্তত তার ইচ্ছা অনিচ্ছা কামনা বাসনা বলতে কিছুই নেই, সে তখন কিছুই ভাবছে না। হয়ত সে ভুলেই গেছে হলঘরে একজন আগন্তুক অপেক্ষা করছে। ঘরের ভিতরকার আবছা আলো ও নিস্তব্ধতা আরো বেশি করে যেন তার বিমূঢ়তা বাড়িয়ে দিল।

বসার ঘর থেকে পড়ার ঘরে যাবার সময় ডান পাটা যতটুকু তোলা দরকার তার চেয়ে বেশি তুলে সে দরজাটার জন্যে হাতড়াতে লাগল। তার সর্বাঙ্গে বিমূঢ় ভাব পরিস্ফুট। মনে হচ্ছে যেন অচেনা কোন বাড়িতে এসে পড়েছে কিংবা জীবনে

BanglaBook.org

এই প্রথম মদ্যপান করেছে আর তার অনভ্যস্ত প্রতিক্রিয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। পড়ার ঘরের একটা দেয়ালে বইয়ের আলমারিগুলোর উপর চওড়া একফালি আলো এসে পড়েছে, আলোটা আর সেই সঙ্গে কার্বলিক এসিড ও ঈথারের উগ্র গন্ধ শোবার ঘর থেকে আসছে, শোবার ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা... টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে ডাক্তার বসে পড়ল, আলোর রেখা অনুসরণ করে ঘুমজড়ানো দৃষ্টিতে বইগুলোর দিকে সে একবার তাকাল, তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে শোবার ঘরে চলে গেল।

এইখানটা, এই শোবার ঘরের ভিতরটা মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। এ ঘরের সবকিছু, নগণ্যতম জিনিসটা পর্যন্ত দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে এখানে কী ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড় এখন ক্লান্ত একটা অবসাদে স্তিমিত। সবকিছু এখন স্থির নিশ্চল। একটা টুলের উপর একরাশি শিশি বোতলের মাঝখানে একটা মোমবাতি, ও দেরাজের উপর মস্ত একটা বাতিদান থেকে সারা ঘরটা আলোকিত হচ্ছে। ঠিক জানলার নিচে বিছানার উপর একটি ছোট ছেলে শুয়ে রয়েছে, তার চোখদুটি বিস্ফারিত, মুখে চকিত বিস্ময়। ছেলেটি স্থির নিস্পন্দ, কিন্তু তার খোলা চোখদুটো প্রতি মুহূর্তে যেন কালি মেরে আসছে এবং ক্রমেই কোটরস্থ হচ্ছে। মা বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে, শয্যাবস্ত্রে তার মুখটা ঢাকা, হাতদুটো দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে রয়েছে। ছেলের মতো মাও নিস্পন্দ, কিন্তু তার হাতদুটোয় তার দেহের রেখায় না জানি কী অস্থিরতা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে! সে যেন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে লুব্ধ আগ্রহে বিছানাটা আঁকড়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে তার অবসন্ন দেহের এই যে শান্ত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীটি অনেক কষ্টে সে আবিষ্কার করেছে, এটি সে হারাতে চায় না। কম্বল, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, জলের গামলা, মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়া জল, এখানে ওখানে ছড়ানো চামচ, ব্রাশ, সাদা চুনের জল ভর্তি বোতল, এমনকি ঘরের বদ্ধ ও ভারি বাতাস—সবকিছুই যেন গভীর ক্লান্তিতে শ্রান্ত ও অবসন্ন।

ডাক্তার স্ত্রীর পাশে একবার দাঁড়াল। ট্রাউজারের পকেটে হাতদুটো চালিয়ে ঘাড়টা কাত করে তাকাল সন্তানের দিকে। তার মুখের ভাব নির্বিকার। দাড়িতে যে জলবিন্দুগুলো ঝিকঝিক করছে তাতেই শুধু বোঝা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে সে কেঁদেছে।

অপ্রীতিকর যে বীভৎসতা মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, শয়নকক্ষে তার লেশমাত্র নেই। ঘরের ভিতরকার নিথরতায়, মায়ের ভঙ্গীতে, পিতার সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট নির্বিকারত্বে—কী যেন ছিল যা প্রায় মনোহর, যা মনকে নাড়া দেয়। মানবীয় শোকের এই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য এমনিতেই সহজবোধ্য নয়, বর্ণনাতীত তো বটেই। একমাত্র সঙ্গীতের মাধ্যমে হয়ত তার কিছুটা বোঝান যায়। শোকার্ত এই নীরবতা তাই সুন্দর। কিরিলভ ও তার স্ত্রী দু'জনেই নীরব, কাঁদছেও না। মনে হচ্ছে গুরুভার শোক ছাড়াও তারা তাদের বর্তমান অবস্থার কাব্যময়তায় বিহ্বল। যথাকালে যেমন তাদের যৌবনও চলে গেছে, একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্তানলাভের সম্ভাবনাও চিরতরে বিলুপ্ত হল। ডাক্তারের বয়স চুয়াল্লিশ, এরই মধ্যে তার মাথার চুলে পাক ধরেছে এবং চেহারায় বার্ধক্যের

BanglaBook.org

ছাপ পড়েছে। তার বিবর্ণ রুগ্না স্ত্রীরও পঁয়ত্রিশ চলছে। আন্দ্রেই তাদের একমাত্র সন্তানই ছিল না, সে তাদের শেষ সন্তানও।

ডাক্তারের প্রকৃতি তার স্ত্রীর বিপরীত। মানসিক কষ্টের সময় কর্মব্যস্ততার মধ্যে যারা ডুবে থাকতে চায় ডাক্তার তাদের দলে। স্ত্রীর পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শোবার ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। চৌকাঠ পার হবার সময় ডান পাটা আবার অকারণে একটু বেশি উঁচু করল। এবারে গেল সে ছোট একটি কামরায়। ঘরটার অর্ধেকটাই জুড়ে রয়েছে একটা সোফা। সেখান থেকে গেল রান্নাঘরে। উনুনের কাছটায় ও পাচকের বিছানার পাশে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে মাথা নিচু করে একটা ছোট দরজা পার হয়ে আবার সে ফিরে এল হলঘরে।

হলঘরে আবার সে সাদা মাফলার ও বিবর্ণ মুখটার সম্মুখীন হল।

'শেষ অবধি তাহলে এলেন,' আবোগিন হাঁফ ছেড়ে বলল। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা বাড়িয়ে দরজার হাতলটা ধরল। 'অনুগ্রহ করে আসুন তাহলে।'

ডাক্তার চমকে উঠল। ভালো করে তাকে দেখবার পর ডাক্তারের সব কথা মনে পড়ল...

'কিন্তু আমি তো বলেই দিয়েছি আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব,' ডাক্তার হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল। 'কী আশ্চর্য!'

'আমি পাষাণ নই ডাক্তারবাবু, আপনার অবস্থা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। আপনার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত।' মাফলারে হাতদুটো রেখে অনুনয়ের সুরে আবোগিন বলল। 'কিন্তু আমার জন্যে আমি আপনাকে ডাকছি না। আমার স্ত্রী মারা যাচ্ছে। আপনি যদি তার সেই আর্তনাদ শুনতে পেতেন, যদি তার মুখখানা দেখতেন, বুঝতে পারতেন কেন আমি এত করে সাধাসাধি করছি। হা ভগবান, আমি ভাবলাম আপনি পোশাক বদলাতে গেলেন। ডাক্তারবাবু, সময়ের বড় দাম। দোহাই আপনার, আসুন!'

'আমি যেতে পারব না!' বসার ঘরের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার প্রতিটি কথা স্পষ্টভাবে বলল।

আবোগিন পিছনে পিছনে গিয়ে তার শার্টের আস্তিনটা ধরে ফেলল। 'আমি বুঝতে পারছি আপনি খুব বিপদে পড়েছেন, কিন্তু আমি আপনাকে দাঁতের ব্যথা সারাতে বা রোগ ধরে দেবার জন্যে ডাকছি না, মৃত্যুর কবল থেকে একটা মানুষকে বাঁচাবার জন্যে ডাকছি।' কাতরকণ্ঠে সে বলে চলল: 'একটা মানুষের জীবন ব্যক্তিগত দুঃখশোকের ওপরে। মনের বল আর বীরত্বের পরিচয় দিন! মানবতার আবেদনে সাড়া দিন!'

'মানবতা—মানবতা তো শাঁখের করাত,' কিরিলভ চটে উঠে বলল। 'সেই মানবতার দোহাই দিয়েই আমি আপনাকে বলছি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন না। আশ্চর্য এখন আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে, অথচ মানবতার নামে এখন আমাকে শাসাবার চেষ্টা করছেন। ঠিক এই মুহূর্তে আমার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব নয়... না কিছুতেই আমি যাব না। তাছাড়া আমার স্ত্রীর কাছে থাকার মতো কেউই নেই। না, না, আমি যাব না...'

হাত দিয়ে আগন্তুককে ঠেকিয়ে কিরিলভ এক পা পিছিয়ে এল।

BanglaBook.org

'দোহাই আপনার, আমাকে যেতে বলবেন না,' হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে সে বলতে লাগল। 'আমাকে মাপ করবেন... আইনের ত্রয়োদশ খণ্ডে ডাক্তারী পেশার কর্তব্য অনুসারে আমি যেতে বাধ্য, আপনি আমার কোটের কলার জোর করে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে পারেন। বেশ, তাই যদি চান, করুন... কিন্তু... আমার দ্বারা কিছুই হবে না... আমার এখন কথা বলারও অবস্থা নেই... আমায় মাপ করুন...'

আরেকবার ডাক্তারের শার্টের আস্তিনটা ধরে আবোগিন বলল, 'ডাক্তারবাবু, ওইভাবে কেন কথা বলছেন? ত্রয়োদশ খণ্ড সম্বন্ধে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আপনার ইচ্ছে না থাকলে জোর করে আপনাকে নিয়ে যাবার কোনো অধিকার আমার নেই। আপনি যদি আসতে চান তো আসুন। না আসেন, কী আর করা যাবে! আমার আর্জি আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে নয়, আপনার হৃদয়ের কাছে। একটি তরুণী মারা যাচ্ছে। আপনি বললেন আপনার ছেলে এইমাত্র মারা গেছে, তাহলে তো আপনারই আমার কষ্ট সবচেয়ে বেশি করে বোঝা উচিত!'

আবেগে ও উত্তেজনায় আবোগিনের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। কথার চেয়ে তার আবেগকম্প্র কণ্ঠস্বরের ওঠানামা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। আর যাই হোক, আবোগিনের মধ্যে কপটতা ছিল না, তা সত্ত্বেও কিন্তু তার কথাগুলো মনে হচ্ছিল কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ। ডাক্তারের বাড়ির পরিবেশে আর কোথাও এক মুমূর্ষু মহিলা সম্পর্কে তার গালভরা কথাগুলো বিসদৃশ ঠেকছিল। সে নিজেও যে তা বুঝছিল না, তা নয়। সেইজন্যে, পাছে তাকে ভুল বোঝা হয়, তার গলার আওয়াজটা সাধ্যমত করুণ ও কোমল করার চেষ্টা করছিল, যাতে কথায় না পারলেও অন্তত কথা বলার আন্তরিক ভঙ্গী দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা যায়। কথা, যতই তা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হোক না কেন, কেবল নির্বিকার উদাসীনের মনে সাড়া জাগাতে পারে। সত্যি যে সুখী বা শোকার্ত, বিশুদ্ধ কথায় প্রায়ই সে তৃপ্তি পায় না। সেইজন্যেই নীরবতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ বা দুঃখের চরম প্রকাশ। প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে তখনই ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যখন তারা নির্বাক। সমাধিক্ষেত্রের আবেগপূর্ণ আন্তরিক ভাষণ যাদের স্পর্শ করে তারা অনাত্মীয়। মৃতের বিধবা স্ত্রীর কাছে বা তার সন্তানসন্ততির কাছে তা নিষ্প্রাণ ও অবান্তর।

কিরিলভ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আবোগিন যখন মহৎ ডাক্তারী পেশা সম্পর্কে আরো কিছু যেমন, ডাক্তারদের পরোপকারিতা, মানবিকতা, ইত্যাদি বলে যেতে লাগল তখন ডাক্তার বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করল :

'কতদূরে যেতে হবে?'

'মাত্র তেরো চোদ্দ ভের্স্ত। আমার ঘোড়াগুলো খুব ভালো। আপনাকে কথা দিচ্ছি, ডাক্তার, এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি গিয়ে ফিরে আসতে পারবেন। মাত্র এক ঘণ্টা!'

মানবতা ও ডাক্তারী পেশা সম্পর্কে বড় বড় বুলির চেয়ে এই শেষের কথাটায় ডাক্তার অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করল। মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল :

'আচ্ছা বেশ! চলুন!'

BanglaBook.org

ডাক্তার দ্রুত পদক্ষেপে তার পাঠকক্ষে প্রবেশ করল। এখন সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে। ক্ষণেক পরেই একটা লম্বা ফ্রককোট পরে সে হাজির হল। উৎফুল্ল আবোগিন তার পাশে পাশে হন্তদন্ত হয়ে যেতে যেতে কোটটা তাকে পরিয়ে দিতে সহায়তা করল। তারপর তার সংগে বাড়ি থেকে বেরুল।

বাইরে অন্ধকার, তবে তা হলঘরের অন্ধকারের থেকে ফিকে। ডাক্তারের দীর্ঘ নুয়ে পড়া দেহ, সরু দাড়ি, খাড়া ও বাঁকা নাকটা অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবোগিনের বিবর্ণ মুখটা ছাড়াও এখন দেখা গেল তার বিরাট মাথাটা আর মাথায় ছাত্রদের ছোট টুপি। তা দিয়ে মাথার সামান্য অংশই ঢাকা পড়েছে। মাফলারের সামনের সাদা অংশটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে, পিছনের বাকি অংশটা লম্বা চুলে ঢাকা।

'আপনার এই সদাশয়তার সম্মান কী করে করতে হয় আমি জানি, দেখে নেবেন,' আবোগিন ডাক্তারকে গাড়িতে বসিয়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলল। 'এক্ষুনি আমরা পেঁাছিয়ে যাব। লুকা, শুনছিস বাবা, গাড়িটা জোরসে চালা—যত জোরে পারিস, বুঝলি।'

গাড়োয়ান জোরেই চালাল। প্রথমে তারা ফেলে গেল হাসপাতাল প্রাংগণের সার সার কতকগুলো কুৎসিত বাড়ি। সেগুলো সবই অন্ধকার। শুধু প্রাংগণের পিছন দিককার একটা জানালা থেকে এক ফালি আলো সামনের বাগানটায় এসে পড়েছে আর হাসপাতালের একটা বাড়ির উপরতলার তিনটে জানলা থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। জানলার কাঁচগুলো তার ফলে পরিবেশের চেয়ে বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছে। এর পরেই গাড়িটা জমাট অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল। শুধু ভিজে মাটির সোঁদা ব্যাঙের ছাতার গন্ধ, তারই সংগে পাতার মর্মর শব্দ ভেসে আসছে। চাকার শব্দে গাছের পাতার মধ্যে কাকগুলো চমকে জেগে উঠে করুণভাবে চিৎকার করে উঠল, চিৎকার শুনে মনে হল তারা যেন জানে ডাক্তারের ছেলে মারা গেছে আর আবোগিনের স্ত্রী অসুস্থ। শীঘ্রই দেখা দিল জংগলের বদলে ছাড়া ছাড়া গাছ, তারপর ঝোপঝাড়। নিমেষের জন্যে দেখা গেল একটা বিষাদকালো পুকুর, তার কালো জলে প্রকাণ্ড ছায়াগুলো নিথর নিশ্চল। এর পরেই দুধারে খোলা মাঠ। দূরাগত কাকের ডাক অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

কিরিলভ ও আবোগিন সারা পথ প্রায় কথাই বলল না। একবার মাত্র আবোগিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল :

'মর্মান্তিক অবস্থা! যখন আপনার লোককে হারাবার ভয় থাকে, তখন তাকে যতটা ভালোবাসি, সাধারণ অবস্থায় তার কিছুই বাসি না।'

ছোট নদীটা পার হবার জন্যে গাড়িটার গতি যখন মন্থর হয়ে এল, কিরিলভ হঠাৎ চমকে উঠে আসনে নড়েচড়ে বসল। মনে হল জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দে সে ভয় পেয়েছে।

'দেখুন, আমায় ছেড়ে দিন,' বিষণ্ণভাবে সে বলল, 'পরে আমি আপনার কাছে আসছি। আমি শুধু আমার সহকারীকে আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই। বুঝছেন তো, আমার স্ত্রী একেবারে একা রয়েছেন।'

আবোগিন কোনই মন্তব্য করল না। গাড়ির চাকায় পাথরের ধাক্কা লাগতে গাড়িটা দুলে উঠল। তীরের বালি পেরিয়ে গাড়িটা আবার এগিয়ে চলল। নিজের

BanglaBook.org

দুরবস্থার কথা চিন্তা করে কিরিলভ ছটফট করতে লাগল আর চারদিকে তাকাল। পিছনে তারার অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা যাচ্ছিল পথ ও ক্রমশ মিলিয়ে-যাওয়া নদীর ধারের ঝোপঝাড়গুলো। ডানদিকে এক প্রান্তর, আকাশের মতো অবাধ তার বিস্তার। দূরে অস্পষ্ট আলোকবিন্দু ইতস্তত জ্বলছে নিভছে, খুব সম্ভব জলায় আলেয়ার আলো। বাঁ দিকে রাস্তার সমান্তরাল অনুচ্চ পাহাড়। জায়গাটা ঝোপ-ঝাড় আগাছায় ভর্তি। এর উপর সামান্য কুয়াসার ঘোমটার আড়ালে প্রকাণ্ড বড়ো বাঁকা লাল চাঁদ নিশ্চল হয়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে টুকরো টুকরো মেঘ। তারা যেন চারদিক থেকে চাঁদকে নজরবন্দী করে রেখেছে, যাতে পালিয়ে না যায় সেই-জন্যে যেন তাকে পাহারা দিচ্ছে।

সারা প্রকৃতি যেন রোগে ও হতাশায় আচ্ছন্ন। ভ্রষ্টা নারী অন্ধকার ঘরে যখন একা থাকে তখন যেমন সে আপ্রাণ চেষ্টা করে অতীতের কথা মনে না আনতে, তেমনি, শীতের অনিবার্য আক্রমণের আশঙ্কায় উদাসীন পৃথিবী গ্রীষ্ম ও বসন্তের স্মৃতি থেকে পরিত্রাণ চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না। যেদিকেই তাকাও না কেন, সারা প্রকৃতিটা মনে হচ্ছে অতল গভীর একটা খাদ, যেখানে না আছে একটু আলো, না আছে একটু তাপ, তার ভেতর থেকে কিরিলভ আবোগিন তো দূরের কথা ওই লাল চাঁদটা পর্যন্ত কখনো উঠে আসতে পারবে না...

গাড়িটা যতই গন্তব্যের কাছাকাছি হয়ে আসছে, আবোগিন ততই হয়ে উঠছে অধৈর্য। কখনো সে এদিকে ওদিকে নড়ে বসছে। কখনো লাফিয়ে উঠছে। কখনো গাড়োয়ানের কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে। অবশেষে গাড়িটা একটা ফটকের সম্মুখীন হল। ডোরাকাটা ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে অলিন্দটা সুন্দরভাবে সাজানো। দোতলার জানলাগুলো দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে নজরে পড়তেই আবোগিনের নিঃশ্বাস ঘন ঘন ও জোরে জোরে পড়তে লাগল।

উত্তেজনায় হাতদুটো রগড়াতে রগড়াতে ডাক্তারকে নিয়ে হলঘরে ঢোকার সময় সে বলল, 'কিছু যদি ঘটে, তার ধাক্কা কখনো আমি সামলাতে পারব না। কিন্তু তেমন কোন সাড়াশব্দ তো পাচ্ছি না, তাহলে এখনো অবধি নিশ্চয় সব ঠিকই আছে,' এই বলে সে নিস্তব্ধতায় কান খাড়া করে রইল।

হলঘরে পায়ের বা গলার কোনো আওয়াজই নেই। মনে হচ্ছে আলো ঝলমল করা সত্ত্বেও সারা বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। এতক্ষণে ডাক্তার ও আবোগিন ছিল অন্ধকারে, এই প্রথম তারা পরস্পরকে ভালোভাবে দেখতে পেল। ডাক্তার দীর্ঘকায়, একটু কুঁজো, পোশাক-আশাক আলুথালু। দেখতে সে মোটেই ভালো নয়। নিগ্রোদের মতো ভারি ভারি ঠোঁট, গরুড়ের মতো নাসিকা, আর নির্বিকার পরিশ্রান্ত চাহনি—সব মিলিয়ে কেমন একটা রুক্ষনির্মম অপ্রীতিকর ভাব ফুটিয়ে তুলছে। তার মাথায় চুলের অযতন, বসে-যাওয়া রগ, অকালপক্ক বিরল লম্বা দাড়ি, দাড়ির ফাঁকে চিবুক, মাটির মতো বিবর্ণ ত্বক, অসাবধানী আনাড়ীর মতো ব্যবহার—সব মিলে তার ঔদাসীন্য, দৈন্যদশা, জীবন ও জনসাধারণ সম্পর্কে ক্লান্তি সুপরিস্ফুট। তার শুকনো চেহারার দিকে তাকালে কিছুতেই মনে হয় না, এই লোকটার স্ত্রী আছে, সন্তানের জন্য এ লোকটা কাঁদতে পারে। আবোগিন কিন্তু ওর থেকে একেবারে ভিন্ন ধরনের। মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট সুপুরুষ সে, চুলগুলো সোনালী, মাথাটা বড়, বেশ বড়সড়, কিন্তু নরমতরম। হালফ্যাশনের

BanglaBook.org

পোশাকে সে সুসজ্জিত। তার হাবেভাবে, তার ফিটফাট ফ্রককোটে, কেশরের মতো একমাথা চুলে একটা আভিজাত্য একটা পৌরুষ ফুটে বেরুচ্ছে। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে সে চলে, কথা বলে মিষ্টি ভারি গলায়। গলার মাফলারটা যেভাবে সে সরিয়ে দেয়, কিংবা মাথার চুলটা যেভাবে সে ঠিক করে, তাতে প্রায় মেয়েদের মতো মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। মুখের ফ্যাকাশে ভাবে আর ওভারকোট খুলতে খুলতে সিঁড়ির দিকে শিশুর মতো ভীতিবিহ্বল চাহনিতে তার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা মোটেই নষ্ট হল না, তার সমস্ত অবয়বে সযতন লালিত যে স্বাস্থ্য ও আত্মপ্রত্যয় পরিস্ফুট, এর ফলে তা মোটেই ক্ষুণ্ন হল না।

'কী ব্যাপার, কাউকে তো দেখছি না, একটা টুঁ শব্দও তো শুনছি না,' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে বলল। 'কোনো চেঁচামেচিও তো নেই। আশা করি...'

হলঘর পার হয়ে সে ডাক্তারকে একটা বড় ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরটা জুড়ে কালো রঙের বিরাট এক পিয়ানো। উপরের সিলিং থেকে ঝুলছে সাদা কাপড়ে আলগাভাবে ঢাকা একটা ঝাড়লণ্ঠন। এই ঘর থেকে তারা গেল ছোট একটা বসার ঘরে। ঘরটা বেশ আরামপ্রদ ও মনোরম। মৃদু গোলাপী আলোয় আলোকিত।

'ডাক্তারবাবু, এখানে একটু বসুন,' আবোগিন বলল। 'আমি এক্ষুনি... গিয়ে একটু দেখে আসি, আপনি এসেছেন, এই খবরটা শুধু দিয়ে আসি।'

কিরিলভ একাই থাকল। বসবার ঘরের এই বিলাস ব্যবস্থা, আলোর সুখপ্রদ অস্পষ্টতা, অজানা অচেনা একটা বাড়িতে তার এই উপস্থিতি, যা অমনিতেই একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা—মনে হচ্ছে কোনো কিছুই তার মনে রেখাপাত করছে না। একটা আরাম চেয়ারে বসে সে তার কার্বলিক এসিডে পোড়া আঙুলগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল। লাল রঙের আলোর ঢাকা কিংবা চেলো বাজনার কেস, কিছুই তার নজরে পড়ল না, তবে টিকটিক শব্দ অনুসরণ করে ঘড়িটার দিকে তাকাতে সে দেখতে পেল একটা নেকড়ের স্টাফ করা মূর্তি—আবোগিনের মতো বৃহদাকার ও পরিপুষ্ট।

চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে অন্য কোন ঘর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাঁ,' সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁচের পাল্লার, স্পষ্টতই কোনো পোশাক আলমারির, ঝনঝন শব্দ হল। তারপর আবার সব আগের মতো নিস্তব্ধ নিঝুম। মিনিট পাঁচেক পরে কিরিলভ হাত থেকে চোখ তুলে যে দরজা দিয়ে আবোগিন বেরিয়ে গেছে সেদিকে তাকাল।

দরজার সামনে আবোগিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে যে আবোগিন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এ সে আবোগিন নয়। তার সেই মার্জিত পরিতৃপ্ত দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছে। তার হাত মুখ, দাঁড়ানোর ভঙ্গী সব কিছুতে এমন একটা অপ্রীতিকর ভাব জড়ানো, যাকে ঠিক আতঙ্কও বলা চলে না, তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও বলা চলে না। তার নাকটা, ঠোঁটদুটো, গোঁফজোড়া, তার সর্বাঙ্গ খালি কুঁচকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে সেগুলো যেন তার মুখ থেকে চাইছে ছিটকে বেরিয়ে যেতে। তার চোখদুটোয় বেদনার আভাস...

ভারি ভারি লম্বা পা ফেলে সে বসবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, তারপর নুয়ে পড়ে গোঙাতে গোঙাতে দুহাতের মুঠিদুটো নাড়াতে লাগল।

BanglaBook.org

'আমায় প্রতারণা করেছে!' 'প্রতারণা' কথার মাঝের অংশে বেশি জোর দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল। 'আমায় প্রতারণা করেছে! আমায় ছেড়ে পালিয়েছে। তার অসুখ, আমাকে দিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠানো—কিছু নয়, ওসব পাপ্‌চিন্‌স্কি বাঁদরটার সঙ্গে পালিয়ে যাবার ফিকির। হা ভগবান!'

আবোগিন থপ থপ করে ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার মুখের সামনে, গোদা গোদা হাতের মুঠোদুটো নাড়াতে নাড়াতে চেঁচাতে লাগল :

'আমাকে ছেড়ে গেল! আমাকে প্রতারণা করল! কী দরকার ছিল এত মিথ্যের?! উঃ ভগবান! ভগবান! কেন এই জঘন্য জুয়াচুরি, এই নিমকহারামি, এই শয়তানি? কী তার অনিষ্ট করেছি? আমায় ছেড়ে চলে গেল!'

তার দু'গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। গোঁড়ালিতে ভর করে সে ঘুরে দাঁড়াল, ঘরের মধ্যে লাগল পায়চারি করতে। ছোট ফ্রককোট, সরু পাওয়ালা ফ্যাশন-দুরস্ত প্যাণ্ট, যার ফলে পা-দুটোকে তার দেহের তুলনায় বড় বেশি শীর্ণ দেখায়, বিরাট মাথা ও কেশরের মতো একমাথা চুল—এ সবে এখন যেন তাকে আরও বেশি করে সিংহের মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তারের নির্বিকার মুখে কৌতূহলী দৃষ্টির একটা ঝলক খেলে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে আবোগিনের দিকে তাকাল সে।

'কিন্তু রোগী কই?' সে প্রশ্ন করল।

'রোগী! রোগী!' সমানে ঘুষি চালাতে চালাতে আবোগিন কখনো হেসে কখনো কেঁদে চেঁচাতে লাগল। 'সে রোগী নয়। একটা হতচ্ছাড়ী! উঃ কী নীচ! কী কদর্য! মনে হয় শয়তান নিজেও এর চেয়ে জঘন্য কিছু আবিষ্কার করতে পারত না! যাতে পালাতে পারে সেইজন্যে আমাকে কিনা ভাগিয়ে দিল, আর পালাল কার সঙ্গে—ওই ফচকে বাঁদরটার, অসহ্য ওই ভেড়ুয়াটার সঙ্গে? উঃ ভগবান! এর চেয়ে সে মরল না কেন? কখনোই আমি এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারব না, কখ্‌খনো না!'

ডাক্তার খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার চোখদুটো জলে ভরা, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ছে। মুখ নড়ার সঙ্গে তার সরু দাড়িটা ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল।

'মাপ করবেন, এ সবের কী অর্থ?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার ছেলে মারা গেছে, আমার স্ত্রী শোকে অজ্ঞান, বাড়িতে সে একা রয়েছে... আমি নিজেও আর দাঁড়াতে পারছি না, গত তিনরাত্তে আমার চোখে ঘুম নেই... অথচ এখানে এসে কী দেখছি? কুৎসিত একটা প্রহসনের অভিনেতা হিসেবে আমাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি যেন স্টেজের একটা আসবাব। আমি... আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!'

আবোগিন একটা মুঠি খুলে দলাপাকানো একটা কাগজ মেঝের উপর ফেলে দিল, তারপর সেটাকে এমনভাবে পায়ে দলতে লাগল যেন সেটা পোকা-মাকড়, আর তাকে সে নষ্ট করতে চাইছে।

'আশ্চর্য, আমি কিছুই লক্ষ করি নি, কিছুই বুঝি নি,' দাঁতে দাঁত দিয়ে মুখের সামনে হাতের মুঠিটা নাড়াতে নাড়াতে এমন ভাব করে সে বলতে লাগল যেন তাঁর পাকা ধানে কেউ মই দিয়ে গেছে। 'রোজ সে কীভাবে আসত আমি লক্ষই করি নি। লক্ষই করি নি আজ যে সে গাড়িতে করে এসেছিল। গাড়িতে

BanglaBook.org

আসার মতলব কী? হায়, আমি কী অন্ধ গাড়ল, আমার তা নজরেই পড়ল না! কী অন্ধ গাড়ল আমি!'

'আমি... আমি কিছুই বুঝছি না,' ডাক্তার বিড়বিড় করে বলল। 'এ সবের অর্থ কী? এ তো রীতিমত অপমান, মানুষের দুঃখ নিয়ে তামাসা! এও কি কখনো সম্ভব... জীবনে এ-রকম কখনো দেখি নি!'

কোনো মানুষ যখন সবেমাত্র বুঝতে শুরু করে যে তাকে গভীরভাবে অপমান করা হয়েছে, তার মতো ভোঁতা বিস্ময়ের ভাব নিয়ে ডাক্তার ঘাড়টায় ঝাঁকি দিয়ে হাতদুটো সামনের দিকে মেলে দিল। তার কিছু করার বা বলার শক্তি নেই। সে ধপ্ করে আরাম চেয়ারে বসে পড়ল।

'আচ্ছা, না হয় আমাকে আর ভালোবাস না, আরেকজনকে ভালোবাস—বেশ ত। কিন্তু তার জন্যে এই প্রতারণা কেন, কেন এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা?' ছলছল চোখে আবোগিন বলল। 'এতে কী লাভ হল? কেনই বা এ কাজ করলে? আমি তোমার কী করেছি? ডাক্তারবাবু!' কিরিলভের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে কাতরভাবে বলল। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার এই দুর্ভাগ্য আপনি স্বচক্ষে দেখলেন। আপনার কাছে আমি সত্য গোপন করব না। আপনার কাছে শপথ করে বলছি, ওই মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম, আমি তাকে মাথায় করে রাখতাম, আমি ছিলাম তার কেনা গোলাম। তার জন্যে আমি সব খুইয়েছি। আত্মীয়দের সংগে ঝগড়া করেছি, কাজকর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছি, গানবাজনা ছেড়েছি, তার এমন এমন দোষ-ত্রুটি মাপ করেছি যা আমার মা বা বোনেদের মধ্যে দেখলে রক্ষা রাখতাম না... চোখ বড় করে কোনোদিন তার দিকে তাকাই নি পর্যন্ত... আমার ব্যবহারে কখনো কোনো ত্রুটি রাখি নি! কিসের জন্যে এত মিথ্যে ব্যবহার? আমি তো ভালোবাসা দাবি করি নি। তবে কেন এই নীচ প্রতারণা? আমাকে যদি নাই ভালোবাসতে, খোলাখুলি বললে না কেন? এই সব ব্যাপারে আমার মনোভাব তোমার তো জানা...'

সজল চোখে, কাঁপতে কাঁপতে আবোগিন ডাক্তারের কাছে তার মন খুলে ধরল, কিছুই গোপন করল না। তার কথায় আবেগ ভরা। বুকের উপর হাতদুটো চেপে ধরে বিনা দ্বিধায় সে বলে গেল তার ঘরোয়া জীবনের গোপন কাহিনী। মনে হল, তার মনের এই গোপন কথাগুলো মন থেকে বের করে দিতে পেরে সে খুশিই হল। এইভাবে কথা বলার আরো ঘণ্টাখানেক যদি সে সুযোগ পেত এবং মনের মধ্যে যা কিছু ছিল সব উজাড় করে দিতে পারত, তাহলে হয়ত সে অনেকটা সহজ বোধ করত। কে বলতে পারে, ডাক্তারও যদি বন্ধুর মতো সহানুভূতি নিয়ে শুনত, সে হয়ত অকারণে কতকগুলো ছেলেমানুষী না করে, বিনা প্রতিবাদে এই ভাগ্য বিপর্যয়ের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত, সচরাচর এমনিই হয়...কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবার নয়। আবোগিন যখন কথা বলছিল, ডাক্তারের মুখের চেহারাটা দেখতে দেখতে লক্ষ কল্পের মতো বদলে গেল। এতক্ষণ তার মুখে বিস্ময় ও ঔদাসীন্যের যে ভাবটা ছিল তা চলে গিয়ে তীব্র একটা অপমান, বিরক্তি ও আক্রোশে তার মুখটা ছেয়ে গেল। তার মুখটা আরো বেশি রুক্ষ, কর্কশ ও নির্মম হয়ে উঠল। আবোগিন যখন তার সামনে রূপসী অথচ শুষ্ক ও ভাবলেশহীন এক তরুণীর ছবি দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, যে মেয়ের

BanglaBook.org

এমন মুখ সে কি কখনো মিথ্যাচারণ করতে পারে, ডাক্তারের চোখেমুখে তখন কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠল। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে রূঢ়ভাবে বলল :

'কেন আমায় এসব কথা বলছেন? এসবে আমার কোনো কৌতূহল নেই। শুনতে চাই না!' এবারে সে টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠল। 'আমার ওইসব তুচ্ছ ঘরোয়া কথায় কোনো দরকার নেই। ও সব বাজে কথা আমায় বলতে আসবেন না! বোধহয় ভাবছেন এখনো আমায় যথেষ্ট অপমান করা হয় নি, তাই না? ভেবেছেন আমি চাকর, যথেচ্ছ অপমান করে যেতে পারেন?'

আবোগিন কিরিলভের কাছ থেকে সরে এসে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'কী জন্যে আমায় এখানে এনেছিলেন?' ডাক্তার বলে চলল, কথার সঙ্গে সঙ্গে তার দাড়িটাও দুলতে লাগল। 'অন্য কিছু করার ছিল না বলে তো বিয়ে করেছিলেন, সেই কারণেই আপনার পক্ষে ন্যাকামি ও উচ্ছ্বাস নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা পোষায়, কিন্তু আমার তাতে কী এসে যায়? আপনার প্রেমের ব্যাপারের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন। যত ইচ্ছে, আপনাদের কেতাদুরস্ত ঘুষোঘুষি চালান গিয়ে, আপনাদের সদয় আদর্শগুলো ঘটা করে জাহির করুন গিয়ে। যত গৎ জানা আছে, (এবারে ডাক্তার চেলো বাজনার কেসটা লক্ষ্য করে বলল) 'প্রাণভরে বাজান, দামড়া মোরগের মতো ফেঁপেফুলে উঠুন, কিন্তু মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আসবেন না। যদি তাদের শ্রদ্ধা করতে না পারেন, তা হলে ঘাঁটাবেন না।'

'মাপ করবেন, কিন্তু আপনার এই ব্যবহারের মানে কী?' লজ্জায় লাল হয়ে আবোগিন প্রশ্ন করল।

'এর মানে মানুষকে নিয়ে এই রকম ছিনিমিনি খেলা নিচু মনের পরিচায়ক, জঘন্য এই মনোবৃত্তি। আমি ডাক্তার, আপনার মতে অবশ্য ডাক্তার ও সব মজুর আপনার চাকর ও অমার্জিত লোক, কারণ তাদের গায়ে ওডিকলোন ও বেশ্যালয়ের গন্ধ নেই। আপনার ইচ্ছামত আপনি ভাবতে পারেন, কিন্তু শোকে কাতর একটা মানুষকে দিয়ে বাঁদর নাচ নাচানোর কোনো অধিকার আপনার নেই।'

'কোন্ সাহসে আপনি আমায় এসব কথা বলছেন?' মৃদুকণ্ঠে আবোগিন বলল। আবার তার সারা মুখ কাঁপছে, স্পষ্টতই এবারে রাগে।

'আমার বিপদের কথা জেনেও কোন্ সাহসে এখানে আমায় এসে আপনার ন্যাকামি শোনাচ্ছেন?' ডাক্তার আবার টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠল। 'অন্যের দুঃখ নিয়ে কোন্ অধিকারে আপনি ঠাট্টা করেন?'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন।' আবোগিন বলল। 'উঃ... কি নির্মম। আমার এই দারুণ দুঃখে আমি নিজেই কী করব ঠিক পাচ্ছি না, আর... আর...'

'দুঃখ।' ডাক্তার শ্লেষের সুরে বলল। 'ও কথা উচ্চারণ করবেন না, আপনার মতো লোকের মুখে ও কথা সাজে না। ঋণশোধের টাকা খুঁজে না পেয়ে অপদার্থ-গুলোও দুঃখে পড়ে। চর্বির ভারে নড়তে না পারায় হোঁৎকা মোরগও দুঃখে পড়ে। যত সব বাজে লোক!'

BanglaBook.org

'খেয়াল রেখে কথা বলবেন মশাই!' আবোগিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল। 'এইসব কথা বলার জন্যে মারই হচ্ছে ওষুধ, বুঝেছেন?'

আবোগিন তাড়াতাড়ি জামার পকেটগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে একটা খাম বের করল। তার থেকে দুটো নোট বের করে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। 'এই আপনার ভিজিট,' সে বলল, রাগে তার নাকটা কাঁপছে। 'আপনার পাওনা!'

'আমাকে টাকার লোভ দেখাতে আসবেন না।' হাত দিয়ে নোটগুলো ঝেঁটিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে ডাক্তার চিৎকার করে বলল। 'অর্থ দিয়ে অপমান পরিশোধ করা যায় না!'

আবোগিন ও ডাক্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাগে পরস্পরকে তীব্রভাবে অযথা অপমানে বিদ্ধ করতে লাগল। জীবনে কখনো, এমনকি প্রলাপের ঘোরেও হয়ত তারা এত নিষ্ঠুর ও নিরর্থক কটূক্তি করে নি। উভয়ের মধ্যেই আর্তের অহমিকা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দুঃখীমাত্রেরই অহংবোধ প্রবল, তারা রাগী, নিষ্ঠুর, ন্যায়-বিচারে অক্ষম, বোকাদের চেয়েও তারা পরস্পরকে কম বোঝে। দুর্ভাগ্য মানুষকে কাছে তো আনেই না, বরঞ্চ দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা ভেবে থাকি একই প্রকার দুর্ভাগ্যের ফলে মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ বেড়ে যায়। যারা দুর্ভাগ্যে পড়ে তাদের ব্যবহারে কিন্তু তা প্রকাশ পায় না। যারা অপেক্ষাকৃত সুখী তাদের চেয়ে অনেক বেশি নির্মম ও অনুচিত এদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

'দয়া করে আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন,' ডাক্তার প্রায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে চিৎকার করে উঠল।

আবোগিন জোরে একটা হাতঘণ্টা বাজিয়ে দিল। ঘণ্টার শব্দে যখন কেউই এলো না, সে আবার বাজিয়ে রেগে সেটাকে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঢং করে সেটা গালিচার উপর পড়ল, আওয়াজটা ক্রমশঃ একটা করুণ সুরে পরিণত হয়ে মিলিয়ে গেল। এমন সময় হাজির হল এক চাকর।

ঘুষি পাকিয়ে তার দিকে তেড়ে গিয়ে গৃহকর্তা গর্জে উঠল, 'হারামজাদা, কোথায় এতক্ষণ ডুব মেরে ছিলি? এই এক্ষুনি কোথায় ছিলি? যা এই ভদ্র-লোকের জন্যে গাড়ি আনতে বলে দে, আর আমার জন্যে ঘোড়ার গাড়িটা তৈরী রাখতে বল। শোন!' চাকর যখন ফিরে যাচ্ছে তখন তাকে বলল, 'কাল পর্যন্ত এক ব্যাটা হারামিও যেন এ বাড়িতে টিঁকে না থাকে। সব দূর হয়ে যাবি। বিলকুল নতুন চাকর বহাল করব। শুয়ার কি বাচ্চা কাঁহাকা!'

আবোগিন ও ডাক্তার দু'জনেই গাড়ির জন্যে প্রতীক্ষা করছে। দু'জনেই নির্বাক। আবোগিনের সূক্ষ্ম সুরুচিসম্পন্ন হাবভাব আবার ফিরে এসেছে। ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, ভারিক্কি চালে মাথাটা ঝাঁকি দিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে কী যেন একটা মতলব আঁটছে। এখনো তার রাগ পড়ে নি কিন্তু এমন ভাব দেখাবার চেষ্টা করছে যেন শত্রুর উপস্থিতি তার নজরেই পড়ছে না। ডাক্তার টেবিলটা একহাতে ধরে একভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর আবো-গিনের প্রতি এমন একটা কুৎসিত সর্বাত্মক প্রায় বিদ্রূপভরা ঘৃণার ভাব পোষণ করছে যা একমাত্র যারা দীনহীন তারা যখন ভোগবিলাসের সম্মুখীন হয় তাদেরই পক্ষে সম্ভব।

BanglaBook.org

কিছু পরে ডাক্তার যখন বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে বসল, তখনো তার চাউনি থেকে বিদ্বেষের ভাব মুছে যায় নি। চারদিকে অন্ধকার, একঘন্টা আগেকার চেয়ে সেটা গাঢ়তর। রক্তিম বাঁকা চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছে। পাহারারত খণ্ড মেঘগুলো তারার আশেপাশে কালো কালো ছোপের মতো রয়েছে। পথের পিছন থেকে চাকার শব্দ শোনা গেল। দেখতে দেখতে লাল বাতি সমেত একটা গাড়ি ডাক্তারের গাড়ি ছাড়িয়ে গেল। গাড়িতে করে আবোগিন যাচ্ছে, সে প্রতিবাদ করবেই, মূঢ়তার পরিচয় দেবেই...

বাড়ি ফেরার পথে ডাক্তার তার স্ত্রী, এমন কি আন্দ্রেইয়ের কথাও একবার ভাবল না, তার মাথায় শুধু আবোগিন ও যে বাড়িটা সে সদ্য ত্যাগ করে এল তার বাসিন্দারা ভিড় করে রয়েছে। তার চিন্তায় দয়ামায়াও নেই, ন্যায়বিচারও নেই। মনে মনে সে আবোগিনকে, তার স্ত্রীকে, পাপ্‌চিন্‌স্কিকে, এক কথায় অতি-ভোগের সুরভিত বিলাসিতায় যাদের জীবন কাটে, তাদের প্রত্যেককে জাহান্নামে পাঠাল। সারাটা রাস্তা সে তাদের প্রতি ঘৃণায় ও বিদ্বেষে জ্বলতে লাগল, শেষ পর্যন্ত তার বুকটা লাগল কনকন করতে। এবং এদের সম্পর্কে একটা দৃঢ় ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হল।

সময় বয়ে যাবে, কিরিলভের শোকও ম্লান হয়ে আসবে, কিন্তু মানব হৃদয়ের পক্ষে অসংগত এই অন্যায় ধারণা কখনো মুছে যাবে না। ডাক্তারের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণা নিত্যসংগী হয়ে থাকবে।

১৮৮৭

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

খানায়

১

খানায় উক্‌লেয়েভো গ্রাম। বড় সড়ক আর রেলস্টেশন থেকে সে গাঁয়ের গীর্জার চুড়ো আর কাপড় ছাপাই কলের চিমনিগুলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। 'এটা কোন গ্রাম?' পথ চলতি কেউ জিজ্ঞেস করলে তাকে জবাব দেওয়া হয়:

'সেই যে সেই শ্রাদ্ধের ভোজে সেক্সটন একলাই সব ক্যাভিয়ার খেয়ে ফেলেছিল, সেই গাঁ।'

কারখানা মালিক কস্তিউকোভের বাড়ির এক শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে ঘটনাটা ঘটে। নানা রকমের সুখাদ্যের মধ্যে বুড়োর চোখে পড়ে এক বয়াম ক্যাভিয়ার। সলোভে বুড়ো সেটিকে নিয়ে বসে। লোকে তাকে খোঁচা দেয়, জামার আস্তিন ধরে টানা-টানি করে, কিন্তু কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে বুড়ো কেবল খেয়েই চলে মোহ-গ্রস্তের মতো। বয়ামে ক্যাভিয়ার ছিল প্রায় দু সেরের মতো। বুড়ো একলাই সবটা শেষ করে। বহুকাল আগেই এই ঘটনা, সেক্সটনও কবে গত হয়ে নিজেই মাটি চাপা পড়েছে কবরের নিচে, তবু এখনও কেউ ভোলে নি সেই ক্যাভিয়ার খাওয়ার কথা। জীবন এখানে নিতান্ত নিস্তরঙ্গ বলেই হোক, কি দশ বছর আগের ঐ তুচ্ছ ঘটনাটাই কেবল গাঁয়ের মানুষের মনে রেখাপাত করতে পেরেছে বলেই হোক, গ্রামখানা সম্পর্কে বলার মতো ঘটনা এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

জ্বরজ্বারি লেগেই থাকে গাঁয়ে। গ্রীষ্মকাল পড়ে গেলেও কাদা শুকোয় না। বিশেষ করে বেড়ার ধারগুলোয় যেখানে অনেকদিনকার পুরনো উইলো গাছ বিরাট ছায়া ফেলে ডালপালা মেলে ঝুঁকে পড়েছে সেখানে চ্যাট্‌চ্যাটে কাদা। সর্বদাই সেখানে কারখানার আবর্জনা আর অ্যাসেটিক এসিডের গন্ধ—জিনিসটা কাপড় ছাপার জন্যে লাগে। তিনটে সুতীকল আর চামড়ার কারখানাটা গাঁয়ের মধ্যে নয়, গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে। আকারে এগুলো ছোটই—সব মিলিয়ে শ'চারেকের বেশি মজুর খাটে না। চামড়া কারখানার আবর্জনা পড়ে নদীর জল থেকে সব সময়েই দুর্গন্ধ বেরোয়। গোচর মাঠগুলো ভরে থাকে আবর্জনায়। চাষাদের গোরু ঘোড়াগুলোর রোগ ভোগের বিরাম নেই। এ সবের জন্যে চামড়া কারখানাটাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে বন্ধ বলে ধরা হলেও কারখানাটার কাজ চলে গোপনে। জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার আর গ্রামের দারোগার সহায়তায় সেটা চলে। কারখানার মালিক তাদের

BanglaBook.org

প্রত্যেককে প্রতি মাসে দশ রুবল করে দেয়। লোহার পাতের ছাউনি দেওয়া, দালানকোঠা বলতে সারা গাঁয়ে মাত্র দুটি—তার একটি ভোলোস্ত্ শাসন-বোর্ডের*। অন্যটি হল গ্রিগরি পেত্রোভিচ ৎসিবুকিনের দোতলা। গ্রিগরি পেত্রোভিচ এসেছিল ইয়েপিফান শহরের এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে।

এখানে তার মুদিখানা আছে। কিন্তু সেটা নিতান্তই বাইরের একটা ভড়ং। তার আসল ব্যবসা অন্য—ভোদ্কা, গোরু ভেড়া, চামড়া, গম, শুয়োর, মোটকথা যখন যেটা সুবিধা হয়। যেমন, সেবার বিদেশে মেয়েদের টুপিতে ম্যাগপাইয়ের পালক লাগাবার রেওয়াজ উঠল খুব। গ্রিগরি তখন একজোড়া পালকের জন্য তিরিশ কোপেক পর্যন্ত দাম নিয়েছে। সে বন কেনে কাঠ কাটবার জন্যে। সুদেও টাকা খাটায়। সবদিক থেকেই বুড়ো বেশ তুখোড়।

বুড়োর দুই ছেলে। বড় আর্নিসিম কাজ করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে। বেশির ভাগ সময়েই সে বাইরে বাইরে কাটায়। ছোট ছেলে স্তেপান সাহায্য করে বাপের কারবারে, যদিও তার সাহায্যের ওপর বড় একটা ভরসা রাখা হয় না। ছেলেটা রুগ্ন আর কালা। স্তেপানের বউ আক্সিনিয়া বেশ সুন্দরী, ছিপছিপে, কাজেও বেশ চটপটে। ছুটি-ছাটা আর উৎসবের দিনে তাকে দেখা যায় টুপি মাথায় ছাতা হাতে বেরুতে। সে খুব ভোরে ওঠে, শুতে যায় রাত করে, আর সারাদিন ছুটোছুটি করে বেড়ায় গোলাঘর থেকে সেলারে, সেলার থেকে দোকানে—পরনের স্কার্টটা উঁচু করে গোঁজা, কোমরের বেল্ট্ থেকে ঝনঝন করছে একগোছা চাবি। বুড়ো ৎসিবুকিন তার দিকে তাকিয়ে থাকে খুশি-খুশি দৃষ্টিতে। ওকে দেখলেই খুশিতে ভরে ওঠে বুড়োর চোখদুটো আর সঙ্গে সঙ্গে আফশোস করে এই ভেবে, আহা মেয়েটি তার বড় ছেলের বৌ না হয়ে হল কিনা ঐ কালা ছেলেটার বউ! নারীর রূপ সে আর কিই বা বুঝবে!

ঘর-সংসারের দিকে বুড়োর ভারি টান ছিল। দুনিয়ার মধ্যে তার নিজের সংসারটি—বিশেষ করে তার গোয়েন্দা বড় ছেলে আর ছোট ছেলের বউটির মতো প্রিয় তার আর কিছুই ছিল না। কালা লোকটাকে বিয়ে করার পরেই দেখা গেল আক্সিনিয়ার বিষয়ী বুদ্ধিটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আক্সিনিয়া বুঝে ফেলল, দোকান থেকে কাকে ধারে মাল ছেড়ে দেওয়া যায়। কাকেই বা 'না' বলতে হয়। চাবির গোছাটা সে সব সময়েই রাখে নিজের কাছে, স্বামীর হাতে পর্যন্ত ছাড়ে না। গোণবার ফ্রেমটায় সে খটখট শব্দ করে, খাঁটি চাষার মতো ঘোড়াগুলোর মুখের ভিতরটা দেখে। সব সময়েই হয় হাসে না হয় চিৎকার করে। আর যাই সে বলুক কিংবা করুক, বুড়ো কর্তা তার তারিফ না করে পারে না। বিড়বিড় করে বলে

'এমন না হলে আর ব্যাটার বৌ! একেই বলে রূপসী!'

বুড়োর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু ছেলের বিয়ের এক বছর পরে সে আর থাকতে পারল না, সে-ও বিয়ে করল। উক্লেয়েভো গ্রাম থেকে তিরিশ ভের্স্ত্ দূরের এক সৎ পরিবারের মেয়েকে তার জন্য পছন্দ করা হল। মেয়েটির নাম ভার্ভারা নিকলায়েভ্না। বয়স খুব অল্প নয় বটে, তবু তখনও দেখতে সুন্দর, চোখে পড়ে। বউ যে মুহূর্তে বাড়ির উপরতলার তার ছোট ঘরখানিতে গিয়ে উঠল, তখন থেকেই যেন সারা বাড়ি উঠল ঝলমল করে। মনে হল যেন

BanglaBook.org

জানালায় নতুন করে শার্সি বসানো হয়েছে। আইকনের সামনে এবার থেকে বাতি দেওয়া শুরু হল, প্রত্যেকটা টেবিল ঢাকা পড়ল ধপধপে টেবিল ঢাকনায়, জানালার ধারিতে আর সামনের বাগানে দেখা গেল লাল ফুল, আর খাবার সময় সকলে একই থালা থেকে তুলে খাওয়ার রেওয়াজ বদলে গিয়ে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা প্লেটের ব্যবস্থা হল। ভার্‌ভারা নিকলায়েভ্‌নার হাসিটি ভারি মিষ্টি আর মমতা ভরা। সে হাসির জবাবে যেন বাড়ির সবকিছু হাসি হাসি হয়ে উঠল। এই প্রথম বাড়ির উঠোনে ভিক্ষুক, তীর্থযাত্রী আর সাধু-ফকিরদের দেখা যেতে লাগল। উক্‌লেয়েভোর গরীব মেয়েদের টানা টানা গলা জানালার নিচে শোনা যেতে থাকল। আর শোনা যেতে থাকল রোগাটে, গাল ঢুকে-যাওয়া সেইসব মানুষগুলোর বিনীত কাশির খক্‌খক্‌ আওয়াজ, বেশি মদ গেলবার জন্যে কারখানা থেকে যারা বরখাস্ত হয়েছে। টাকাপয়সা, রুটি আর পুরনো কাপড়চোপড় দিয়ে ভার্‌ভারা এইসব দুঃখী মানুষগুলিকে সাহায্য করত। আর পরে সংসারে আর একটু গুছিয়ে বসার পর থেকে, এমনকি, দোকান থেকে এটা সেটা সরিয়ে নিয়ে এসেও ওদের বিলিয়ে দিত। একদিন কালা স্তেপানের চোখে পড়ল যে তার নতুন মা দোকান থেকে দু প্যাকেট চা নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক বিচলিত হয়ে সে অতঃপর বুড়োকে জানাল, 'মা দু আউন্স চা নিয়ে গেছে, এখন এর হিসেব আমি কোন খাতায় রাখি ?'

শুনে কিছুক্ষণ উত্তর করল না বুড়ো। ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, তারপর উঠে গেল স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে।

স্নেহমাখা কণ্ঠে ভার্‌ভারা নিকলায়েভ্‌নাকে ডেকে সে বলল, 'কোন কিছুর দরকার পড়লে দোকান থেকে সোজা নিয়ে নেবে, বুঝলে। এই নিয়ে দ্বিধা কোরো না কিছু, কেমন ?'

আর তার পরের দিন ভার্‌ভারা যখন উঠোন দিয়ে যাচ্ছিল তখন কালা ছেলেটা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল, 'মা, কিছু দরকার থাকলে নিয়ে নিন !'

ভার্‌ভারার দানধ্যানের মধ্যে কিছু একটা যেন অভিনবত্ব আছে, আইকনের সামনে জ্বালিয়ে রাখা বাতির আর বাগানে ফোটা লাল ফুলগুলোর মতোই উজ্জ্বল আনন্দময় একটা কিছু।

পালাপার্বণে কি স্থানীয় অধিষ্ঠাতা সন্তের তিনদিন ধরে-চলা উৎসবের সময় দলে দলে চাষীদের কাছে যখন পিপে থেকে বিক্রি করা হত শুয়োরের মাংস, যার পচা দুর্গন্ধে পাশে দাঁড়ানো যায় না, যখন হাতের কাস্তে, মাথার টুপি এমনকি বউয়ের শাল বাঁধা দিতে আসত চাষীগুলো আর পচা ভোদকা গিলে কাদায় গড়াগড়ি দিত কারখানার মজুররা, পাপ যেন ঘন হয়ে বাতাসে কুয়াশার মতো ঝুলত যখন, তখন ভাবতে ভালো লাগত যে এই বাড়িরই এক কোণে রয়েছেন শান্ত পবিত্র এক নারী, পচা মাংস আর ভোদকার সঙ্গে যাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। এইসব বিষণ্ণ কুয়াশাভরা দিনগুলোয় ভার্‌ভারার দানব্রত যেন যন্ত্রের সেফ্‌টি ভালভের মতো কাজ করত।

রুসিবুকিন সংসারে দিন কাটে বেশ একটি সদা-সযতন সতর্কতার মধ্য দিয়ে। সূর্য ওঠার আগেই শোনা যায় আক্‌সিনিয়া উঠে বার-বারান্দায় খলবলিয়ে হাত মুখ ধোয়া শুরু করেছে। রান্নাঘরে জল ফুটছে সামোভারে—তার শোঁ শোঁ শব্দটা

BanglaBook.org

যেন এ সংসারে দুঃখের একটা হুঁশিয়ারি। ছিমছাম গ্রিগরি পেত্রোভিচ পালিশ-করা টপবুট ঠুকে ঠুকে পায়চারি করে চলেছে সারা ঘরময়। পরনে তার দীর্ঘ কালো কোট, আর ছাপা পায়জামা। ছোটখাটো চেহারা। সব মিলিয়ে তাকে দেখায় ঠিক যেন সেই জনপ্রিয় গানটার শ্বশুরমশাইয়ের মতো। তারপর তালা খোলা হয় দোকান ঘরের। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় গ্রিগরির ঘোড়ার গাড়িখানা। লম্বা টুপিটায় কান ঢেকে বুড়ো কর্তা তড়তড়িয়ে গাড়িতে ওঠে লাফ দিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে তখন কিছুতেই মনে হয় না লোকটার ছাপ্পান্ন বছর বয়স। বৌ আর ছেলের বৌ এসে তাকে বিদায় জানায়। আর ঠিক এই সময়, যখন কিনা সে তার তকতকে সুন্দর কোর্টটি গায়ে দিয়ে তিনশ রুবলে কেনা তাগড়াই কালো ঘোড়াটিতে জোতা গাড়িখানিতে উঠে বসেছে, ঠিক এই সময়টাতে চাষীরা এসে তাকে যত অভাব অভিযোগের কথা শোনাবে এটা সে মোটেই চায় না। চাষীদের সম্পর্কে বুড়োর ভারি একটা বিতৃষ্ণা। ফটকের সামনে কাউকে অপেক্ষা করতে দেখলে সে সরোষে চেঁচিয়ে ওঠেঃ

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন বাপু, বাইরে যাও, বাইরে যাও।'

ভিখিরী দেখলে বুড়ো বলে, 'ভগবান দেবেন বাছা, ভগবান দেবেন!'

তারপর সে তার নিজের কাজে চলে যায় গাড়িটা হাঁকিয়ে। কালো পোশাকের ওপর কালো এপ্রন পরে তার স্ত্রী তারপর ঘরের এটা সেটা গোছগাছ করে নয়ত রান্নাঘরের কাজে যায় সাহায্য করতে। আর দোকানের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায় আক্সিনিয়া। সামনের আঙিনা থেকে শোনা যায় বোতল নাড়ানাড়ির শব্দ, খুচরো পয়সার ঠন্‌ঠন্‌, আক্সিনিয়ার হাসি আর ধমকানি, যে সব খদ্দেররা ঠকেছে তাদের সরোষ চেঁচামেচি। বোঝা যায় দোকানে ইতিমধ্যেই ভোদ্‌কার গোপন কারবার শুরু হয়েছে। কালা ছেলেটা দোকানের মধ্যে বসে থাকে চুপচাপ, নয়ত টুপি খুলে পায়চারি করে রাস্তায়, আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্কের মতো চেয়ে থাকে গাঁয়ের আকাশ আর কুঁড়েঘরগুলোর দিকে। সারাদিনে বরাদ্দ ছয়বার চা আর চারবার খানা। তারপর সন্ধ্যে হলে, সারাদিনের বেচাকেনার হিসেবপত্তর লিখে যে যার ঘরে গিয়ে ঢলে পড়ে গভীর নিদ্রায়।

উক্‌লেয়েভোর সুতাকল তিনটির সঙ্গে টেলিফোনে যোগ আছে মালিকদের বাড়ি অবধি। মালিকরা তিনঘর—খুমিন ছোটতরফ, খুমিন বড়তরফ, আর কস্তিউকোভ। টেলিফোন লাইনটাকে বাড়িয়ে ভোলোস্ত্‌ বোর্ড পর্যন্ত লাগানো হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা নষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেল টেলিফোনের কলকব্‌জার মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে যত আরশুলা আর ছারপোকা। ভোলোস্তের কর্তা লিখতে পড়তে বিশেষ জানে না। লিখতে গেলে সব কথাই সে শুরু করে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে। কিন্তু টেলিফোন লাইনটা খারাপ হয়ে যেতে সেও বলল, 'টেলিফোন ছাড়া কাজ চালানো এখন ভারি মুশকিল হবে দেখছি।'

খুমিন বড়তরফের সঙ্গে ছোটতরফের মামলা লেগে থাকে সর্বদাই। ছোট-তরফের নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াঝাঁটি আইন-আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ঝগড়া পেকে উঠলে দু'একমাসের মতো কারখানাটা বন্ধ পড়ে থাকে—যতক্ষণ না আবার মিটমাট হয়ে যায় ওদের। গাঁয়ের লোকেদের কাছে এ থেকে রগড়ের খোরাকও মেলে প্রচুর। কেননা ঝগড়া বাধলেই তা নিয়ে গালগল্পের সীমা থাকে না। ছুটির দিন

BanglaBook.org

এলে কস্তিউকোভ আর খ্‌মিন ছোটতরফেরা উক্‌লেয়েভোর রাস্তায় গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায় আর দু' একটা গোরুবাছুর চাপা দিয়ে যায়।

এইসব দিনে আক্‌সিনিয়া তার সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরে দোকানের সামনে পায়চারি করে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিক। সদ্য ইস্ত্রি-করা স্কার্টটা থেকে খস্‌খস্‌ শব্দ ওঠে। খ্‌মিন ছোটতরফেরা এসে প্রায়ই আক্‌সিনিয়াকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় তাদের গাড়িতে—আক্‌সিনিয়া এমন ভাব করে যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর অন্যদিকে বুড়ো ৎসিবুকিন বেরোয় ভারভারাকে সঙ্গে নিয়ে, তার নতুন ঘোড়াটাকে দেখিয়ে বেড়াবার জন্য।

গাড়ি হাঁকানোর পালা শেষ হলে রাত্রে গ্রামের সকলে যখন শুয়ে পড়েছে তখন খ্‌মিন ছোটতরফদের বাড়ি থেকে ভেসে আসে দামী হারমোনিয়ামের সুরতরঙ্গ। তার ওপর রাতটা যদি চাঁদনী হয়, তবে সে সঙ্গীতের সুরে মানুষের বুক দুলে দুলে ওঠে, মন ভরে যায় আনন্দে। উক্‌লেয়েভোকে তখন আর অমন একটা অন্ধকূপ বলে মনে হয় না।

২

বিশেষ ছুটি-ছাটা ছাড়া বড় ছেলে আনিসিম তত একটা বাড়ি আসে না। তবে প্রায়ই সে বাড়িতে উপহার পাঠায় নানা রকমের। তার সঙ্গে থাকে অচেনা হাতের সুন্দর হরফে প্যাডের কাগজের পুরো পাতা-জুড়ে লেখা এক-একখানা চিঠি। আবেদনপত্রের মতো তার ভাষা। এমনি কথাবার্তায় আনিসিম কখনও যেসব গং ব্যবহার করে না, চিঠিগুলি কিন্তু ভরে থাকে তেমনি নানা বাগভঙ্গিতে, যেমন : 'মহামহিম পিতামাতা, আমি আপনাদের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য এতদ্‌বারা এক পাউন্ড চা প্রেরণ করিতেছি।'

প্রত্যেকটি চিঠির শেষে আঁকাবাঁকা করে সই করা থাকে আনিসিম ৎসিবুকিন, মনে হয় যেন কেউ ভোঁতা নিবে লিখেছে। সইয়ের নিচে আবার সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা থাকে 'গোয়েন্দা।'

চিঠি এলে তা পড়ে শোনানো হয় বেশ কয়েকবার করে। রীতিমতো বিচলিত হয়ে বুড়ো আবেগভরে বলে, 'দেখ তাহলে, ও ছেলে ত বাড়িতে রইল না, বাইরে গেল লেখাপড়া শিখতে। তা গেছে যখন, যাক। আমার কথা হল, যার যা কাজ, যার যা সাজে তাই করবে!'

শ্রোভেটাইডের*) কিছু আগে একদিন বাইরে তুষারের সঙ্গে জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বুড়ো আর ভারভারা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দেখা গেল, স্টেশনের দিক থেকে স্লেজগাড়ি হাঁকিয়ে আসছে আর কেউ নয় আনিসিম। কেউ ভাবে নি এ সময় সে আসতে পারে। ঘরের মধ্যে আনিসিম এলো কেমন একটা উদ্বেগ আর চাপা শংকার ভাব নিয়ে। সে শংকা তার আর কাটল না বটে, তবু একটা জোর করা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব নিয়ে সে চলাফেরা শুরু করল। এবার সে বাড়িতেই রয়ে গেল, ফিরে যাবার নামও তেমন করল না। মনে হল হয়ত সে চাকরি খুইয়ে এসেছে। তার বাড়ি আসায় কিন্তু খুশিই হল ভারভারা। আনিসিমের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর মাথা

BanglaBook.org

দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'মাগো মা! এর কোনো মানে হয়? সাতাশ বছরের জোয়ান ছেলে, এখনও আইবুড়ো হয়ে থাকা!'

জিভ দিয়ে আফশোসের শব্দ করে ভারভোরা। পাশের ঘর থেকে শুনলে মনে হয়, ভারভারা যেন কথা বলছে না, নিচু একটানা কণ্ঠস্বরে অনবরত খেদসূচক চুকচুক শব্দ করে চলেছে কেবল। বুড়ো ৎসিবুকিন আর আকুসিনিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে সে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করল। তারপর ওরা তিনজনেই এমন একটা ধূর্ত রহস্যময় মুখভাব ঘনিয়ে তুলল যে মনে হল কিছু একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলা হচ্ছে।

ঠিক হল আনিসিমকে বিয়ে করতেই হবে।

ভারভারা বলল, 'তোমার ছোট ভাই বিয়ে করে ফেলেছে কবে। আর তুমি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ যেন বাজারের মোরগটি। এর কোনো মানে হয়? ভগবানের দয়ায় বিয়েটা হয়ে যাক এবার। তারপর তুমি ইচ্ছে করলে তোমার কাজে ফিরে যেতে পার। বউ থাকবে এখানে, বাড়ির কাজকর্মে সাহায্য করবে। তোমার জীবনে কোনো ছিরিছাঁদ নেই বাছা! কি যে হয়েছ তোমরা সব আজকালকার শহুরে ছেলেপুলেরা! জীবনের ছিরিছাঁদ সবকিছু ভুলে বসে আছ!'

ৎসিবুকিনদের বাড়ির কোনো ছেলে বিয়ে করতে চাইলে সবচেয়ে সেরা মেয়েই তার জন্যে দেখা হয়ে থাকে, কেননা ৎসিবুকিনরা পয়সাওয়ালা লোক। আনিসিমের জন্যেও দেখা হল একটি সুন্দরী কনে। আনিসিম নিজে দেখতে বিশেষ ভালো নয়। আকারে খাটো, শরীরের গঠন দুর্বল, রুগ্ন, গালদুটো ফুলো ফুলো, মনে হয় যেন সর্বক্ষণ ফুঁ দেবার উপক্রম করছে ও। তীক্ষ্ণ চোখদুটোয় তার পাতা পড়ে না। কটা রঙের পাতলা দাড়ি। আপন মনে কিছু একটা ভাবতে হলে সে দাড়ির প্রান্তটুকু মুখে পুরে প্রায়ই চিবোয়। তাছাড়া শেষ কথাটা হল এই যে সে প্রায়ই বেশ মদ খায়, তার মুখচোখ হাবভাব থেকে তা স্পষ্টই ফুটে বেরোয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু আনিসিমকে যখন বলা হল তার জন্যে একটি মেয়ে দেখা হয়েছে ভারি সুন্দরী, তখন সেও বলল :

'তা আমিও ত কানা নই। আমরা ৎসিবুকিনরা যে সবাই সুন্দর, এ কথা মানতেই হবে।'

শহরের গায়েই তরুগুয়েভো গ্রাম। গ্রামের অর্ধেকটাই এখন শহরের অংশ হয়ে গিয়েছে। বাকিটুকু এখনও গ্রামই থেকে গেছে। শহরের দিকের অংশটায় নিজের বাড়িতে বাস করত একটি বিধবা মেয়ে। তার সঙ্গে ছিল তারই এক বোন, খুবই গরিব, দিনমজুরি খেটে পেট চালাত। এই বোনের ছিল এক মেয়ে লিপা, তাকেও দিনমজুরি খাটতে হয়। লিপা যে সত্যিই সুন্দরী একথা তরুগুয়েভোতে বেশ রটে গিয়েছিল। তবু কিন্তু এতদিনও কেউ ওকে বিয়ে করতে এগোয় নি। তার কারণ ওদের অসহ্য দারিদ্র্য, লোকে ধরে নিয়েছিল কোনো বয়স্ক লোক, সম্ভবত কোনো দোজবরে ওর দারিদ্র্য সত্ত্বেও ওকে বিয়ে করবে অথবা বিয়ে না করেই গ্রহণ করবে এবং তাতে করে লিপার মায়েরও দু'বেলা খাওয়া জুটে যাবে দু'মুঠো। ঘটকদের কাছে এই লিপা সম্পর্কে খোঁজখবর করে ভারভারা একদিন রওনা দিল তরুগুয়েভো গ্রামের দিকে।

BanglaBook.org

কনে দেখার ব্যাপারটা যথারীতি সম্পন্ন হল লিপার মাসীর বাড়িতে। যথারীতি পরিবেশিত হল খাদ্য ও মদ। শুভ দিনটির জন্যে বিশেষ করে বানানো একটি গোলাপী রঙের পোশাক পরেছিল লিপা, আর তার চুলে বেঁধেছিল আগুনের শিখার মতো গাঢ় লাল রঙের একটি ফিতে। দেখতে সে পাতলা, ছিপছিপে, একটু ফ্যাকাশে, আর গড়নখানি ভারি নমনীয়, ভারি সুকুমার। মাঠে ঘাটে কাজ করে তার রংটা একটু জ্বলে গেছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর তার ভেসে আছে ভীরু ভীরু বিষণ্ণ একটু হাসি আর দুচোখে শিশুর মতো সরল কৌতূহলী দৃষ্টি।

বয়সের দিক থেকে লিপা এখনও খুব কাঁচা, প্রায় ছেলেমানুষ বললেই হয়, স্তনের ডৌল এখনও বিশেষ ভরে ওঠে নি, তবু বিয়ের যুগ্যি হয়েছে বৈকি! সুন্দরী সে বটে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। খুঁত বলতে একটি : হাত দুখানি তার পুরুষের মতো চওড়া, লাল লাল দুটি থাবার মতো। শরীরের দু'পাশে এখন তা নেতিয়ে আছে অলস হয়ে।

মেয়ে দেখা হলে, কনের মাসীকে বুড়ো জানিয়ে দিল, 'পণের ব্যাপার নিয়ে ভাবনা নেই। ছোট ছেলে তেপানের জন্যেও আমি গরিব ঘর থেকে মেয়ে এনেছিলাম। বাড়ির কাজ থেকে দোকানের কাজ সবই ত সেই চমৎকার চালিয়ে নিচ্ছে। তার সুখ্যাতি বলে শেষ করা যাবে না।'

লিপা দরজার কোণটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। তার সমস্ত ভঙ্গিটা যেন বলছিল, 'আমাকে নিয়ে যা করবে কর—তোমাদের ওপর ভরসা আছে আমার।'

আর রান্নাঘরে, কেন জানি ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রইল লিপার মা প্রাস্কোভিয়া। পাঁচ বাড়িতে ঠিকা দাসীর কাজ করে তাকে খেতে হয়। যৌবনকালে একবার সে কাজ নিয়েছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে—ঘর মুছবার সময় লোকটা একদিন তাকে ভয় দেখিয়ে পা ঠোকে। ভয় খেয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল লিপার মা। সেই থেকে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব সে আর কখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ভয়ে তার হাত-পা, গালদুটো পর্যন্ত তির তির করে কাঁপতে থাকে। রান্নাঘরে বসে বসে সে কেবল অভ্যাগতদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল, আর আইকনের দিকে চেয়ে কপালে হাত দিয়ে বারবার করে ক্রুশের চিহ্ন আঁকল।

একটু মত্ত অবস্থায় আনিসিম এসে রান্নাঘরের দরজা খুলে অবহেলায় ডাক দিল মাঝে মাঝে :

'বেরিয়ে আসুন না, মা! আপনাকে নইলে ঠিক জমছে না।'

আনিসিম যতবার ডাকল, ততবারই প্রাস্কোভিয়া তার শীর্ণ শুকনো বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে উত্তর দিয়ে গেল :

'আপনাদের দয়ার কথা আর কি বলব...'

কনে দেখার পর বিয়ের দিন ঠিক করা গেল। আনিসিমকে প্রায়ই দেখা যায় শিস দিয়ে নিজের ঘরে ঘুরছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কী যেন তার মনে পড়ে যায়। তখন খুব গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে। স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে সে মেঝের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন মনে হয় বুঝিবা মাটি ভেদ করেই একটা কিছু সে দেখতে চাইছে। তার যে বিয়ে হচ্ছে এবং খুবই শীগ্‌গির, ইস্টার পরবের পর প্রথম রোববার*) এজন্য তার মধ্যে না দেখা যেত কোনো খুশির ভাব, না পাওয়া যেত তার বাগ্‌দত্তাকে দেখার জন্যে কোন কৌতূহল। শুধু এইটুকু

BanglaBook.org

চোখে পড়ত, মৃদু সুরে শিস দিয়ে সে ঘুরছে। বেশ বোঝা গেল সে বিয়ে করছে কেবল বাপ আর সৎমা খুশি হবে বলে এবং এই জন্য যে গাঁয়ের রীতি, ছেলে বড়ো হলেই তাকে বিয়ে ক'রে সংসারের কাজে সাহায্য করার জন্য একজনকে নিয়ে আসতে হয়।

আনিসিমের যখন বাড়ি থেকে কাজে ফেরবার সময় হল, তখনও তার কোনো চাড় দেখা গেল না। অন্যান্য বারে বাড়ি এলে সে যা করত, এবার তার চালচলনে তেমন কিছু দেখা গেল না। শুধু কথাবার্তায় আনিসিম সব সময় একটা প্রফুল্ল ঘনিষ্ঠতার সুর ফোটাতে চেষ্টা করে, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঠিক যেটি বলার নয়, তেমনি কথাই বলে বসে ফস্ করে।

৩

শিকালভো গাঁয়ে খ্রিস্টি ধর্মসম্প্রদায়ের*) দু'বোন ছিল, তারা পোশাক বানাবার কাজ করত। বিয়ের সাজ-পোশাক করার ভার দেওয়া হল তাদের কাছেই। পোশাকের মাপজোক ঠিক করে নেবার জন্যে তারা প্রায়ই এসে হাজিরা দিতে শুরু করল ৎসিবুকিনদের বাড়িতে, মাপজোক হয়ে যাবার পরেও তারা চা খেতে খেতে সময় কাটাত বসে বসে। ভারভারার জন্যে তৈরি হল একটি বাদামী পোশাক, তার সঙ্গে কালো লেস আর কালো পুঁতি লাগানো, আক্সিনিয়ার জন্যে হল সবুজ পোশাক, তার সামনেটা হলুদ রঙের, পেছনে সুদীর্ঘ ঝুল। পোশাক তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে ৎসিবুকিন ওদের দাম দেবার সময় নগদ টাকা একটিও বার করল না, দোকান থেকে কিছু মোমবাতি আর সার্ডিন মাছের টিন বার করে দিয়ে হিসেব শোধ করে দিল। এ জিনিসগুলোর ওদের মোটেই কোনো দরকার ছিল না। তবু তাই বোঝা বেঁধে নিয়ে মেয়েদুটি চলে গেল। তারপর গাঁ ছাড়িয়ে মাঠগুলোর কাছে এসে একটা ঢিবির ওপর বসে বসে তারা কাঁদল।

বিয়ের তিনদিন আগে এসে পৌঁছল আনিসিম। পরনে তার আপাদমস্তক নতুন পোশাক। পায়ে চকচকে রবারের গালোশ্, গলায় টাই-এর বদলে লাল একটা দড়ির মতো কিছু, তার শেষে দুটো সুতোর গুটি। নতুন ওভারকোটখানা সে কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে, কিন্তু আস্তিনে হাতদুটো ঢোকায় নি।

আইকনের সামনে গম্ভীরভাবে প্রার্থনা শেষ করার পর সে তার বাপকে প্রণামী জানাল দশটি রুপোর রুবল আর দশটি আধা-রুবল দিয়ে ; ভারভারাকেও সে ওই একই সমান প্রণামী দিল। কিন্তু আক্সিনিয়াকে দিল কুড়িটি সিকি-রুবল। এ জিনিসগুলোর প্রধান আকর্ষণ এই যে সব কটি মুদ্রাই একেবারে ঝকঝকে নতুন। গম্ভীর আর ভারিক্কি যাতে দেখায় সেই জন্যে আনিসিম তার মুখের পেশীগুলোর টানটান করে রাখার চেষ্টা করল, গালদুটো ফুলিয়ে তুলল আরও। সারা গা থেকে তার ভক্‌ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। বোঝা গেল আসার পথে প্রত্যেকটি স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে সে একবার করে হানা দিয়ে এসেছে। এবারেও ছেলেটার হাবভাবে সেই প্রফুল্ল ঘনিষ্ঠতার ভাবটা বেশ ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে কেমন একটা অপ্রয়োজনীয় আতিশয্য। আনিসিম বাপের সঙ্গে চা আর খাবার খেল, আর ওই ঝকঝকে নতুন রুবলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে

BanglaBook.org

করতে ভার্ভারা জিজ্ঞেসাবাদ করল তার গাঁয়ের সেইসব বন্ধুদের সম্পর্কে, যারা শহরে বসবাস করছে।

আনিসিম বলল, 'ভগবানের ইচ্ছায় সবাই বেশ ভালো আছে। অবিশ্যি ইভান ইয়েগরভের পারিবারিক জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার বুড়িটা, বেচারী সোফিয়া নিকিফরভ্না মারা গিয়েছে। মরেছে যক্ষ্মায়। ময়রার দোকানে শ্রাদ্ধ-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—মাথা পিছু আড়াই রুব্ল করে বরাদ্দ। আঙুরের মদও ছিল। আমাদের এ এলাকা থেকে জনকয়েক চাষীও গিয়েছিল। তাদেরও আড়াই রুব্ল করে খাবার দেওয়া হল। কিন্তু কিছু খেলো না লোকগুলো। গেঁয়ো চাষী তারা আচারের স্বাদ কি বুঝবে!'

'আড়াই রুব্ল করে?' বুড়ো মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই, এ ত আর পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার নয়। রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলে একটু আধটু খাবার খেতে, এটা ওটা হয়ত অর্ডার দিলে, বেশ লোকও হয়ত কয়েকজনকে পেলে, একসঙ্গে নিয়ে দু' ঢোক মদ খাওয়া শুরু হল—ব্যস্, হঠাৎ এক সময় দেখা গেল রাত পুইয়ে এসেছে, আর মাথা পিছু খরচাই হয়ে গেছে তিন-চার রুব্ল করে। আর যদি সে রেস্তোরাঁয় সামরোদভ থাকে, তবে মধুরেণ সমাপয়েৎ করতেই হয় কফি আর ব্রান্ডি দিয়ে—একগ্লাস ব্রান্ডির দামই পড়ে ষাট কোপেক।'

তারিফের সুরে বুড়ো বলল, 'যাঃ, বাজে কথা!'

'কী বলছ! আজকাল ত আমি সব সময় সামরোদভকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওই ত আমার হয়ে চিঠিগুলো লিখে দেয়। চমৎকার লিখতে পারে লোকটা! তবে শুনুন, মা,' আনিসিম ভার্ভারাকে লক্ষ করে সহর্ষে বলে চলল, 'সামরোদভ যে কী রকম লোক বললে বিশ্বাস করবেন না। আমরা সবাই তাকে ডাকি 'মুখ্তার' ব'লে। দেখতে ঠিক একেবারে আর্মেনিয়ানের মতো। গায়ের রঙ একেবারে কালচে। লোকটার নাড়ীনক্ষত্র সব আমার জানা। সমস্ত কিছু! ও-ও বোঝে সে কথা, তাই আমার সংগ ছাড়ে না কিছুতে। আমরা বলতে গেলে জোড়মানিক, ও আর আমি। আমাকে দেখে সে কিছুটা ভয়ও পায় বটে, কিন্তু আমাকে ছাড়া ও চলতেও পারে না। যেখানে আমি যাব, ও সঙ্গে আছে। আর জানেন ত মা, আমার চোখের নজর কী রকম ধারাল। পুরনো কাপড়ের বাজারে হয়ত একটা চাষী শার্ট বিক্রি করছে, দেখেই আমি ধরে ফেলব। যদি একবার বলেছি, 'রোখো! চোরাই মাল নিয়ে এসেছে!' ত ব্যস, ঠিক দেখা যাবে, একেবারে হুবহু ফলে গেছে—চোরাই মালই বটে।'

ভার্ভারা বলল, 'কেমন করে বোঝা গেল চোরাই মাল?'

'তা ঠিক বলা মুশকিল। আমার চোখটাই হয়ত কাজ করে। শার্টটা সম্পর্কে কিছু আমি জানিও না। কিন্তু ওই চোখ টানবে, এটা চোরাই মাল, ব্যস হয়ে গেল। আমি বেরুলেই আপিসের লোকেরা বলে, 'ওই আনিসিম বেরিয়েছে, কাদা-খোঁচা মারতে!' চোরাই মাল ধরাকে ওরা ওই বলে। মানে, চুরি ত যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সে মাল হজম করতে পারাই হল শক্ত। দুনিয়াটা যত বড়ই হোক, চোরাই মাল রাখার মতো জায়গা সেখানে একটুও নেই।'

BanglaBook.org

ভারভারা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ও হপ্তায় আমাদের গাঁয়ে গনতারেভদের বাড়ি থেকে একটা ভেড়া আর দুটো ভেড়ার বাচ্চা চুরি গেল, কিন্তু কই, চোরকে ধরবে যে এমন কেউ নেই।'

'বটে! তল্লাস করে দেখা যেতে পারে। ও কিছু নয়, দেখতে পারি।'

বিয়ের দিন এলো। এপ্রিল মাসের ঠাণ্ডা একটা দিন, তবু বেশ রোদ্দুরভরা, আনন্দময়। ভোর থেকে উকলেয়েভোর রাস্তায় রাস্তায় ছুটে বেড়াতে শুরু করল তিন ঘোড়ার আর দুই ঘোড়ার গাড়িগুলো। গাড়ির সংগে ঝমঝম করে বাজতে লাগল ঘণ্টা, তার ঘোড়াগুলোর জোয়াল আর কেশর থেকে উড়তে লাগল রঙীন ফিতে। গাড়ি চলাচলের শব্দে চকিত হয়ে উইলো গাছগুলোর মধ্যে ক-ক করে ডাকতে শুরু করল রুক পাখিগুলো, আর সর্বক্ষণ গান গেয়ে গেল স্টার্লিংগুলো, যেন ৎসিবুকিনদের বাড়ি বিয়ে হচ্ছে বলে তাদেরও খুশি ধরছে না।

টেবিল ভরে সাজানো হল ভোজ্যের স্তূপ—বড় বড় মাছ, শুয়োরের মাংস, মশলা-পোরা পাখি এবং নানা রকমের খাদ্য, টিনে ভরা স্প্র্যাট মাছ, আর রাশি রাশি মদ আর ভোদকার বোতল, দামী সসেজ আর বাসি গলদা চিংড়ির গন্ধ উঠল সবকিছু ছেয়ে। টেবিলের চারপাশে বুড়ো পায়চারি করতে করতে ছুরি ঘসে ঘসে ধার শানিয়ে নিল। সকলেই ডাকাডাকি করল ভারভারাকে, কখন এটা চাইল কখন ওটা। ভারভারাকে দেখে মনে হল ব্যস্ততায় লাল হয়ে উঠেছে সে, রান্নাঘরের ঘর বার করে বেড়াল সে হাঁপাতে হাঁপাতে। হেঁসেলে কস্তিউকোভদের বাবুর্চি আর খুমিন ছোটতরফদের বড় খানসামা কাজে লেগেছে ভোর থেকে। কোঁকড়ান চুল নিয়ে আকসিনিয়া শুধু তার অন্তর্বাসটুকু পরে ছোটাছুটি করে বেড়াল সারা আঙিনা, তার নতুন বুটজোড়া থেকে শব্দ উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ। এত জোরে আকসিনিয়া ছোটাছুটি করছিল যে, মাঝে মাঝে তার খোলা বুক আর নগ্ন জানুর ত্বরিৎ আভাস ছাড়া আর কিছুই বিশেষ চোখে পড়ছিল না। গণ্ড-গোলের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গেল শপথ আর দিব্যি গালার আওয়াজ, হাট করে খোলা ফটকের সামনে পথচলতি লোকেরা এসে উঁকি মারল। আর সবকিছু থেকে বোঝা গেল অসাধারণ কিছু একটার আয়োজন শুরু হয়েছে এখানে।

'কনে আনতে চলে গেছে ওরা!'

ঘণ্টার ঠন্ ঠন্ আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল গাঁয়ের ওপারে। দুটো বাজার পর ভিড় ঠেলে এলো বাড়ির দিকে, আবার শোনা গেল ঘণ্টার ঠন্ ঠন্। কনে আসছে। গীর্জা ভরে উঠল লোকে, মাথার ওপরকার শামদানে বাতি*) জ্বালিয়ে দেওয়া হল ; আর বুড়ো ৎসিবুকিনের বিশেষ অনুরোধে গীর্জার চারণ দল স্বরলিপি হাতে নিয়ে গাইতে শুরু করল। বাতি আর রঙচঙে পোশাকের ঝলকে লিপার চোখে ধাঁধা লেগে যাবার দাখিল—মনে হল যেন গাইয়েদের উঁচু গলার সুরগুলো বুঝি ছোট ছোট হাতুড়ির মতো তার মাথার খুলিতে এসে ঠুকে যাচ্ছে। জীবনে এই প্রথম সে কটিবন্ধসমেত অন্তর্বাস পরেছে ; মনে হচ্ছে যেন জিনিসটা তাকে চেপে ধরেছে একেবারে, জুতোজোড়াও হয়েছে আঁট। দেখে মনে হল সে যেন সবে কোনো একটা মূর্ছা থেকে জেগে উঠেছে, এখনও যেন ঠাহর হচ্ছে না কোথায় আছে। আনিসিমের গায়ে কালো কোট, টাইয়ের বদলে সেই লাল দড়ির মতো জিনিসটা। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন একটা চিন্তায়

BanglaBook.org

সে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সর্বক্ষণ। শুধু চারণেরা চড়া সুরে গান শুরু করা মাত্র সে তাড়াতাড়ি একবার ক্রুশের চিহ্ন আঁকল। ভাবাবেগে আনিসিমের কান্না পাচ্ছিল। এই গীর্জেটার সঙ্গে অতি শৈশব থেকেই তার পরিচয়। মায়ের কোলে চেপে সে কোনো একসময় এখানে আসে আশীর্বাদী নেবার জন্যে। মা তার মারা গেছে। আর একটু বড় হয়ে সে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে গান গেয়েছে চারণদলের সঙ্গে ; এ গীর্জের প্রতিটি কোণ, প্রতিটি মূর্তি তার কী ভীষণ চেনা ! আর তারপর এখানেই তার আজ বিয়ে হচ্ছে, কেননা বিয়ে করাটাই হল কর্তব্য, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বিয়ের কথা সে একটু ভাবছিল না—তারই যে বিয়ে হচ্ছে এই কথাটা কেমন করে যেন তার মনেই এলো না। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল তার। আইকনগুলো পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না সে। বুকের মধ্যে চেপে রয়েছে যেন একটা ভার। মনে মনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল, ভগবান যেন তার মাথার ওপর আসন্ন বিপর্যয়টাকে দূর করে দেন, মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টির সময় যেমন করে বর্ষার মেঘ এক ফোঁটা বৃষ্টি না দিয়ে গাঁয়ের ওপর দিয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মিলিয়ে যাক তার বিপদ। অতীতে সে অনেক পাপ করেছে, অনেক অনেক পাপ ; কোনো-দিকে কোনো আশা নেই আর, সবকিছু একেবারে এমন বানচাল হয়ে গেছে এখন যে ক্ষমা প্রার্থনাও বিসদৃশ লাগার কথা। তবুও সে প্রার্থনা করল, তাকেও যেন ঈশ্বর ক্ষমা করেন। একবার চেঁচিয়ে কেঁদেও উঠল আনিসিম, কিন্তু সেদিকে কোনো নজর দিল না কেউ। সবাই ভাবল, আনিসিম বোধহয় মদ খেয়েছে।

একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা গো, ও মা, বাইরে চলো, বাইরে নিয়ে চলো না মা !'

পাদরী ধমক দিল, 'এই ! চেঁচিয়ো না !'

বিয়ের দলটা গীর্জে ছেড়ে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ছুটল পেছন পেছন। দোকানের কাছে, ফটকের সামনে, আঙিনার মধ্যে জানালার নিচে দেয়ালে ঘেঁসে ঠেসাঠেসি করে—সবখানেই ভিড়। তরুণ দম্পতিকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে এগিয়ে এলো মেয়েরা। দরজার পাশে গাইয়ের দল তৈরি হয়ে ছিল। বরকনে চৌকাঠ পেরনো মাত্র তারা সজোরে গান শুরু করে দিল। শহর থেকে বিশেষ করে বায়না করে আনা বাজনদারেরা সঙ্গত শুরু করল বাজনার। লম্বা লম্বা গেলাসে করে বিতরণ করা হল দন্ অঞ্চলের শ্যাম্পেন। তারপর রোগাটে বেঁটা একজন বুড়ো, ভুরুদুটো এত মোটা যে চোখ প্রায় দেখাই যায় না, নাম তার ইয়েলিজারভ—ছুতোর-মিস্ত্রি আর বাড়ি তৈরি ঠিকাদারির কাজ করে সে—নব-দম্পতিকে উদ্দেশ করে বলল 'আনিসিম, আর বাছা রোমা, তোমাদের বলি, দু'জন দু'জনকে ভালোবেসে চলো, ভগবানের কথা মনে রেখে কাজ করো, তাহলে স্বর্গের মাতৃদেবী তোমাদের দেখবেন।' বুড়ো ৎসিবুকিনের কাঁধে মুখ রেখে ইয়েলিজারভ ফুঁপিয়ে উঠল। 'একটু কেঁদে নিই গ্রিগরি পেত্রোভিচ, একটু সুখের কান্না কাঁদি।' ইয়েলিজারভ বলল তীক্ষ্ন গলায়, তারপর হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল চড়া মোটা গলায় 'হো-হো-হো। তোমাদের এই বৌটিও দেখতে বেশ সুন্দরী হে। একেবারে ঠিকঠাক, বেশ প্লেন, সমান, ঘড়ঘড় শব্দ নেই—যন্তরখানা

BanglaBook.org

বেশ চালুই মনে হচ্ছে, ইস্ক্রুপ বল্টু সব যে যার জায়গায় ঠিকঠাক লেগেছে দেখা যাচ্ছে।'

লোকটার আদিনিবাস ইয়েগরিয়েভ্স্ক জেলা। কিন্তু উক্লেয়েভোর কলে আর আশেপাশের অঞ্চলেই সে কাজ করে এসেছে জোয়ান বয়স থেকে, ফলে এখন সে নিজেকে এই এলাকারই লোক বলে ভাবে। যারা তাকে চেনে, তারা চিরকালই ওকে অমনি রোগাটে, বুড়ো আর লম্বাটে গোছের দেখে আসছে। আর চিরকালই ওকে ডেকে এসেছে 'পেরেক' বলে। চল্লিশেরও বেশি বছর ধরে সে কারখানা-গুলোতে মেরামতির কাজ করে এসেছে। বোধহয় সেইজন্যেই সে মানুষ এবং বস্তু নির্বিশেষে সবকিছুকেই যাচাই করে তাদের মজবুতির নিরিখে : মেরামত করার দরকার হচ্ছে কিনা সেই দিকে তার দৃষ্টি। আজকেও, টেবিলে বসবার আগে সে বেশ কয়েকটা চেয়ার পরখ করে দেখল, সেগুলো যথেষ্ট শক্ত কিনা। এমনকি স্যামন মাছটা খাওয়ার আগেও একবার হাত দিয়ে পরখ করে নিল।

শ্যাম্পেন চলার পর সকলে এসে টেবিলে বসল। চেয়ার টেনে বসতে বসতে কথা চালিয়ে গেল আমন্ত্রিতেরা। গানের দল বারান্দায় তান ধরল। বাজনদারেরা ধরল বাজনা। আর ওদিকে মেয়েরা আঙিনায় জড়ো হয়ে গলা মিলিয়ে শুরু করল বর-কনেকে অভিনন্দন জানান গান। ফলে, শব্দের এমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত মিশ্র জগঝম্প শুরু হল যে মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়।

'পেরেক' তার চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। পাশের লোককে মাঝে মাঝে খোঁচা দিল কনুই দিয়ে। যে কেউ কথা বলুক তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে শুরু করল আর পালা করে এক একবার কাঁদল, এক একবার হাসল।

সে দ্রুত বিড়বিড় করে বলল, 'শোনো বাছা, শোনো। বৌমা আক্সিনিয়া, ভারভারা—সবাই যেন বেশ আমরা মিলেমিশে শান্তিতে থাকি, শান্তিতে আর স্বস্তিতে, নাকি গো বাছারা ?'

মদ্যপানের অভ্যাস ওর বিশেষ ছিল না। এক গ্লাস জিন টেনেই বেশ মাতাল হয়ে উঠেছিল। কিসের থেকে যে এই তিত্‌কুটে গা গুলিয়ে ওঠা মদটা বানানো হয়েছিল কে জানে ; যে টানল সেই এমনভাবে ঝিম্ মেরে যেতে থাকল, যেন কেউ বুঝি মাথায় ডাণ্ডা মেরে গেছে। জিভ জড়িয়ে যেতে লাগল।

টেবিলের চারপাশে এসে জমেছিল গাঁয়ের পাদরী, কারখানার ম্যানেজার আর তাদের বৌয়েরা, আর আশেপাশের গাঁয়ের ব্যবসায়ী, আর হোটেলওয়ালারা সবাই। ভোলোস্ত্-এর মাতব্বর আর ভোলোস্ত্-এর কেরানি, এরাও ছিল পাশাপাশি বসে। চোদ্দ বছর ধরে এরা একত্রে কাজ চালিয়েছে। কাউকে না কাউকে প্রতারিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত না করে এরা কখনও একটি কাগজেও সই দেয় নি, তাদের কবল থেকে কাউকে ছাড়ে নি। পাশাপাশি ওরা বসে রইল দুটি মোটাসোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। মনে হচ্ছিল যেন লোক দুটি মিথ্যে কথায় এমন চুর হয়ে আছে যে গায়ের চামড়াটা পর্যন্ত জোচ্চোরের চামড়ার মতো দেখাচ্ছে। কেরানির বৌ দেখতে ভালো নয়, ট্যারা। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার সবকটি কাচ্চাবাচ্চা। চিলের মতো বসে বসে এ প্লেট সে প্লেট নজর করে করে দেখছিল সে আর যা পাচ্ছিল ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের আর বাচ্চাগুলোর পকেটের মধ্যে ভরে দিচ্ছিল।

BanglaBook.org

লিপা বসে রইল মড়ার মতো, গীর্জেতে তার মুখখানা যেমন দেখাচ্ছিল এখনও ঠিক তেমনিই নিষ্প্রাণ। পরিচয় হবার পরে আনিসিমের সঙ্গে তার আর একটি কথাও হয় নি। লিপার গলার আওয়াজটাই বা কেমন আনিসিম এখনও পর্যন্ত তা শোনে নি। লিপার পাশে বসে সে জিন টেনে যেতে লাগল নিঃশব্দে। তারপর যখন বেশ মাতাল হয়ে উঠল, তখন টেবিলের ওপাশে লিপার মাসীকে ডেকে বলল :

'আমার একজন বন্ধু আছে জানেন, তার নাম সামরোদভ। যা-তা লোক নয়, সম্মানিত নাগরিক*) তার উপাধি। খুব কথা বলতে পারে। আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি। ও-ও সেটা জানে। আসুন মাসীমা, সামরোদভের স্বাস্থ্য পান করা যাক!'

ভার্‌ভারা টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভ্যাগতদের বলছিল আরও খান, আরও একটু খান। বেশ ক্লান্ত আর বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ভার্‌ভারা, কিন্তু তৃপ্তিও পাচ্ছিল এই দেখে যে যাক, খাদ্যের কমতি হবে না—সবকিছুই বেশ ভালো-ভাবে এগুচ্ছে, কেউ কোনো নিন্দে করতে পারবে না। সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু ভোজ চলতেই থাকল। নিমন্ত্রিতেরা যে কে কী মুখে পুরছেন এখন তার আর কোনো খেয়াল নেই। কে কী বলছে তাও কানে ঢুকছে না আর। শুধু মাঝে মাঝে যখন মুহূর্তের জন্য বাজনা একটু থামছে, তখন সামনের অ্যাঙিনা থেকে পরিষ্কার ভেসে ভেসে আসছে একটি মেয়েমানুষের কণ্ঠস্বর, 'রক্তচোষা, জুলুম-বাজরা, মরণও হয় না তোদের!'

সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডপার্টির তালে তালে নাচ শুরু হল। খুমিন ছোটতরফেরা এসে যোগ দিল। সঙ্গে করে আনল তাদের নিজেদের মদ। ওদের একজন দু'হাতে দুই বোতল আর দাঁতে একটা গেলাস নিয়ে কোয়াড্রিল নাচ দেখিয়ে সকলকে ভারি খুশি করে দিল। কয়েকজন কোয়াড্রিলের পায়ের তাল বদলে উবু হয়ে বসে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচল রুশ প্রথা মতো। সবুজ পোশাক পরা আক্‌সিনিয়া ঝলক তুলে ছুটে গেল। তার গাউনের ঝুলের ঝাপ্‌টায় হাওয়া উঠল একটু। নাচিয়েদের একজন তার পোশাকের শেষটুকু মাড়িয়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে 'পেরেক' চেঁচিয়ে উঠল :

'এঃ, ভিতটা পয়মাল করে দিলে বাছারা! পয়মাল করে দিলে!'

আক্‌সিনিয়ার চোখদুটো দেখতে নিরীহ, ধূসর রঙের। চেয়ে থাকলে চোখের পাতা পড়ে না বিশেষ। মুখের ওপর নিরীহ একটা হাসি সর্বক্ষণ লেগেই আছে। ওর সেই পলক-না-পড়া চোখ, সুদীর্ঘ গ্রীবার ওপর ছোট্ট মাথাটুকু, আর ওর দেহের মধ্যেকার নমনীয় ঠাট—সব মিলিয়ে ওকে কেমন সর্পিল মনে হচ্ছিল। ওর সবুজ পোশাকের সামনের হলুদরঙা বুক, আর অনবরত তার মুখে লেগে থাকা হাসি—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল ও যেন একটি কালনাগিনী, কাঁচা রাইক্ষেত থেকে মুখ তুলে পথচলতি লোকেদের দিকে চাইছে। খুমিনদের সঙ্গে তার ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা স্বচ্ছন্দ চেনাজানার ভাব। বেশ বোঝা যাচ্ছিল খুমিনদের বড় ভাইয়ের সঙ্গে তার একটা দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। আক্‌সিনিয়ার কালা স্বামীটা কিন্তু কিছুই লক্ষ করছিল না, আক্‌সিনিয়ার দিকে তাকিয়েও দেখছিল না। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সে শুধু আপন মনে বাদাম চিবুচ্ছিল

BanglaBook.org

আর বাদামের খোলাগুলো ভাঙছিল পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার মতো এক একটা আওয়াজ করে।

অতঃপর বুড়ো ৎসিবুকিন ঘরের মাঝখানটায় এসে দাঁড়িয়ে একবার রুমাল নাড়ল। ৎসিবুকিনও নাচতে চাইছে এটা তারই একটা সংকেত। আর সংগে সংগে এঘর সেঘর হয়ে একটা কান্নাকাটি আঙিনার ভিড়টা পর্যন্ত পেঁাছে গেল :

'কর্তা নিজেও নাচবে এবার ! নিজেও নাচবে !'

নাচল অবশ্য ভারভারাই। বাজনার তালে তালে বুড়ো মানুষটা কেবল তার রুমাল নাড়তে লাগল আর জুতো দিয়ে তাল ঠুকল, কিন্তু তাতেই খুশি হয়ে বাইরের ভিড়টা জানলায় এসে জমল, শার্সি দিয়ে উঁকি দিল আর সেই মুহূর্তে ৎসিবুকিনের যত ধন-সম্পদ আর যত অপকর্ম সবকিছু ভুলে তারা ক্ষমা করে ফেলল বুড়ো মানুষটাকে।

উঠোন থেকে তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'চালাও গ্রিগরি পেত্রোভিচ, ছেড়ো না ! বুড়োটার মধ্যে এখনও ক্ষ্যামতা আছে মন্দ নয়, হাঃ হাঃ !'

রাত একটার পরে আসর ভাঙল। টলতে টলতে গিয়ে আনিসিম গাইয়ে-বাজিয়েদের প্রত্যেককে বিদায় উপহার হিসেবে ঝকঝকে নতুন একটি করে রুবলের আধুলি দিল। বুড়ো কর্তা ঠিক টলে না পড়লেও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। সেই অবস্থাতেই অভ্যাগতদের বিদায় দিতে দিতে সবাইকে একবার করে বলে নিল, 'বিয়েতে খরচ হয়ে গেল দু'হাজার রুবলে।'

লোকজন যখন চলে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ আবিষ্কৃত হল শিকালভোব সরাই-ওয়ালার দামী নতুন লংকোটখানা বদলে কে যেন তার পুরনো কোটটি রেখে গেছে। সংগে সংগে আনিসিম সচকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

'খবর্দার ! এক্ষুনি বার করে দিচ্ছি দাঁড়াও। আমি জানি কে নিয়েছে, খবর্দার !'

আনিসিম রাস্তায় ছুটে গিয়ে অতিথিদের একজনকে ধরবার চেষ্টা করতে গেল। আনিসিমকে আটকে আবার ফিরিয়ে আনা হল বাড়িতে। সে মাতাল, রাগে লাল হয়ে উঠেছে, ঘামে ভিজে গেছে। তাকে জোর করে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দেওয়া হল দরজায়। ঘরের মধ্যে আগে থেকেই লিপার পোশাক ছাড়িয়ে দিচ্ছিল তার মাসী।

৪

দিন পাঁচেক কাটল। আনিসিম চলে যাবার আগে ওপরতলায় ভারভারার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য এলো। দেবমূর্তিগুলোর সামনে বাতিগুলো সবকটি জ্বলছে। ধূপের গন্ধ উঠছে অল্প। জানলার পাশে বসে ভারভারা একটি পশমের লাল মোজা বুনে চলেছে।

ভারভারা বলল, 'কী আর বলব, তুমি আমাদের এখানে কটা দিনই বা রইলে। মন বসছে না বুঝি ? আমাদের অবস্থা কিন্তু বেশ ভালোই, অভাব বলতে কিছু নেই, তোমার বিয়েটিও বেশ সুন্দর দেওয়া গেল। খাওয়ার কোনো ত্রুটি হয় নি। বুড়ো কর্তা বলেন দু'হাজার খরচ পড়েছে। বেশ স্বচ্ছল কারবারীদের মতোই

BanglaBook.org

আমরা থাকি বটে, কিন্তু বড় একঘেয়ে জীবন। লোকজনের সংগে আমাদের ব্যবহার বড় খারাপ। হায় ভগবান, ওদের সংগে আমরা এমন বিশ্রী ব্যবহার করি বাছা, যে যন্ত্রণায় আমার বুকটা টনটন করে ওঠে। ঘোড়া বিনিময় করাই বলো, কি কিছু কেনাকাটার কথাই বলো, কি মজুর খাটানো—লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছু না, কিছু না। যাই করো, শুধু ঠগবাজি। আমাদের দোকানে যে খাবার তেল বিক্রি হয় তা যেমন তিতকুটে, তেমনি পচা। ওর চেয়ে আলকাতরাও বোধহয় খেতে ভালো ! আচ্ছা তুমিই বলো, ভালো তেল কি আমরা বিক্রি করতে পারি না ?'

'যে যার পাওনা বুঝে নিচ্ছে, মা !'

'কিন্তু একদিন ত মরতে হবে, তখন ? তুমি বাছা, তোমার বাপকে একটু বলো না ?'

'আপনি নিজে বললেই তো ভালো।'

'আমি বললে আর কী হবে ! যখনই বলেছি, ঠিক তোমার মতোই উনি এই একই উত্তর দিয়েছেন, 'যে যার পাওনা বুঝে নিচ্ছে।' কিন্তু পরলোকে কি আর কেউ হিসেব নেবে, কোন মালটা তোমার, কোনটা অন্যের ? ভগবানের বিচারে যে ফাঁকি নেই।'

'অবশ্য এটা ঠিক যে কেউ বিচার করবে না,' আনিসিম বলল নিঃশ্বাস ফেলে, 'কেউ জিজ্ঞেস করবে না মা, কেননা ঈশ্বর বলেই যে কেউ নেই।'

ভার্ভারা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইল, তারপর দু'হাত ছড়িয়ে হেসে উঠল হো-হো করে। ভার্ভারার এই অকপট বিস্ময় দেখে অস্বস্তি লাগল আনিসিমের। যেভাবে সে চাইছিল তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ভার্ভারা আনিসিমকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবছে না।

আনিসিম বলল, 'মানে, হয়ত ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, কিন্তু লোকে আর তাকে বিশ্বাস করে না। আমার যখন বিয়ে হচ্ছিল তখন ভারি অদ্ভুত লাগছিল। মুরগীর বাসা থেকে যেন ডিমটা নিয়ে এসেছি, হঠাৎ যেমন ডিমের মধ্যে বাচ্চাটা কোঁ কোঁ করে ওঠে, আমার বিবেকটাও তেমনি যেন কোঁ কোঁ করে উঠল। ওদিকে বিয়ে চলছে আর আমি ভাবছি : ভগবান বলে নিশ্চয়ই কেউ আছেন ! কিন্তু যেই গীর্জে থেকে বেরিয়ে এলাম, অমনি আর কিছুই নেই। ভগবান আছেন কি নেই কী করেই বা তা বোঝা যাবে ? ছেলেবেলায় এসব কেউই আমাদের শেখায় নি। মায়ের দুধ খেতে খেতেই আমরা শুনতে শুরু করেছি, যে যার পাওনা বুঝে নাও। বাবাও তেমন ভগবানে বিশ্বাস করেন না। মনে আছে আপনার, সেই যে একবার গুন্তারেভদের বাড়ি থেকে ভেড়া চুরি যাবার কথা বলেছিলেন ? ব্যাপারটা আমি সব বার করেছি। শিকালভোর একটা চাষা চুরি করেছিল ; হ্যাঁ, ওই লোকটাই চুরি করেছিল বটে, কিন্তু চামড়াগুলো সব এসে জমা হয়েছে আমার বাবার দোকানে... এই ত আপনার ধম্ম !'

আনিসিম চোখ মটকে মাথা নাড়ল। বলল, 'ভেলোস্ত-এর মাতব্বরও ভগবানে বিশ্বাস করে না। কেরানিটিও নয়, সেক্সটনও নয়। গীর্জেয় ওরা যে যায়, কিংবা পালাপার্বণে যে উপোস করে তার কারণ লোকে যাতে নিন্দে না করে, সত্যিই যদি শেষ বিচারের দিন কখনও এসে পড়ে সেই ভয়ে। কেউ কেউ বলে, দুনিয়াটার অন্তিমকাল এসে পড়ল বলে, কেননা লোকে আজকাল বড় দুর্বল হয়ে গেছে, বাপ-

BanglaBook.org

মাকে সম্মান করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এসব নেহাৎ বাজে কথা। আমার ধারণা কি জানেন মা? লোকের কোনো বিবেক নেই, আর, সেই হল আমাদের যত দুঃখকষ্টের গোড়া। লোকের আগাপাশতলা আমি দেখতে পাই, লোক চিনতে আমার বাকি নেই। যে-কোনো একটা শার্ট দেখেই আমি বলে দেব শার্টটা চোরাই মাল কিনা। সরাইখানায় একটা লোক বসে আছে; তুমি ভাবছ লোকটা বুঝি বসে বসে চা খাচ্ছে, কিন্তু আমি চা ত চা, এছাড়াও ঠিক টের পাই, লোকটার কোনো বিবেকও নেই। সারাদিন ঘুরে ঘুরেও এমন একটা লোক পাবে না, যার বিবেক বলে কিছু আছে। তার কারণ ভগবান আছেন কি নেই কেউ জানেই না... আচ্ছা, মা, তাহলে আসি। শরীর ভালো রাখবেন, মন ভালো থাক আপনার। আমাকে মনে রাখবেন।'

ভার্ভারার সামনে আভূমি নত হয়ে নমস্কার করল আনিসিম। বলল, 'আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, মা। আমাদের সংসারের আপনি লক্ষ্মী, ভারি পুণ্যবতী নারী আপনি। আপনাকে ভারি ভালো লাগছে আমার।'

অতি বিচলিত হয়ে আনিসিম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল

'সামরোদভ আমাকে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে ফাঁসিয়েছে যে হয় মরব, নয় খুব বড়োলোক হয়ে যাব। খারাপ যদি কিছু হয়, তাহলে বাবাকে আপনি সান্ত্বনা দেবেন মা, কেমন?'

'ছিঃ, ওসব কথা মুখে এনো না আনিসিম, ভগবান রক্ষা করবেন! তোমার বউকে তুমি আদর করলে ভালো হত। কিন্তু তোমরা দু'জন দু'জনের দিকে এমনভাবে তাকাও যেন বুনো জানোয়ার দুটো। একটু হাসতে দেখি না তোমাদের, কই একটুও হাসো না!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনিসিম বলল, 'ও বড় অদ্ভুত মেয়ে। কিছু বোঝে না, কোনো কথাই বলে না। বড় অল্প বয়স, আর একটু বড় হোক।'

দেউড়ির কাছে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আনিসিমের জন্যে। লম্বা নধর সাদা ঘোড়াটা গাড়িতে জোতা।

বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন বেশ ফুর্তির চালে লাফিয়ে গাড়িতে চেপে লাগাম হাতে নিল। ভার্ভারা, আক্সিনিয়া আর ভাইকে চুমু দিল আনিসিম। বারান্দার ওপর লিপাও দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে, অন্যদিকে চেয়ে। যেন তার স্বামীকে সে বিদায় দিতে আসে নি, যেন পায়চারি করতে করতে এমনি এসে পড়েছে! আনিসিম কাছে গিয়ে আলগোছে তার গালে ঠোঁট রাখল। বলল, 'আসি।'

আনিসিমের দিকে লিপা চাইল না, শুধু একটা বিচিত্র হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল, শরীরটা কেঁপে উঠল একটু। মেয়েটির জন্যে সকলেরই কেমন একটা কষ্ট হল, কেন কে জানে। গাড়ির ভেতর আনিসিম লাফিয়ে উঠে বসল কোমরে হাত দিয়ে। তাকে যে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে মনে হল এ সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ নেই।

গাড়িটা যখন খানা ছেড়ে ওপর দিকে উঠছে তখন আনিসিম গাঁ-টার দিকে ফিরে ফিরে দেখল। গরম রোদে ভরা দিন। এ বছরে এই প্রথম গোরু ভেড়া-গুলোকে চরাবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মেয়ে

BanglaBook.org

বৌয়ের দল, গায়ে তাদের ছুটির দিনের সাজ। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে লাল রঙের একটা ষাঁড় মুক্তির উল্লাসে গর্জন করে উঠল সজোরে। চারিদিকে—ওপরে, নিচে ভরত পাখিগুলোর গান শুরু হয়ে গেছে। আর্নিসিম গীর্জেটার দিকে চেয়ে দেখল—সুঠাম, সাদা, সদ্য চুণকাম করা। আর্নিসিমের মনে ভেসে উঠল পাঁচ দিন আগে এই গীর্জাতে সে প্রার্থনা করেছে। সবুজ ছাতওয়ালা স্কুল-ঘরটার দিকে তাকাল আর্নিসিম, তাকাল নদীটার দিকে—এইখানে সে কত চান করেছে, মাছ ধরেছে। মনটা তার হঠাৎ ভারি একটা আনন্দে ভরে গেল। মনে মনে সে চাইল এই মুহূর্তে তার পথরোধ করে একটা দেয়াল উঠুক মাটি ফুঁড়ে, তাকে ছিন্ন করে আনুক সেইখানে, যেখানে সে আর তার অতীত ছাড়া আর কিছু নেই।

স্টেশনে পৌঁছে রিফ্রেশমেন্ট রুমে এক গ্লাস করে শেরি খাওয়া হল দু'-জনের। বুড়ো কর্তা দাম দেবার জন্যে পকেট থেকে টাকার থলি বার করতে গেলে আর্নিসিম বলল, 'আমি খাওয়াচ্ছি।'

তাতে বুড়ো কর্তার মনটা বেশ দুলে উঠল। আর্নিসিমের কাঁধে চাপড় মেরে সে বারের লোকটার দিকে চোখ মটকাল। যেন বলতে চাইল, 'দেখো, কেমন ছেলে আমার!'

আর্নিসিমকে সে বলল, 'আমি চাই, আর্নিসিম তুই বাড়িতেই থাক, আমার ব্যবসায়ে সাহায্য কর। তোকে পেলে আমার যে কী সুবিধা হয়! সোনা দিয়ে তোকে মুড়ে দিতে পারি তাহলে।'

'না বাবা, তা হয় না।'

শেরিটা টক। গন্ধ উঠছিল গালার মতো। তবু আর এক গ্লাস করে ওরা নিল।

স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে বুড়ো তার নতুন বৌমাটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্বামী চলে যাওয়া মাত্র লিপা বদলে গিয়ে হয়ে উঠেছে এক হাসিখুশি তরুণী। জীর্ণ একটি স্কার্ট পরে, হাতের ওপর আস্তিন গুটিয়ে, খালি পায়ে লিপা বারান্দার সিঁড়ি পরিষ্কার করতে শুরু করেছে, গান গাইছে চড়া রুপোলী গলায়। ময়লা জলের ভারি গামলাখানা বয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে যখন সূর্যের দিকে চেয়ে ছেলেমানুষের মতো হাসল তখন সত্যি সত্যি মনে হল ও নিজেই বুঝি আর একটা ভরত পাখি।

দেউড়ির সামনে দিয়ে ঠিক সেই সময় একটা বুড়ো মজুর যাচ্ছিল। মাথা দুলিয়ে, গলা পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলল, 'ভগবান তোমাকে ভারি সুন্দর সুন্দর সব ব্যাটার বৌ দিয়েছে, গ্রিগরি পেত্রোভিচ। লক্ষ্মী প্রতিমা সবাই!'

৫

সেদিন ছিল আটই জুলাই। লিপা আর ইয়েলিজারভ, ওরফে 'পেরেক' কাজানস্কোয়ে গাঁয়ে গিয়েছিল ওখানকার গীর্জের অধিষ্ঠাত্রী ঠাকুরানী কাজান মাডোনার পরব উপলক্ষে। ফিরছিল হেঁটে, লিপার মা প্রাস্কোভিয়া ছিল অনেক-খানি পিছিয়ে। প্রাস্কোভিয়ার শরীর ভালো ছিল না বলে হাঁপাচ্ছিল। সন্ধ্যে হয় হয়।

BanglaBook.org

লিপার কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে 'পেরেক' বলছিল, 'ও-ও! তাই নাকি?'

লিপা বলছিল, 'ইলিয়া মাকারিচ, আমি জ্যাম খেতে খুব ভালোবাসি, তাই কোণের দিকে বসে আমি চা আর জ্যাম খাই। নয়ত ভারভারা নিকলায়েভনার সঙ্গে বসে চা খাই, উনি আমাকে সুন্দর আর করুণ গল্প বলেন! ওদের জ্যাম কত আছে জানো, অঢেল—চার বয়াম! ওরা কেবলি বলে, 'খেয়ে নাও লিপা, যত পারো খাও!'

'তাই নাকি? চার বয়াম!'

'হ্যাঁ। ওরা ত বড়োলোক—চায়ের সঙ্গে সাদা রুটি খায় ওরা, আর যত ইচ্ছে তত মাংস। ওরা বড়োলোক, কিন্তু সব সময় এত ভয় করে আমার, ইলিয়া মাকারিচ, এত ভয় ভয় লাগে!'

'ভয় কিসের বেটি?' 'পেরেক' বলল ঘাড় ফিরিয়ে, প্রাস্কোভিয়া কতদূর পিছিয়ে আছে দেখার জন্যে।

'বিয়ের পর, প্রথম প্রথম আমার ভয় লাগত আনিসিম গ্রিগরিচকে দেখে। লোক সে খারাপ নয়, আমার কোনো ক্ষতিও করে নি। কিন্তু ও কাছে এলেই আমার হাড় পর্যন্ত কেমন শিরশির করে ওঠে। সারা রাত আমার ঘুম হত না, কাঁপতাম আর প্রার্থনা করতাম। তারপর এখন ভয় লাগে আক্সিনিয়াকে দেখে, জানো ইলিয়া মাকারিচ! সত্যি বলতে, সেও খারাপ নয়, সব সময়েই মুখে তার হাসি লেগে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে যখন জানলা দিয়ে তাকায়, তখন তার চোখদুটো কেমন ভয়ংকর লাগে, অন্ধকার গোয়ালের মধ্যে ভেড়ার চোখগুলো যেমন জ্বলে তেমনি সবুজ হয়ে ঝক্ ঝক্ করে ওর চোখ দুটো। খামিন ছোটতরফের সব সময়েই ওর পেছনে লেগে আছে। ক্রমাগত তাকে ওরা বলে, 'বুতেকিনোতে তোমাদের বুড়োকর্তার একটা জমি আছে, হাজারখানেক বিঘা মতো হবে। মাটি বলতে সবটাই প্রায় বালি—কাছেই নদীও আছে। ওখানে তুমি নিজের নামে একটা ইঁটখোলা তৈরি করো না কেন আক্সিনিয়া। আমরাও তোমার সঙ্গে অংশীদার থাকব।' আজকাল ইঁটের দাম বিশ রুবলে হাজার। ওরা একেবারে লাল হয়ে যাবে। গতকাল দুপুরের খাওয়ার সময় আক্সিনিয়া বুড়োকর্তাকে বলেছে, 'বুতেকিনোতে আমি একটা ইঁটখোলা করে নিজের নামেই ব্যবসা শুরু করব ভাবছি।' আক্সিনিয়া বেশ হেসে হেসেই বলল। কিন্তু গ্রিগরি পেত্রোভিচের মুখ একেবারে হাঁড়ি হয়ে গেল। দেখেই বোঝা গেল ওর মত নেই। বলল, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পৃথক হয়ে ব্যবসা করা চলবে না। একত্র হয়েই চলতে হবে।' আক্সিনিয়া এমনভাবে চাইল, এমন করে দাঁত কড়মড় করল... পাতে যখন মালপো দেওয়া হল তার একটিও ছুঁল না।'

'বটে?' 'পেরেক' অবাক হল, 'একটা মালপোও ছুঁল না?'

লিপা বলে চলল, 'আর কখন যে ও ঘুমোয়, আমি এখনও টের পেলাম না। আধ ঘণ্টাখানেক শুয়েছে কি অমনি উঠে পড়ে শুরু হয়ে গেল পায়চারি। এ কোণ ও কোণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখবে চাষাভুষোরা কিছু চুরি করল কি কিছুতে আগুন দিল কিনা। ওকে দেখে আমার ভারি ভয় করে, ইলিয়া মাকারিচ! আর জানো, সেদিন বিয়ের পর খামিন ছোটতরফেরা তো আর ঘুমোতে যায় নি, সোজা

BanglaBook.org

চলে গিয়েছিল শহরের আদালতে। লোকে বলে, এসব আক্‌সিনিয়ার দোষ। ওদের তিন ভাইয়ের দুই ভাই কথা দিয়েছিল আক্‌সিনিয়ার জন্যে একটা কারখানা বানিয়ে দেবে। কিন্তু বাকি ভাইটা রাগারাগি করল। তাই ওদের কারখানাটা মাসখানেক ধরে বন্ধ হয়ে রইল। আমার কাকা প্রখোরকে বেকার হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হল ভিক্ষে করে। বললাম, গাঁয়ে গিয়ে চাষ আবাদের বা কাঠ কাটার কাজে লাগো না কেন, কাকা? সে বলল, 'সৎচাষীর মতো কাজ করতে কবে ভুলে গিয়েছি রে লিপা, চাষ আবাদের কাজ আর আমার দ্বারা হবে না।'

এ্যাস্‌পেন ঝোপটার কাছে ওরা জিরিয়ে নেবার জন্যে বসল। ইতিমধ্যে প্রাস্কোভিয়াও এসে ওদের ধরতে পারবে। ঠিকাদার হিসেবে ইয়েলিজারভ কাজ করছে অনেকদিন কিন্তু ঘোড়া রাখে না সে। সারা জেলাটা সে চক্‌কর দিয়ে বেড়ায় পায়ে হেঁটে। সঙ্গে থাকে পেঁয়াজ আর রুটিভরা একটা ঝোলা। লম্বা লম্বা পা ফেলে হনহনিয়ে চলে, দু'পাশে হাত দুটো দোলে। হেঁটে ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

ঝোপটার ধারে বিভিন্ন সম্পত্তির সীমা নির্দেশক একটা শিলা। ইয়েলিজারভ পরখ করে দেখল, জিনিসটা যতটা শক্ত দেখাচ্ছে আসলে ঠিক ততটা শক্ত কিনা। ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রাস্কোভিয়া ওদের সঙ্গ ধরল। তার শুকনো সদা-শঙ্কিত মুখখানা কিন্তু এখন আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। সবাইকার মতো সেও গিয়েছে গীর্জের ভেতরে, সবাইকার মতো সেও মেলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে আর নাশপাতির 'কম্ভাস' খেয়েছে। এরকম ঘটনা তার জীবনে ঘটে নি, সুখের দিন বলতে জীবনে এই একটি দিনই সে পেল বলে তার মনে হল। বিশ্রামের পর তিনজনই হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনভূমির ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে, গাছের গুঁড়িগুলো তাতে আলো হয়ে উঠেছে। সামনের কোনো একটা দিক থেকে গুঞ্জন আসছে ভেসে ভেসে। উক্‌লেয়েভোর মেয়েরা অনেকটা আগিয়েছিল। বনভূমির মধ্যে ব্যাঙের ছাতা খোঁজার জন্যে সম্ভবত তারাই দেরি করছে এখনও।

ইয়েলিজারভ ডাকল, 'ওগো মেয়েরা! ওগো সুন্দরীরা!'

ইয়েলিজারভের ডাক শুনে হাসির হররা ভেসে এলো :

' 'পেরেক' আসছে রে! বুড়ো ব্যাঙ, 'পেরেক'!'

হাসি ভেসে এলো প্রতিধ্বনি থেকেও।

বনভূমি ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল কারখানার চিমনির চূড়াগুলো, গীর্জের মাথার ক্রস রোদে ঝকমক করছে : সেই গ্রাম, যেখানে সেপ্টেন বুড়ো শ্রাদ্ধের ভোজে সবটা ক্যাভিয়ার খেয়ে ফেলেছিল। আর অল্প গেলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে ওরা ; শুধু তার আগে বিরাট ঢালু বেয়ে নামতে হবে নিচে। লিপা আর প্রাস্কোভিয়া এতক্ষণ খালি পায়ে হাঁটছিল। এবার ওরা বসল বুট পরে নেবার জন্যে। ঠিকাদার ইয়েলিজারভ বসল তাদের পাশে ঘাসের ওপর। ওপর থেকে দেখলে উক্‌লেয়েভো গ্রামখানা, তার উইলো গাছের সারি, তার ধবধবে সাদা গীর্জে, আর ছোট নদীখানি সমেত বেশ ছবির মতো লাগে, বেশ শান্ত, নিভৃত। কেবল কারখানার ছাতটায় খরচ বাঁচানোর জন্যে যে বিশ্রী ম্যাড়-মেড়ে রঙ লাগানো হয়েছে তাতে সুর কেটে যায় কেমন। খানার অন্য পাড়ে দেখা

BanglaBook.org

যায় পাকা রাইয়ের বিশৃঙ্খল স্তূপ—যেন ঝড় বয়ে গেছে। যেখানে যেখানে রাই কাটা সদ্য শেষ হয়েছে সেখানে সেখানে সেগুলোকে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে ঘন ঘন। ওটের খেতও পেকে উঠেছে, অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে মুক্তোর মতো। ফসল কাটার কাজ পুরাদমে শুরু হয়ে গেছে। আজকের দিনটা ছুটি গেল। কাল আবার সবাই রাই আর বিচালির ক্ষেতে গিয়ে জুটবে। তারপর দিনটা আবার ছুটি—রবিবার। আজকাল প্রত্যেক দিনই শোনা যায় কোথায় যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে। বাতাসটা গুমোট—শীগ্‌গিরই বোধহয় বৃষ্টি হবে। ক্ষেতের দিকে চেয়ে ওরা প্রত্যেকেই ভাবছে, বৃষ্টির আগেই ফসল কাটার কাজটা মিটে গেলে ভালো। আর প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই একটা আনন্দ, স্ফূর্তি আর অস্থিরতা।

প্রাস্কোভিয়া বলল, 'ঘাসুড়েরা এবছর বেশ পয়সা করে নিচ্ছে। এক রুবল চল্লিশ কোপেক রোজ।'

অনবরত কাজান্‌স্কোয়ের মেলা থেকে লোক ফিরছে পিলপিল করে—মেয়ের দল, নতুন টুপি পরা কারখানার মজুর, ভিখিরি, ছেলেপিলে... খামারের গাড়ি গেল একটা একরাশ ধুলো উড়িয়ে। গাড়ির পেছনে একটা ঘোড়া বাঁধা—বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বিক্রি হয় নি। মনে হল যেন তাতে ঘোড়াটা খুশিই হয়ে উঠেছে। একটু পরে একটা গোরুকে নিয়ে যাওয়া হল শিঙ চেপে ধরে, গোরুটা অনবরত ডাকছে। আর একটা গাড়ি গেল—একদল মাতাল চাষী তাতে চেপে আছে, ঠ্যাংগুলো তারা ঝুলিয়ে দিয়েছে গাড়ির পাশ দিয়ে। একটা বাচ্চা-ছেলের হাত ধরে এগিয়ে গেল একটা বুড়ি, ছেলেটার মাথায় একটা মস্ত টুপি, পায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভারি বুট। অত প্রকাণ্ড বুট পরায় হাঁটু বাঁকানোর উপায় নেই। তার ওপর গরম। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে ছেলেটা, তবু আপ্রাণ জোরে সে একটা খেলনার শিঙা বাজিয়ে চলেছে অনবরত। তারা ঢালু বেয়ে নেমে রাস্তার বাঁকে হারিয়ে যাওয়ার পরেও শিঙার শব্দটা কানে এসে পৌঁছচ্ছিল।

ইয়েলিজারভ বলল, 'আমাদের মিল মালিকদের মাথায় কি যে ঢুকেছে ভগবান বাঁচালে হয়। কস্‌তিউকোভ আমার ওপর চটেছে। বলে, 'কার্ণিশের ওপর তুমি অনেক বেশি তক্তা লাগিয়েছ।' বললাম, অনেক বেশি কোথায়? যা দরকার তাই ত লাগিয়েছি ভাসিলি দানিলিচ! আমি ত আর পরিজের সঙ্গে তক্তাগুলো বেটে খেয়ে নেব না। 'তা বলে, আমার মুখের ওপর অমন করে চোপা করছ তুমি! আহাম্মুক কোথাকার, বড় বাড় বেড়েছ! তোমাকে ঠিকাদার বানিয়েছিটা কে? আমি?' আমি বললাম, তা বটে, কিন্তু কী হল তাতে? ঠিকাদার হবার আগেও আমার রোজ চা খাওয়া জুটত। ও বলল 'যত সব জোচ্চোরের দল, সব বেটা জোচ্চোর...' আমি রা করলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এ দুনিয়ায় আমরাই ত জোচ্চোর বটে, কিন্তু ওপরের দুনিয়ায় জোচ্চোর হবে তোমরা! হায়রে! পরদিন অবিশ্যি আর তেমন মেজাজ গরম করল না ও। বলল, 'যা বলেছি তার জন্যে রাগ কোরো না মাকারিচ, অন্যায় বলে থাকলে, সহ্য করে যেয়ো, কেননা হাজার হোক, মানমর্যাদায় আমি ত তোমার বড়, পয়লা নম্বরের একজন ব্যবসায়ী*)।' আমি বললাম, তা বটে, তুমি বড় আর পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী সে ঠিক, আর আমি একজন ছুতোর। কিন্তু সেণ্ট জোসেফও ছিল একজন ছুতোর—এ কাজ খারাপ

BanglaBook.org

কাজ নয়—ভগবানের কাছে এ কাজটাও ভালো কাজ। আর তুমি যদি আমার চেয়ে বড় হয়ে থাকতে চাও, ত বেশ ভালো কথা। আর তারপরে ঐ কথাবার্তা কয়ে আমি মনে মনে ভাবলাম : আমাদের মধ্যে কে আসলে বড় ? পয়লা নম্বরের ব্যবসায়ী না কি এই ছুতোর মিস্ত্রি ? ছুতোর মিস্ত্রিই হল আসলে বড়।'

'পেরেক' কী যেন ভাবল একটু। তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ বাছা, ছুতোর মিস্ত্রিই হল আসল বড়। যে মেহনত করে, সবকিছু সহ্য করে সেই হল বড়।'

সূর্য ডুবে গিয়েছিল। নদী আর গীর্জের চত্বর আর কারখানার আশেপাশের ফাঁকা জায়গাগুলো থেকে দুধের মতো সাদা ঘন একটা কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার, নিচে মিটমিট করছে বাতিগুলো ; মনে হচ্ছে যেন একটা অতলস্পর্শ শূন্যকে বুঝি কুয়াশা গোপন করে রাখতে চাইছে। ঠিক মুহূর্তের জন্য লিপা আর তার মায়ের মনে হল বুঝি এই বিশাল দুর্জ্ঞেয় বিশ্বের মাঝখানে, জীবজগতের এই অসীম প্রাণধারার মধ্যে তাদেরও কিছু একটা মানে আছে, তারাও বড়। দারিদ্র্যের মধ্যে তারা জন্মেছে, সারাজীবন দারিদ্র্য সইবে বলে তাদের মন বাঁধা। অন্যের হাতে ওরা নিজেদের সবকিছু তুলে দিতেই অভ্যস্ত হয়েছে, শুধু নিজেদের ভীরু নম্র আত্মাটি ছাড়া। উপরে বসে বসে ওরা সময় কাটাল, মুখে ওদের লেগে রইল আনন্দের একটা হাসি আর কয়েক মুহূর্তের জন্য ওরা ভুলে গেল, এখুনি হোক কি পরে হোক নিচের উৎরাইয়ে ওদের নামতেই হবে।

ওরা যখন বাড়ি ফিরল তখন ফটকের পাশে আর দোকানের সামনে মাটির ওপর ঘাসুড়েরা এসে বসেছে। উক্‌লেয়েভো গাঁয়ের চাষীরা কেউ ৎসিবুকিনদের বাড়িতে মজুরি করতে আসে না। ক্ষেতমজুর যোগাড় করতে হয় অন্য গাঁ থেকে। ছড়িয়ে বসে আছে লোকগুলো, আবছা আলোয় মনে হচ্ছে ওদের সকলেরই মুখ ভরা বুঝি কালো কালো লম্বা দাড়ি। দোকানটা খোলা। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালা লোকটা একটা বাচ্চার সঙ্গে বসে ড্রট্ খেলছে। ঘাসুড়েরা গান গাইছে এমন নরম গলায় যে প্রায় শোনাই যায় না। আর মাঝে মাঝে গান থামিয়ে আগের দিনের মজুরি দাবি করছে চেঁচিয়ে। মজুরি পেলে পাছে ওরা সকাল হবার আগেই চলে যায় এই ভয়ে ওদের মজুরি দেওয়া হয় নি। বারান্দার সামনেকার বার্চ গাছটার নিচে বুড়ো কর্তা ৎসিবুকিন আস্তিনওয়ালা শার্টখানি পরে চা খাচ্ছে আক্‌সিনিয়ার সঙ্গে। টেবিলের ওপর বাতি জ্বলছে একটি।

ফটকের ওপাশ থেকে বিদ্রূপের সুরে একজন ঘাসুড়ে গান ধরল, 'দা-আ-আ-দু ! আধখানা দেবে, তাই দিয়ো দাদু, তাই দিয়ো।'

একটু হাসি শোনা গেল, তারপর আস্তে, প্রায় শোনা যায় না এমন সুরে গান ধরল ওরা... 'পেরেক' চা খাবার জন্যে টেবিলে এসে বসল।

সে বলতে শুরু করল, 'তারপরে ত আমরা মেলায় গিয়ে পেঁছিলাম। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের সময়টা বেশ ভালোই কাটল বাছারা, ভারি ভালো কাটল। তবে একটা ভারি খারাপ কাণ্ড হয়ে গেল। সাশা কামার তামাক কিনে দোকানীকে একটা আধুলি দিয়েছিল, দেখা গেল আধুলিটা জাল।' কথা বলতে বলতে 'পেরেক' চারিদিকটা একবার দেখে নিল। তার চেষ্টা ছিল ফিসফিস করে কথাটা বলবে, কিন্তু ভাঙা ভাঙা আধা-চাপা গলায় সে যা বলল তা কারুর কানে

BanglaBook.org

যেতে আর বাকি রইল না : 'দেখা গেল ওটা জাল।' লোকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলি এটা বল্ শীগ্‌গির।' সে বলল, 'আনিসিম ৎসিবর্কিনের কাছ থেকে, বিয়ের সময় আমাকে দিয়েছিল'...ওরা সবাই পুলিশ ডেকে আনল, পুলিশ লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল...শোনো বলি পেত্রোভিচ, তুমি আবার কোনো মুশকিলে না পড়ো। লোকে বলাবলি করছে...'

'দা-আ-আ-দু!' ফটকের কাছ থেকে সেই বিদ্রূপের স্বরটা ভেসে এলো একবার, 'দা-আ-আ-দু!'

তারপরে সবাই চুপ করে গেল।

'পেরেক' বিড়বিড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আহ্ বাছারা, বাছারা...' ওর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, 'চা আর চিনির জন্যে ধন্যবাদ বাছারা। ঘুমোবার সময় হয়ে এলো। আমার শরীরে ঘুণ ধরেছে বাছা, আমার শরীরের কড়ি বর্গাগুলো ভেঙে পড়ছে। হো-হো!'

চলে যাবার আগে সে বলল :

'তার মানে এবার মরণের দিন ঘনিয়ে এলো!' বলে ফুঁপিয়ে উঠল সে। বুড়ো কর্তা ৎসিবর্কিন চা শেষ না করেই বসে বসে কী ভাবতে লাগল। রাস্তা দিয়ে 'পেরেক' অনেকটা দূর চলে গেছে ইতিমধ্যে। তবুও যেন সে তার পায়ের শব্দ শোনার জন্যেই কান পেতে আছে।

ৎসিবর্কিন কী ভাবছে আন্দাজ করে আক্‌সিনিয়া বলল, 'স্যাশা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছে।'

ৎসিবর্কিন ঘরের ভেতর গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো একটা ছোট্ট মোড়ক নিয়ে। মোড়কটা খুলতে টেবিলের ওপর ঝকমকিয়ে উঠল নতুন রুবল-গুলো। একটা রুবল তুলে দিয়ে দাঁতে কামড়ে সে দেখল, তারপর ট্রের ওপর ফেলে দিল। তারপর আর একটা তুলে নিল এবং সেটাকেও ফেলে দিল...

আক্‌সিনিয়ার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বুড়ো বলল, 'রুবলগুলো সত্যিই জাল...এ হল সেই রুবলগুলো, আনিসিম প্রণামী হিসেবে দিয়েছিল। এই, নাও বাছা,' বুড়ো ফিসফিস করে বলল, 'নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও গে... কী আর হবে এতে! আর শোনো, এ নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা যেন না হয়। ফ্যাসাদ বাধতে পারে...সামোভার নিয়ে যাও আর বাতিটা নিবিয়ে দিয়ো...'

লিপা আর প্রাস্কোভিয়া চালার নিচে বসে বসে দেখল এক এক করে আলো নিভে গেল বাড়িটার। শুধু একেবারে ওপর তলায় ভার্‌ভারার জানালায় দেবমূর্তির সামনে লাল নীল বাতিগুলো জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওই বাতিগুলো থেকে শান্তি তৃপ্তি আর পবিত্রতা ছড়িয়ে পড়ছে। তার মেয়েটির বিয়ে হয়েছে বড়-লোকের বাড়িতে এই ব্যাপারটা প্রাস্কোভিয়ার ধাতস্থ হয় নি এখনো। মেয়েকে দেখতে এলে সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াত জড়সড় হয়ে, হাসত কৃতার্থের মতো। ওরা তার জন্যে চা আর চিনি পাঠিয়ে দিত বাইরে। লিপাও বিশেষ ধাতস্থ হতে পারে নি। স্বামী চলে যাবার পর থেকে সে আর নিজের বিছানায় শুত না, রান্না-ঘর কি গোয়াল যেখানে হোক গা এলিয়ে দিত আর দৈনিক ধোয়া মোছার কাজ করে সময় কাটাত, মনে মনে ধরে নিয়েছিল এখনও বুঝি সে একজন ঠিকা ঝি-ই রয়ে গেছে। আজকেও তীর্থদর্শন করে ফিরে মা-মেয়েতে চা খেল রাঁধুনির সঙ্গে বসে,

BanglaBook.org

তারপর চালায় গিয়ে স্লেজগাড়ি আর দেয়ালের মাঝখানের জায়গাটুকুতে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঘোড়ার গায়ের গন্ধ ভেসে আসছে। বাড়ির সবখানে আলো নিভে গেল। শোনা গেল কালা লোকটা দোকানে কুলুপ দিচ্ছে। উঠোনের ওপর ঘুমোবার আয়োজন করছে ঘাসুড়েরা। অনেক দূরে, খুমিন ছোটতরফদের বাড়িতে কে যেন সেই দামী হারমোনিয়াম বাজাতে শুরু করেছে। প্রাস্কোভিয়া আর লিপা ঘুমোতে লাগল।

কার যেন পায়ের শব্দে ওরা যখন জেগে উঠল তখন আলো হয়ে গেছে, কারণ চাঁদ উঠেছে। চালার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে আক্‌সিনিয়া। তার হাতে বিছানার টুকিটাকি।

ভেতরে এসে আক্‌সিনিয়া বলল, 'এইখানটাতে তবু একটু ঠাণ্ডা হবে। বলে প্রায় চৌকাঠের ওপরেই শুয়ে পড়ল। সারা শরীর তার আলো হয়ে উঠল জ্যোৎস্নায়।

আক্‌সিনিয়া ঘুমোল না। গায়ের কাপড়জামা সবই প্রায় খুলে দিয়ে গরমে এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাঝে মাঝে। জ্যোৎস্নার যাদুতে তাকে দেখে মনে হল যেন কোন অপরূপ সুন্দরী গর্বিণী এক জন্তু। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বুড়ো কর্তা সাদা পোশাক গায়ে।

ডাকল, 'আক্‌সিনিয়া! আছো নাকি এখানে?'

ব্যাজার হয়ে আক্‌সিনিয়া বলল, 'কেন, কী দরকার?'

'বললাম যে রুব্‌লগুলো কুয়োতে ফেলে দিতে। দিয়েছ?'

'অমন কড়কড়ে জিনিসগুলোকে জলে ফেলে দেব আমাকে তেমন মুখ্যু পাও নি। ওই দিয়ে ঘাসুড়েগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছি।'

'এই সেরেছে!' বড় কর্তার কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা ফুটে উঠল, 'বেয়াদব মাগীটাকে নিয়ে...হায় ভগবান!'

হতাশার ভঙ্গিতে সে তার হাতদুটো জোড় করে চলে গেল নিজের মনে বকবক করতে করতে। খানিক বাদেই আক্‌সিনিয়া উঠে বসে বিরক্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জোরে। তারপর বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল বাইরে।

লিপা বলল, 'এ বাড়িতে কেন আমার বিয়ে দিলে মা?'

'সবাইকেই বিয়ে করতে হয়, বাছা! এ ত আমাদের ইচ্ছের ওপর নয়, সকলের ইচ্ছে।'

সান্ত্বনাহীন এক দুঃখের অনুভূতিতে ওরা নিজেদের ছেড়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু মনে হল, কেউ একজন আছেন, আকাশের অনেক উঁচুতে, গহন নীলের মধ্যে যেখানে তারা ওঠে সেখান থেকে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, উক্‌লেয়েভো গাঁয়ের যেখানে যা কিছু ঘটছে সব তিনি দেখতে পান, সবকিছু তিনি লক্ষ্য করে চলেছেন। এ জীবনে অন্যায়ের দিকটা বড় বটে কিন্তু বড় শান্ত সুন্দর এই রাত। ভগবানের রাজ্যে ন্যায় আছে, ন্যায় থাকবে, এই রাতের মতোই সে ন্যায় শান্ত সুন্দর, পৃথিবীর সবকিছু যেন সেই ন্যায়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে যেমন ক'রে জ্যোৎস্না বিলীন হয়ে যায় রাত্রির সঙ্গে।

BanglaBook.org

তারপর মনের শান্তি ফিরে পেয়ে মা-মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এ ওর গা ঘেঁসে শুয়ে।

৬

অনেক আগেই খবর এসে গিয়েছিল যে টাকা জাল করা এবং জাল টাকা চালানোর জন্যে মানিসিম হাজতে গেছে। তারপর মাসের পর মাস কেটেছে, পেরিয়ে গেছে বছরের অর্ধেক, দীর্ঘ শীতকাল কেটে গিয়ে শুরু হয়েছে বসন্ত। গাঁ আর সংসারের সকলের কাছে সংবাদটা সয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বাড়িখানা অথবা দোকান ঘরটার সামনে দিয়ে রাতে কাউকে যেতে হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যেত আনিসিম হাজতে রয়েছে। কেউ মারা গেলে যখন গীর্জার ঘণ্টা বাজানো হত, তখনও কেন জানি আবার মনে পড়ে যেত সবাইকার আনিসিম হাজতে রয়েছে, তার বিচার হবে।

গোটা বাড়িখানার ওপর যেন ছায়া নেমেছে একটা। মনে হত বুঝি বাড়ির দেয়ালগুলোও কেমন কালচে হয়ে গেছে, মরচে ধরেছে ছাতে, দোকান ঘরের লোহা বাঁধানো সবুজ রঙের ভারি কবাট হয়ে উঠেছে ফাটা ফাটা। বুড়ো ৎসিবুকিন নিজেও যেন কালচে হয়ে গেছে কেমন। চুল কাটা, দাড়ি ছাঁটার পাট সে অনেক-দিন হল ছেড়ে দিয়েছে। সারা গালে তার অপরিচ্ছন্ন দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। গাড়িখানায় আর তেমন ফুর্তি করে লাফিয়ে ওঠে না সে, ভিখিরি দেখে চ্যাঁচায় না : 'ভগবান তোমাদের দেখবেন!' সামর্থ্য ক্ষয়ে আসছিল বুড়োর, তার আশে-পাশের সবকিছু থেকেই সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। লোকে আর তাকে তেমন ভয় করত না। ঠিক আগের মতোই মোটা ঘুস দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশের লোক এসে একদিন তার দোকান সম্পর্কে একটা এজাহারও লিখে নিল। বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রির অভিযোগে বুড়োর তিনবার তলব এসেছে শহরের আদালত থেকে, কিন্তু তিনবারই বিচারের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়েছে, কেননা সাক্ষী পাওয়া যায় নি। বুড়ো কর্তা কাহিল হয়ে গেল একেবারে।

হাজতে ছেলেকে দেখতে যেত সে প্রায়ই। একটা উকিল ঠিক করল, কোথায় কোথায় সব দরখাস্ত পাঠাল, গীর্জের জন্যে একটা ধ্বজা কিনে দিল। যে হাজতে আনিসিম ছিল সেখানকার ওয়ার্ডেনের জন্যে সে একটা রুপোর চামচ আর একটা গ্লাস-দানি উপহার দিল—জিনিসটার তলায় এনামেল করা অক্ষরে লেখা :

'আত্মা আত্মজ্ঞান রাখে।'

ভারভারা বলে বেড়াতে শুরু করল, 'কারুর কাছে সাহায্য নেব এমন কেউ নেই আমাদের, কেউ নেই। জমিদার বাবুদের কাউকে ধর বড় কর্তাদের কাছে দরখাস্ত পাঠানো দরকার...বিচারের আগে ওকে যদি জামিনও দিত তাও হত... ছেলেটা ওখানে পচে পচে মরবে, এই কি কথা!'

দুঃখ ভারভারাও পেয়েছিল, তবু শরীরটা তার আর একটু মোটা আর একটু চেকনাই হয়ে উঠেছিল। ঠিক আগের মতোই সে প্রদীপ জ্বালাত দেবমূর্তির সামনে, সংসারের দিকে নজর রাখত, আর কেউ এলে জ্যাম আর আপেলের জেলি এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়ন জানাত। আকসিনিয়া আর তার কালা স্বামী আগের

BanglaBook.org

মতোই কাজ করত দোকানে। নতুন একটা কারবার খোলার তোড়জোড় চলছিল—বুর্তোকিনোতে একটা নতুন ইঁটখোলা, আর্কুসিনিয়া সেখানে রোজই প্রায় দেখতে যেত গাড়ি চেপে। গাড়িটা চালাত সে নিজেই, পথে চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হলে কচি রাইক্ষেত থেকে মাথা তোলা সাপের মতো সে মুখ বাড়িয়ে হাসত, সেই সরল রহস্যময় হাসি। আর সারাদিন লিপা খেলা করে বেড়াত তার বাচ্চাটাকে নিয়ে। লেণ্ট পরবের ঠিক আগেই তার ছেলেটি হয়েছে, ছোট্ট, রোগা, রুগ্ন। ওটা যে কাঁদতে পারে, আশেপাশে তাকাতে পারে, লোকে যে ওটাকে মানুষ বলে গণ্য করতে পারে এসব দেখে ভারি অবাক লাগত। ছেলেটার নাম দেওয়া হয়েছিল নিকিফর। দোলনায় শুইয়ে রেখে লিপা দরজা পর্যন্ত পৌছিয়ে এসে অভিবাদন করে বলত, 'কেমন আছ নিকিফর আনিসিমিচ, ভালো ত?'

তারপর হঠাৎ ছুটে এসে চুমু দিয়ে ভরে দিত ছেলেটাকে। তারপর আবার দরজা পর্যন্ত পৌছিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে বলত :

'কেমন আছ নিকিফর আনিসিমিচ, ভালো?'

আর বাচ্চাটা তার ছোট ছোট লাল লাল পা ছুঁড়ে হাসত আর কাঁদত প্রায় একই সঙ্গে, ঠিক একেবারে ছুতোর মিস্ত্রি ইয়েলিজারভের মতো।

অবশেষে বিচারের তারিখ ধার্য হল একদিন। সে তারিখের পাঁচ দিন আগেই বুড়ো কর্তা শহরে রওনা দিল। শোনা গেল, সাক্ষী হিসেবে গাঁয়ের কিছু চাষীকেও ডাকা হয়েছে। ৎসিবুকিনের পুরনো মুনিষটাও সমন পেয়ে চলে গেল।

কথা ছিল বৃহস্পতিবার বিচার হবে। কিন্তু রবিবারও পেরিয়ে গেল, না ফিরল বুড়ো কর্তা, না পাওয়া গেল কোনো সংবাদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে ভার্ভারা তার জানলাটিতে বসে বসে ৎসিবুকিনের ফেরার অপেক্ষা করছিল। লিপা খেলছিল তার বাচ্চার সঙ্গে পাশের ঘরে। ছেলেটাকে নাচাতে নাচাতে সে সুর করে বলছিল :

'ছেলে আমার বড়ো হবে, কত বড় হবে, মরদ হয়ে উঠবে। মায়ে পোয়ে আমরা তখন মজুরি করতে বেরুব! মায়ে পোয়ে কাজ করব আমরা!'

ভার্ভারা চমকে উঠল, 'ছিছি! মজুরি করতে যাওয়া, এসব আবার কী কথা! বড় হয়ে ও ব্যবসা করবে।'

ধমক খেয়ে লিপা আস্তে করে গান গাইতে শুরু করল। কিন্তু খানিক বাদেই আবার সবকিছু ভুলে শুরু করল, 'বড় হবে ছেলে, অনেক বড় হবে, মরদ হয়ে উঠবে, মায়ে পোয়ে একসঙ্গে কাজে বেরুব আমরা!'

'আবার শুরু করেছ ত?'

নিকিফরকে কোলে নিয়ে লিপা এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। বলল, 'বাচ্চাটাকে এত ভালোবাসি কেন মা, কেন যে এটাকে এত ভালো লাগে!' কথা বলতে গিয়ে ওর গলা ভেঙে আসে, চোখদুটো চিক চিক করে ওঠে জলে, 'কে ও? কী ওটা? পালকের মতো পলকা। ছিঁচকাঁদুনে এইটুকুন একটা জীব—অথচ মনে হয় সত্যিকারের একটা মানুষকেই বুঝি ভালোবাসছি। দ্যাখো দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো, একটা কথাও ত মুখ দিয়ে বেরোয় না, কিন্তু ওর চোখের দিকে চাইলেই আমি টের পাই কী চাইছে।'

ভার্ভারা কান পাতে আবার। সন্ধ্যার ট্রেনটা স্টেশনে এসে পৌঁছচ্ছে। তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুড়ো কর্তা হয়ত এতে আসবে। লিপা কী বলছে তার কিছুই

BanglaBook.org

সে শুনছিল না, বুঝছিল না। সময়ের জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে সে বসে বসে কাঁপছিল, ভয়ে ততটা নয়, বরং তীব্র একটা ঔৎসুক্যে। চাষী ভর্তি একটা গাড়ি পার হয়ে গেল সশব্দে। যারা সাক্ষী দিতে গিয়েছিল তারা স্টেশন থেকে ফিরছে। দোকানের সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর এ বাড়ির পুরনো মুনিষটা লাফ দিয়ে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ভারভারা শুনতে পেল, উঠোনের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে...

লোকটা বেশ জোরে জোরে জবাব দিল, 'বিষয় সম্পত্তির অধিকার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ছয় বছরের জন্যে সাইবেরিয়া—সশ্রম কারাদণ্ড।'

দোকানের খিড়কি দরজা দিয়ে আক্সিনিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কেরোসিন বেচছিল সে, তাই তার এক হাতে একটা বোতল, অন্য হাতে একটা ফানেল, তার দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছে কয়েকটা রুপোর মুদ্রা।

'কিন্তু বাবা কোথায়?' অস্ফুট স্বরে সে বলল।

মুনিষটি বলল, 'স্টেশনে। বলে দিলেন, অন্ধকার হলে বাড়ি ঢুকবেন।'

আনিসিমের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে, এ খবরটা যখন বাড়ির ভেতর জানাজানি হয়ে গেল তখন রান্নাঘরের মধ্যে রাঁধুনী মড়াকান্না জুড়ে দিল উচ্চস্বরে। তার ধারণা এই রকম করাই শোভন।

'আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেলে বাছা আনিসিম গ্রিগরিচ, কোথায় গেলে আমার ঈগল সোনামণি?'

কুকুরগুলো সচকিত হয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। ভারভারা জানলার কাছে ছুটে গিয়ে শোকে অস্থির হয়ে দুলতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আপ্রাণ চেঁচিয়ে রাঁধুনীকে সে ধমক দিল :

'থামো বাপু স্তেপানিদা, থামো। ভগবানের দোহাই, মড়াকান্না কেঁদে আর আমাদের যন্ত্রণা বাড়িয়ো না।'

সামোভারটা যে জ্বালাতে হবে সে কথা মনে পড়ল না কারুর। মনে হল সকলেরই যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একমাত্র শুধু লিপাই বুঝল না কী হয়েছে। ছেলেটিকে সে আদর করে গেল ঠিক একইভাবে।

স্টেশন থেকে বুড়ো কর্তা ফিরলে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল না। মামুলী কুশলের দু একটা কথা বলে বুড়ো নিঃশব্দে হেঁটে গেল ঘরগুলোর মধ্যে। রাত্রে খেল না।

সবাই চলে গেলে ভারভারা বলল, 'সাহায্য করার মতো লোক আমাদের কেউ নেই। তখন বলেছিলাম, জমিদার বাবুদের কাউকে ধরতে। আমার কথা শুনলে না...একটা দরখাস্ত পাঠানো উচিত ছিল...'

হাত নেড়ে বুড়ো কর্তা বলল, 'যা সামার্থ্য তাই করেছি। রায় পড়া হলে আমি আনিসিমের উকিলের কাছে গেলাম। সে বলল, এখন আর কিছু করা যায় না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আনিসিমও সেই কথাই বলল, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' তবুও, আদালত থেকে বেরুবার আগে আমি এক উকিলের সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি। আগাম কিছু টাকাও দিয়ে এসেছি ওকে...সপ্তাহখানেক দেখে আবার যাব। এখন ভগবান যা করেন।'

BanglaBook.org

ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে আর এক দফা নিঃশব্দে পায়চারি করে বুড়ো কর্তা ফিরে এলো ভার্ভারার কাছে। বলল :

'আমার বোধহয় অসুখ করেছে। মাথাটা কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। স্পষ্ট করে কিছু চিন্তা করতে পারছি না।'

তারপর, লিপা যাতে শুনতে না পায় সেইজন্যে দরজা বন্ধ করে এসে বলল

'আমার রুবলগুলো নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি। সেই যে বিয়ের ঠিক আগে, ইস্টারের পরের হপ্তায় আনিসিম আমার জন্যে কতকগুলো নতুন নতুন রুবল আর আধুলি নিয়ে এসে দিয়েছিল না? তার একটা মোড়ক আমি রেখে-ছিলাম আলাদা করে। কিন্তু বাদবাকি সব আমি নিজের রুবলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছি...আমার খুড়ো দ্মিত্রি ফিলাতিচ—ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। —যখন বেঁচে ছিল, তখন মাল কেনার জন্যে সে কখন ক্রিমিয়া কখন মস্কো করে বেড়াত। তার একটি স্ত্রী ছিল। খুড়ো যখন মাল কেনার জন্যে বাইরে থাকত, তখন সেই স্ত্রী ঘুরত অন্য লোকের সঙ্গে। ওদের ছিল ছটি ছেলেমেয়ে। আর আমার খুড়োর পেটে যখন দু' এক ঢোক বেশি মদ পড়ত তখন সে হাসতে হাসতে বলত, 'ছেলেগুলোর কোন্‌টা আমার, কোন্‌টা আমার নয় কিছুতেই ঠাহর করতে পারি না হে।' ওমনি কাছাখোলা লোক ছিল সে। এখন আমারও হয়েছে সেই দশা—কোনগুলো যে ভালো রুবল কোনগুলো জাল, কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সবগুলোই বুঝি জাল।'

'ভগবানের দোহাই, অমন কথা বলো না!'

'সত্যি বলছি। স্টেশনে টিকিট করতে গিয়ে তিনটে রুবল বার করে দিয়েছি দাম হিসেবে। আর অমনি ভাবনা ধরে গেছে, জাল নয়ত? ভয়ানক ভয় করছে আমার। নিশ্চয়ই অসুখ হয়েছে একটা।'

ভার্ভারা মাথা নেড়ে বলল, 'যাই বলো, শেষ পর্যন্ত ভগবান যা করবেন তাই হবে। তাই পেত্রোভিচ, আমাদের এখন থেকেই ভেবে রাখা উচিত...খারাপ কিছু একটা ঘটে যেতে কতক্ষণ, তুমি ত আর জোয়ান নও। তুমি না থাকলে, বলা ত যায় না, তোমার নাতির সঙ্গে যদি সকলে খারাপ ব্যবহার করে! নিকিফরের কথা ভেবে আমার ভাবনা হচ্ছে। বাপটা ত নেই বললেই হয়, আর মা-টির না হয়েছে বয়স, না আছে জ্ঞানগম্যি...তুমি ওর জন্যে অন্তত বুতে-কিনের জমিটুকু দানপত্র করে যাও। এটা তোমার সত্যিই করা উচিত, পেত্রোভিচ।' ভার্ভারা ভালো করে বোঝাতে শুরু করল, 'ভেবে দেখো ছোট্ট টুকটুকে ঐটুকু জীব। না করলে কী লজ্জার কথাই না হবে! কাল যাও, গিয়ে একটা দলিল করে এসো। অপেক্ষা করে কী লাভ?'

ৎসিবুকিন বলল, 'ঠিক বটে, ছেলেটার কথা আমার মনেই ছিল না...আজ এসে আমি ওকে দেখিও নি। বেশ ভালো বাচ্চা, নয়? আচ্ছা বেশ। তাহলে বড় হোক ছেলেটা, ভগবানের কৃপায় বেঁচে বর্তে থাকুক।'

দরজা খুলে বুড়ো তর্জনীর ইশারায় লিপাকে ডাকল। ছেলে কোলে লিপা এসে দাঁড়াল।

বুড়ো বলল, 'লিপা বৌমা, তোমার যখনই কিছু দরকার হবে বলো, কেমন? যা খেতে ভালো লাগবে খাবে। আমরা কিছুই মনে করব না। তুমি বেশ ভালো-

BanglaBook.org

ভাবে থাকো এইটুকুই শুধু আমরা চাই...' বাচ্চাটার শরীরের ওপর বুড়ো একটা ক্রুশের চিহ্ন আঁকল, 'আর আমার নাতিটিকে দেখো। আমার ছেলেটিকে আমি খোয়ালাম, কিন্তু নাতিটি ত আছে।'

গাল বেয়ে জলের ধারা পড়ছিল ওর। ফুঁপিয়ে উঠে বুড়ো চলে গেল নিজের ঘরে। তারপর, সাতটি বিনিদ্র রজনীর পর আজ শয্যা নিল, ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

৭

মাঝখানে বেশ কয়েক দিনের জন্যে বুড়ো কর্তা শহরে গিয়েছিল। আক্সিনিয়া কার কাছ থেকে যেন একদিন শুনল কর্তা শহরে গিয়েছিল উকিল ধরে একটা উইল করবার জন্যে। আর যেখানে সে ইঁটখোলা বানিয়েছে সেই বুতেকিনো জায়গাটাই সে উইল করে দিয়েছে তার নাতি নিকিফরের নামে। ঘটনাটা সে শুনল এক সকালবেলায়, ভারভারা আর বুড়ো কর্তা তখন বারান্দার সামনে বার্চ গাছটার তলায় বসে চা খাচ্ছে। দোকানের সদর খিড়কির দুটো দরজাতেই কুলুপ দিয়ে আক্সিনিয়া তার সমস্ত চাবির গোছা নিয়ে এসে বুড়ো কর্তার পায়ের কাছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'আমি আর আপনার জন্যে খেটে মরতে পারব না।' আক্সিনিয়া তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'আমি ত আপনার বাড়ির বৌ নই, চাকরানী। লোকে হেসে হেসে বলছে, 'দ্যাখো, খসিবুকিনেরা কী সুন্দর একটা চাকরানী পেয়েছে।' আপনার বাড়িতে মুনিষ খাটব বলে আমি আসি নি! ভিখিরি পান নি আমাকে—আমার মা আছে, বাপ আছে।'

চোখের জল না মুছেই সে তার রাগে জ্বলন্ত জলভরা দুই চোখে বুড়ো কর্তার মুখের দিকে চেয়ে আপ্রাণ জেরে চেঁচাতে শুরু করল ; চেঁচানির ফলে মুখ আর ঘাড় লাল হয়ে উঠল তার :

'আপনার সেবা করা এই আমার শেষ! খাটতে খাটতে হাড় কালি হয়ে গেছে! কাজের বেলা তখন আমি, দিনের পর দিন দোকানে বসে থাকো রে, রাতের আঁধারে ভোদ্কা বেচো রে! আর জমি দানপত্তর করার বেলায় ওরা, ঐ কয়েদীটার বৌ আর তার পুঁচকে বেটা! এ বাড়িতে উনিই তো রাজরানী আর আমি হলাম চাকরানী! বেশ, তাই করুন, ওকেই দিন সবকিছু, ওই জেলের কয়েদীটাকে। খেয়ে খেয়ে গলায় আটকে ও মরুক, আমি নিজের বাড়ি চললাম। শয়তান কোথাকার! বোকাসোকা আর একটা কাউকে পাবলে ধরে নিয়ে আসুন গে!'

বুড়ো কর্তা জীবনে কখনো তার ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেয় নি, গালাগালি করে নি। ভাবতেও পারে নি কখনও তারই সংসারে কেউ কোনোদিন তার মুখের ওপর মুখঝামটা দেবে, তাকে অসম্মান করবে। এ ঘটনায় সে এমন ভয় পেল যে ঘরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে রইল একটা দেরাজের পেছনে। আর বিমূঢ় হয়ে গেল ভারভারা। ওঠবার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে শুধু হাতটা এমনভাবে নাড়তে লাগল যেন কোনো একটা মৌমাছি তাড়াতে চাইছে।

BanglaBook.org

আতঙ্কে সে বিড়বিড় করে কেবল বলতে লাগল, 'এ সব কী হচ্ছে, কী হচ্ছে এসব? অমনি করে চিৎকার করে নাকি কেউ? লোকে শুনতে পাচ্ছে যে! একটু আস্তে বললে কী হয়... একটু আস্তে!'

আক্‌সিনিয়া চেঁচিয়েই গেল, 'ওই কয়েদীর বৌটাকে আপনি বুতেকিনো লিখে দিয়েছেন। দিন না, দিন, সবকিছু ওকেই দিন! আপনার কাছ থেকে এক রুবলও আমার দরকার নেই! আপনারা গুষ্টিশুদ্ধ মরুন। চোরের ঝাড় সবাই। ঢের দেখেছি আমি, দেখে দেখে চোখ পচে গেল। রাস্তার লোকদের, পথেঘাটে যাকে পান তাদের সকলের গলা কাটেন আপনারা, বদমাইস কোথাকার, ছেলে হোক বুড়ো হোক, কাউকে ছাড়েন না! বিনা লাইসেন্সে বেআইনী ভোদ্‌কা বেচে কে? জাল রুবল কে চালাচ্ছে? জাল রুবল সিন্দুকে ত ভর্তি করে ফেলেছেন—এখন আর আমাকে কী দরকার!'

হাট করে খোলা ফটকটার সামনে ইতিমধ্যে একটি ভিড় জমে উঠেছে। অন্দরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

আক্‌সিনিয়া চিৎকার করে বলল, 'দেখুক সবাই! রাজ্যের লোকের সামনে হাটে হাঁড়ি ভাঙব! অপমানে জ্বলে পুড়ে মরবেন! আমার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। এই, স্তেপান!' কালা লোকটাকে আক্‌সিনিয়া ডাক দিল, 'এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে। বাপের বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে! চোর জোচ্চোরদের সঙ্গে আমি আর থাকছি না। যা আছে বাঁধাছাঁদা করে নাও!'

দড়িতে মেলে-দেওয়া কাপড় শুকোচ্ছিল উঠোনের ওপর। সেখান থেকে আক্‌সিনিয়া তার ভিজে ব্লাউজ আর পেটিকোট টান মেরে খসিয়ে এনে গুঁজে দিল কালার হাতের মধ্যে। তারপর ক্ষেপার মতো দাপাদাপি করে বেড়াল সারা আঙিনা। যা পেল সবকিছু টেনে টেনে আনল, আর যে জিনিসগুলো ওর নিজের নয় সেগুলোকে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গেল।

ভারভারা বিলাপ করে উঠল, 'মা গো মা, ওকে থামাও কেউ তোমরা! একী হল ওর, খ্রীষ্টের দোহাই, বুতেকিনোটা ওকেই দিয়ে দাও বাপু!'

ফটকের সামনে লোকগুলো বলাবলি করল, 'কী মাগী রে বাবা! এমন মেজাজ আর কখনও দেখি নি!'

আক্‌সিনিয়া দাপিয়ে এসে ঢুকল রান্নাঘরে। রান্নাঘরে কাপড় সিদ্ধ করা হচ্ছিল। রাঁধুনী কাপড় ধুতে চলে গিয়েছিল নদীতে। ভেতরে একলা বসে বসে কাচাকাচি করছিল লিপা। উনুনের সামনে একটা ভাঁটি আর একটা কাপড় ধোয়া গামলা থেকে ধোঁয়া উঠে ঘরখানাকে ঝাপসা আর গুমোট করে তুলেছে। মেঝের ওপর একগাদা আ-কাচা কাপড় স্তূপ হয়ে আছে। আর তার পাশেই একটা বেঞ্চির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে নিকিফরকে, যাতে ওখান থেকে পড়ে গেলেও না লাগে। রোগা রোগা লাল লাল পা ছুঁড়ে খেলা করছে নিকিফর। আক্‌সিনিয়া যখন রান্নাঘরে ঢুকল ঠিক তখনই লিপা কাপড়ের স্তূপ থেকে তার একটা শেমিজ টেনে এনে গামলার মধ্যে গুঁজল, তারপর টেবিলের ওপর যে ফুটন্ত জল রাখা হয়েছিল সেইটের দিকে হাত বাড়াল...

গামলা থেকে আক্‌সিনিয়া তার শেমিজটা ছিনিয়ে নিয়ে তীব্র ঘৃণায় তাকাল লিপার দিকে, 'ওটা ছেড়ে দাও! আমার কাপড় তোমাদের ছুঁতে হবে না। কয়েদীর

BanglaBook.org

বো তুমি—কার কি শোভা পায় সেটা জেনে রেখে দিয়ো! স্তম্ভিত লিপা হাঁ করে চেয়ে রইল ওর দিকে। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। হঠাৎ তার নজরে পড়ল আক্সিনিয়া কী রকম করে যেন চেয়ে আছে ছেলেটার দিকে। হঠাৎ জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে আর আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল লিপা।

'আমার জমি চুরি করার ফল ভোগো এবার!' এই কথা বলে আক্সিনিয়া গামলাভর্তি ফুটন্ত জল ঢেলে দিল নিকিফরের ওপর।

একটা চিৎকার শোনা গেল শুধু—উক্লেয়েভো গ্রামে এরকম চিৎকার আর কখনও কেউ শোনে নি। লিপার মতো অমন নরম পলকা একটা শরীর থেকে অমন চিৎকার উঠতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না। আর তারপর সারা আঙিনা জুড়ে নেমে এলো একটা নিথর স্তব্ধতা। নিঃশব্দে আক্সিনিয়া ঘরের ভেতর চলে গেল। মুখে তার সেই অদ্ভুত নিরীহ একটা হাসি...ভেজা জামাকাপড় হাতে নিয়ে কালা লোকটাও এতক্ষণ পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। এবার সেগুলোকে সে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে মেলে দিতে শুরু করল আবার। আর নদীর ঘাট থেকে রাঁধুনীটা না ফেরা পর্যন্ত রান্নাঘরে ঢুকে কী হচ্ছে দেখার সাহস হল না কারুর।

৮

নিকিফরকে নিয়ে যাওয়া হল আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের হাসপাতালে। সন্ধ্যার দিকে সে মারা গেল। বাড়ির গাড়ির জন্য লিপা অপেক্ষা করে নি। সে তার মরা ছেলেকে কম্বলে জড়িয়ে বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেল।

হাসপাতালটা পাহাড়ের ওপরে। নতুন তৈরি, জানলাগুলো বেশ বড় বড়। ঢলে পড়া সূর্যের রোদে জ্বলছিল, যেন আগুন লেগেছে। নিচে এলিয়ে আছে গ্রামখানা। রাস্তা দিয়ে নেমে লিপা গাঁয়ে ঢোকার ঠিক আগে একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে বসে রইল। একটা ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যে নিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ঘোড়াটা জল খেতে চাইছিল না।

মেয়েটি যেন অবাক হয়ে বলল, 'জল খেলি না কেন? কী হল?'

জলের ঠিক ধারে লাল শার্ট পরা একটা ছেলে তার বাপের বুটজুতো পরিষ্কার করছিল উবু হয়ে বসে। এ ছাড়া আর একটি লোকও চোখে পড়ে না, না গাঁয়ের মধ্যে, না পাহাড়ের গায়ে।

ঘোড়াটার দিকে নজর করে লিপা বলল, 'ও খাবে না...'

মেয়েটা আর বুট হাতে-করা ছেলেটা দু'জনেই চলে যাবার পর আর একটা লোককেও দেখা গেল না কোথাও। সিঁদুরে সোনালী জরির এক উদার শয্যায় সূর্য গা এলিয়েছে। লাল আর বেগুনী রঙের লম্বা লম্বা মেঘের সারি আকাশ জুড়ে তাকিয়ে আছে তার ঘুমের দিকে। অনেক দূরে কোথা থেকে কে জানে, একটা বক ডাকছিল। মনে হচ্ছিল যেন গোয়ালে বাঁধা কোনো গোরুর ভাঙা ভাঙা বিষণ্ণ হাম্বারব। প্রতি বছর বসন্তে এই রহস্যময় পাখিটার ডাক শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ জানে না, পাখিটা দেখতে কেমন, কোথায় তার বাসা। পাহাড়ের মাথায়, হাসপাতালের পাশে, পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে আর সারা মাঠ জুড়ে নাইটিঙ্গেল পাখির গান শোনা যাচ্ছে। কোকিলগুলো যেন

BanglaBook.org

কারও বয়স গুনতে বসে বারবার ভুল করে বসছে তারপর আবার শুরু করছে পুকুরের ব্যাঙগুলো—যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কথা :

'তুইও অমন, তুইও অমন!' চারিদিকে শব্দের রাজ্য। মনে হয় বুঝি ওরা সবাই যেন গান আর চীৎকার শুরু করেছে ইচ্ছে করে, যাতে এই বসন্তের রাতে কেউ না ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে সকলেই এমনকি বদরাগী ব্যাঙগুলোও এ রাতের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে উপভোগ করে নিতে পারে। কেননা জীবন ত আমাদের এই একটাই!

তারাভরা আকাশে চাঁদ উঠল বাঁকা, রুপালী। কতক্ষণ পুকুরের পাড়ে বসেছিল সে, খেয়াল ছিল না লিপার। উঠে যখন সে হাঁটতে শুরু করল তখন দেখা গেল গাঁয়ের সকলেই শুয়ে পড়েছে, আলোগুলো নিভে গেছে। এ গাঁ থেকে উক্‌লেয়েভো সম্ভবত বারো ভের্স্ত দূরে ; বড় কাহিল লাগছিল লিপার, পথ বার করার ইচ্ছেটুকুও তার আর ছিল না। চাঁদটা কখন তার সামনে পড়ছে, কখন বাঁয়ে কখন ডাইনে, আর কোকিলটা যেন ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলেছে। আর ভাঙা গলাতেই হেসে টিটকিরি দিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে : 'পথ ভুলো, পথ ভুলো!' লিপা জোরে জোরে হাঁটার চেষ্টা করল। মাথার ওড়নাটা তার হারিয়ে গেল কখন...আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভাবছিল, তার ছেলের আত্মা এখন না জানি কোথায়। সে কী তার মায়ের পিছু পিছুই আসছে? নাকি তার মাকে ভুলে গিয়ে অনেক উঁচুতে ভেসে গেছে তারাগুলোর কাছে? কী নিঃসংগ এই রাতের মাঠ, যখন চারিদিকের এই সংগীতের মাঝখানে তোমার উপায় নেই গাইবার, যখন এই অবিরত হর্ষধ্বনির মাঝখানে তোমার আনন্দ নেই, যখন আকাশ থেকে তোমার মতোই নিঃশব্দ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চাঁদ, বসন্তই হোক আর শীতই হোক, লোকে বেঁচেই থাক কি মরেই যাক, কিছুতেই যার কিছু যায় আসে না...মন যখন দুঃখে ভরে ওঠে তখন একলা থাকা বড়ো কষ্টের। শুধু যদি একবার তার মাকে, কি 'পেরেক'কে কি রাঁধুনীকে কি যা হোক কাউকে এখন কাছে পেত লিপা!

বু-উ-উ!' বক ডাকল, 'বু-উ-উ!'

হঠাৎ পরিষ্কার শোনা গেল একটি মানুষের কণ্ঠস্বর :

'চলে আয়, ভাভিলা, ঘোড়াটাকে জোত।'

খানিকটা দূরে, রাস্তার ঠিক পাশেই আগুন জ্বালানো হয়েছিল। শিখাগুলো নিভে এসেছে, এখন শুধু অংগারগুলো জ্বলছে। ঘোড়ার দানা চিবুনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে ঠাহর করা গেল দুটো গাড়ি, একটার ওপর ব্যারেল চাপানো ; অন্যটা নিচু, বস্তায় ভর্তি। দুটো লোককেও ঠাহর করা গেল, তাদের একজন গাড়ির কাছে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগুনটার সামনে, হাতদুটো তার পেছন দিকে ধরা। গাড়িগুলোর কাছে কোথা থেকে একটা কুকুর গর্‌গর্‌ করে উঠল। যে লোকটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল সে থেমে বলল :

'রাস্তা দিয়ে কেউ বোধ হয় আসছে।'

অন্য লোকটা কুকুরকে ধমক দিল, 'চুপ চুপ কর্‌ শারিক!'

গলা শুনে বোঝা যায় লোকটা বুড়ো। লিপা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল :

BanglaBook.org

'ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।'

বুড়ো লোকটা লিপার কাছে এগিয়ে গেল কিন্তু প্রথমটা কিছু বলল না। পরে শুধু বলল :

'শুভ সন্ধ্যা !'

'তোমাদের কুকুরটা কামড়াবে না ত, দাদু ?'

'না, না, পেরিয়ে যাও, কিছু বলবে না।'

একটু থেমে লিপা বলল, 'হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার কচি ছেলেটা মারা গেল। ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

বেশ বোঝা গেল লিপার কথায় বুড়ো লোকটা বিচলিত হয়ে পড়েছে। লিপার কাছ থেকে সরে সে তাড়াতাড়ি বলল :

'ভেবে কী হবে বাছা, ভগবানের ইচ্ছা।' তারপর তার সঙ্গীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'কী হল রে ! একটু চটপট কর্ না রে বাবা ?'

ছোঁড়াটা জবাব দিল, 'তোমার জোয়ালটা কোথায়, পাচ্ছি না বাপু।'

'কোনো কম্মের নোস তুই, ভাভিলা !'

একটা পোড়া কাঠকয়লা তুলে নিয়ে বুড়োটা ফুঁ দিতে লাগল। তাতে ওর চোখ আর নাকের ওপরটা আলো হয়ে উঠল খানিকটা। জোয়ালটা খুঁজে পাওয়া যাবার পর বুড়ো লিপার কাছে সরে এসে তাকিয়ে দেখল। কাঠকয়লাটা তখনও তার হাতে ধরা। বুড়োর চাউনিতে অনুকম্পা আর কোমলতা মেশা।

বলল, 'তুমি মা হয়েছ। সব মাই তার সন্তানকে ভালোবাসে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। আগুনের মধ্যে কী একটা ঢেলে ভাভিলা পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে ফেলল আগুনটা। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ভরে উঠল নিবিড় অন্ধকারে। চোখে আর কিছুই দেখার উপায় রইল না, শুধু আবার ফিরে এলো সেই মাঠ, সেই তারা ভরা আকাশ, সেই মুখর পাখিপাখালি যারা পরস্পর পরস্পরকে জাগিয়ে রেখেছে। আর যেখানটায় আগুন জ্বালানো হয়েছিল মনে হল ঠিক সেইখানটাতেই এসে কাঁদতে শুরু করেছে একটা ল্যাণ্ড্রেল।

মিনিট দুয়েক পরে অবশ্য গাড়িদুটো, বুড়ো আর ঢ্যাঙ্গা ভাভিলাকে দেখতে পাওয়া গেল আবার। গাড়িদুটোকে টেনে রাস্তায় আনার সময় চাকাগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

লিপা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি সাধু সন্ন্যাসী কিছু বটে ?'

'না বাছা। আমরা থাকি ফির্সানভোতে।'

'তুমি তখন আমার দিকে এমন করে চেয়েছিলে যে আমার খটকা জড়িয়ে গিয়েছিল। আর তোমার সঙ্গের ঐ ছেলেটিও ভারি শান্ত। তাই মনে হয়েছিল, হয়ত সাধু সন্ন্যাসী কেউ হবে বা।'

'তোমাকে কি অনেক দূরে যেতে হবে ?'

'যাব উক্লেয়েভোতে।'

'উঠে বসো তাহলে। কুজ্মিন্কি পর্যন্ত তোমায় পেঁাছে দিতে পারি। সেখান থেকে আমরা বাঁয়ে বেঁকব। তুমি চলে যাবে সোজা।'

যে গাড়িটায় ব্যারেল চাপানো ছিল তাতে উঠল ভাভিলা। আর অন্য গাড়িটায় বুড়ো আর লিপা। গাড়ি চলল আস্তে আস্তে, ভাভিলার গাড়িখানা আগে আগে।

BanglaBook.org

লিপা বলল, 'সারাদিন ছেলেটা যন্ত্রণা পেয়েছে। ওর সেই সুন্দর সুন্দর চোখ দিয়ে সে আমার দিকে এমন করুণ করে চাইছিল! মনে হচ্ছিল কী যেন বলতে চাইছে, পারছে না। হায় ভগবান, হায় মা দেব-জননী, শোকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ওর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কখন টলে পড়ে গেছি। কেন বলো না, মরার আগে ওইটুকু একটা ছেলেকে অত কষ্ট কেন সইতে হয়! যারা বড়, মেয়ে হোক মরদ হোক, বড়রা যখন কষ্ট পায় তখন তাদের পাপ খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো পাপ ও করে নি, ওইটুকুন একটা বাচ্চাকেও কেন অত কষ্ট সইতে হয়, কেন?'

বুড়ো লোকটা বলল, 'কে জানে বাছা?'

আধঘণ্টাখানেক ধরে ওদের গাড়িটা চলল নিঃশব্দে।

বুড়ো বলল, 'কেন, কী জন্যে এর সব ত আর কেউ জানতে পারে না। পাখির পাখা দুটো মাত্র, চারটে নয়, কেননা দুটো পাখাতেই ওরা উড়তে পারে। তেমনি যত কিছু জানা উচিত ভগবান মানুষকে তা সব জানতে দেন নি, তার অর্ধেক কি সিকি ভাগই শুধু সে জানতে পারে। জীবন কেটে যাবার জন্যে যেটুকু জানা দরকার সে সেইটুকু জানে।'

'হাঁটলে বোধহয় একটু ভালো লাগত আমার। ঝাঁকুনিতে বুকটা কেমন করছে।'

'ও কিছু না, বসে থাকো চুপ করে।'

বুড়ো হাই তুলল, মুখের ওপর ক্রুশের চিহ্ন আঁকল।

আবার বলল, 'কিছু ভেবো না মা। তোমার শোক ত কেবল অল্প শোক। জীবন অনেক বড়, আরও কত ভালোমন্দ ঘটবে জীবনে!' তারপর রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'কী বিরাট আমাদের এই মা রাশিয়া! রাশিয়ার সব জায়গায় আমি গেছি, দেখার যা আছে সব আমি দেখেছি, আমাকে বিশ্বাস করো, বাছা। সুখও আছে দুঃখও আছে। সারা পথ আমি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সাইবেরিয়াতে*)। আমুর নদী দেখে এসেছি, দেখেছি আল্‌তাই পাহাড়। সাইবেরিয়াতে বাসা বেঁধে জমি চাষ শুরু করেছিলাম। তারপর রাশিয়া মায়ের জন্যে মন কেঁদে উঠল। নিজের গাঁয়ে আবার ফিরে এলাম। পায়ে হেঁটে ফিরছিলাম—ফেরি নৌকোয় করে একটা নদী পার হচ্ছিলাম আমরা, বেশ মনে আছে। আমার চেহারা হয়েছিল কাঠির মতো সরু, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক, পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, রুটির টুকরো পেলে তাই চুষে চুষে খিদে মেটাচ্ছি। ফেরি নৌকোতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন—কে জানে বেঁচে আছেন কিনা। না থাকলে ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন! তা সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়েছিলেন, দয়ায় তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করল। বললেন, 'তোমার রুটিটাও কালো, জীবনটাও কালো...' তারপর ফিরে এলাম যখন, না ছিল একটা ঘর না একটা দোর। এক বৌ ছিল, তা সাইবেরিয়াতে তাকে মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এসেছি গাঁয়ে। তাই ক্ষেতমজুরী করতে শুরু করলাম। তারপর জানো বাছা, দুঃখও ছিল, সুখও ছিল। এখন বাছা, আমি মরতে চাই না, আরও কুড়ি বছর পারলে বাঁচি। তাই বলছি, দুঃখের চেয়ে সুখই বেশি। আহ্ দ্যাখো,

BanglaBook.org

দ্যাখো, কী মস্ত আমাদের রাশিয়া মা!' আবার এপাশে ওপাশে আর পেছনে তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটা বলল কথাটা।

লিপা শুধাল, 'আচ্ছা, মারা যাবার পর আত্মাটা কত দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে, জানো দাদু?'

'কে জানে বাপু। আচ্ছা রোসো, ভাভিলাকে জিজ্ঞেস করি। ও ইস্কুলে পড়েছে—ইস্কুলে আজকাল সবকিছু শিখিয়ে দেয়। ভাভিলা!'

'এ্যাঁ?'

'আচ্ছা ভাভিলা, কেউ মারা গেলে তার আত্মা কত দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে?'

ভাভিলা ঘোড়াটাকে আগে দাঁড় করাল। তারপর জবাব দিল, 'ন' দিন। কিন্তু আমার খুড়ো কিরিলা মারা যাবার পর তার আত্মাটা আমাদের কুঁড়েতে তের দিন অবধি ছিল।'

'কে বললে?'

'হ্যাঁ। তের দিন ধরে উনুনের মধ্যে খুটখাট শব্দ হত।'

বুড়ো বলল, 'খুব হয়েছে, গাড়ি হাঁকা,' বোঝা গেল ওর একটি কথাও সে বিশ্বাস করে নি।

কুজ্‌মিন্‌কির কাছে এসে গাড়িগুলো বড় রাস্তা ধরল। লিপা হেঁটে যেতে লাগল। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছিল। ঢালুতে যখন সে নামছিল তখন উক্‌লে য়েভোর গীর্জে আর ঘরবাড়িগুলো সব কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে। শীত করছে বেশ। লিপার মনে হল যেন সেই কোকিলটাই এখনও ডেকে চলেছে।

লিপা যখন বাড়ি পেঁছিল তখনও গোরু চরাতে নিয়ে যাওয়া হয় নি। সকলে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় বসে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সবার আগে বাইরে বেরিয়ে এলো বুড়ো কর্তা। লিপার ওপর চোখ পড়তেই তার আর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে থ হয়ে দাঁড়িয়ে সে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।

অবশেষে সে বলল, 'আঃ লিপা, আমার নাতিটিকে তুমি রাখতে পারলে না...'

ভার্‌ভারাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। হাত ছুঁড়ে সে কাঁদল, তারপর কফিনের জন্য মরা ছেলেটিকে সাজাতে বসল।

ভার্‌ভারা বলে যেতে লাগল, 'কী সুন্দর ছিল ছেলেটা...তোর এই একটিই ছেলে, বোকা মেয়ে, তাও রাখতে পারলি না!'

সকাল আর সন্ধ্যেয় অন্তেষ্টির ক্রিয়াকর্ম হল দু বার করে। কবর দেওয়া হল পরের দিন। কবর দেওয়ার পর পাদ্রী আর নিমন্ত্রিতেরা এমন হ্যাংলার মতো ভোজ্যবস্তু সৎকার শুরু করল যে মনে হল যেন কত দিন ধরে ওদের খাওয়া জোটে নি। লিপা পরিবেশন করছিল টেবিলে। একটা বাচ্চার ছাতার আচার কাঁটায় তুলে নিয়ে পাদ্রী তাকে বলল :

'বাচ্চাটার জন্যে দুঃখ করো না মা। ওপরে যে স্বর্গরাজ্য আছে সেখানে শুধু ওরাই, ত যাবে।'

সকলে চলে যাবার পরে এতক্ষণে লিপা সত্যি সত্যি টের পেল নিকিফর নেই, নিকিফর আর ফিরবে না। আর টের পেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। কোন ঘরে গিয়ে

BanglaBook.org

ফুঁপিয়ে কাঁদবে তা জানা ছিল না তার। সে বেশ অনুভব করছিল তার ছেলেটি মারা যাবার পর এ বাড়িতে তার আর কোনো জায়গা নেই, এখানে আশা করার কিছু নেই তার, সে অবাঞ্ছিত। আর সকলে যেন সে কথা টের পেয়ে গেছে।

দোরগোড়ায় হঠাৎ এসে হাজির হল আক্সিনিয়া, অন্ত্যেষ্টির উপলক্ষ্যে সে আগাগোড়া নতুন পোশাক পরেছে, পাউডার লাগিয়েছে মুখে। সে চিৎকার করে বলল, 'বাঃ বেশ, এখানে এসে মড়াকান্না জুড়েছো দেখছি। চুপ করো!'

কান্না থামাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কেবল হুহু করে আরও কেঁদে উঠল লিপা।

রাগে পা ঠুকে আক্সিনিয়া চেঁচাল, 'কানে ঢুকছে না? এখান থেকে সরে পড়ো, এ বাড়িতে আর মুখ দেখাতে এসো না, কয়েদীর বউ! যাও, বেরো!'

বুড়ো কর্তা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'আঃ, ছেড়ে দাও আক্সিনিয়া, একটু চুপ করো, বাছা...একটু কাঁদবেই তো...কোলের ছেলে মারা গেল...'

'কাঁদবে! কাঁদবেই ত!' ব্যঙ্গ করে উঠল আক্সিনিয়া, 'আজ রাত্রিটা থাক, কিন্তু সকালে ওকে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ভাগতে হবে। কাঁদবে!' মুখে হাসি নিয়ে আক্সিনিয়া পা বাড়াল দোকানের দিকে।

পরদিন ভোরে লিপা চলে গেল তরুগুয়েভোতে, তার মায়ের কাছে।

৯

দোকানের লোহার কবাট আর চালায় আবার টাটকা রঙ পড়ে নতুনের মতো চকচক করে আজকাল, বাড়ির জানলায় সুন্দর জেরানিয়াম ফোটে ঠিক আগের মতোই। ৎসিবুকিনদের সংসারে তিন বছর আগে কী ঘটেছিল তা এখন প্রায় ভুলে গেছে সবাই।

বুড়ো মানুষ গ্রিগরি পেত্রোভিচকেই এখনও বাড়ির কর্তা বলে ধরা হয়, কিন্তু আসলে সবকিছু চলে গেছে আক্সিনিয়ার হাতে। কেনাবেচা যা করার সেই করে, তার মত ছাড়া কিছুই হয় না। ইঁটখোলার কারবারটা ভালোই চলছে, রেলওয়ের জন্যে ইঁটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম চড়ে গেছে চব্বিশ রুবলে হাজার। গাঁয়ের মেয়ে বৌয়েরা ইঁট বয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেশনে মালগাড়ি ভর্তি করে দেয় আর মজুরি পায় পঁচিশ কোপেক রোজ।

খ্রিমিনদের সঙ্গে অংশীদারিতে ঢুকেছে আক্সিনিয়া। কারখানাটার নাম হয়েছে এখন 'খ্রিমিন জুনিয়ার এন্ড কোং'। স্টেশনের কাছেই খুলেছে একটা সরাইখানা—সেই দামী হারমোনিয়ামের বাজনাটা এখন আর কারখানায় শোনা যায় না, শোনা যায় সরাইখানাটাতে। সরাইখানাটায় যাতায়াত করে স্টেশন মাস্টার আর পোস্ট মাস্টার। পোস্ট মাস্টার নিজেও একটা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। খ্রিমিন ছোটতরফেরা একটা সোনার ঘড়ি দিয়েছে কালা স্তেপানকে। ঘড়িটা সে অনবরত পকেট থেকে বার করে কানের কাছে এনে ধরে।

গাঁয়ের লোকে বলে আক্সিনিয়ার ক্ষমতা খুব বেড়ে গিয়েছে। কথাটা সত্যিই হবে। কেননা সকালে যখন সে গাড়ি হাঁকিয়ে কারখানায় যায় আর সুখ উপচে পড়া সুন্দর চেহারায় তার সেই নিরীহ হাসি মুখে সারাদিন ধরে যখন সে চার-

BanglaBook.org

পাশের লোককে হুকুম করে বেড়ায় তখন তার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। বাড়ির লোকই বলো, কি গাঁয়ের লোক কি কারখানার লোক, তাকে ভয় করে সবাই। আর যখন সে পোস্ট আপিসে এসে হাজির হয়, পোস্ট মাস্টার লাফিয়ে উঠে বলে :

'বসুন বসুন, স্তেনিয়া আব্রামভ্‌না, বসুন।'

একদিন এক বয়স্ক জমিদার তাকে একটা ঘোড়া বিক্রি করতে এসেছিল। লোকটা ভয়ানক বাবু, গায়ে পাতলা বনাত কাপড়ের একটা লংকোট, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের টপ বুট। আক্‌সিনিয়ার কথাবার্তায় লোকটা এমন মোহিত হয়ে গেল যে আক্‌সিনিয়ার যে দর চাইলে সে দরেই ঘোড়াটা ছেড়ে দিল। আক্‌সিনিয়ার হাতখানা সে অনেকক্ষণ ধরে নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখে তার উজ্জ্বল, নিরীহ, চালাক চোখদুটোর দিকে চেয়ে বলল

'আপনার মতো একটি মেয়ের জন্য আমি সবকিছু করতে পারি, স্তেনিয়া আব্রামভ্‌না। কবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, কেউ যখন আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না ?'

'যখন আপনার খুশি !'

তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেকদিনই দেখা যেত বয়স্ক বাবুটি গাড়ি হাঁকিয়ে দোকানে আসছে বিয়ার খেতে। বিয়ারটা জঘন্য, তিতকুটে। জমিদারবাবু কিন্তু তাই খেয়ে নিত মাথা ঝাঁকিয়ে।

ব্যবসার ব্যাপারে ৎসিবুকিন বুড়ো আর কোনো হস্তক্ষেপ করত না। নিজের পকেটে সে কোনো রুবল রাখত না আর। কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা জাল তা কিছুতেই ঠাহর করতে পারত না সে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো কথা সে কাউকে বলে নি, তার এই অক্ষমতাটা কেউ জানুক, তা ও চাইত না। ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে, সামনে খাবার ধরে না দেওয়া পর্যন্ত খাবারের কথাও মনে থাকে না তার। ওকে ছেড়েই খেতে বসার চল হয়ে গেছে বাড়িতে। কেবল ভারভারা মাঝে মাঝে বলে

'না খেয়েই ও আবার শুয়ে পড়েছে।'

বলে অবশ্য নিতান্ত নিরুদ্বেগে, কেননা ঐ ব্যাপারটা অভ্যেস হয়ে গেছে তার। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই বুড়ো তার পশুলোমের কোটখানি গায়ে দিয়ে বাইরে ঘোরে, কেবল অত্যন্ত গরম পড়লে বাড়িতে থাকে। গাঁয়ের রাস্তাতেই সাধারণত হাঁটা চলা করতে দেখা যায় তাকে। পশুলোমের কোটটার কলার তুলে দিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে, নয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে আছে গীর্জার ফটকের সামনে একটি বেঞ্চিতে। বসে থাকে একেবারে নিথর হয়ে। রাস্তা দিয়ে যারা যায় তারা নমস্কার জানায়, কিন্তু নমস্কার তো ফিরিয়ে দেয় না কখনও, চাষাদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণাটা তার এখনও বজায় আছে। কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তার উত্তর যে অমায়িক আর যুক্তিসংগত হয় না তা নয়, কিন্তু ভারি সংক্ষিপ্ত।

গাঁয়ের লোকে বলে ওর ব্যাটার বৌ তাকে তার নিজের বাড়ি থেকেই বার করে দিয়েছে, খেতে দেয় না। বুড়ো যেন ভিক্ষে করে চালায়। এ গুজব শুনে কেউ কেউ খুশি হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে লোকটার ভাগ্য দেখে।

BanglaBook.org

ভার্‌ভারা আরও মোটা হয়েছে, তার গায়ের রঙ হয়েছে আরও ফর্সা। এখনও সে দানধর্ম করে বেড়ায়, আর্‌সিনিয়া বাধা দেয় না। প্রতি বছর গ্রীষ্মে সে এত বেশি করে জ্যাম বানায় যে পরের বছর বেরিফল পেকে গেলেও তা খেয়ে ফুরোনো যায় না। ফলে জ্যামগুলো শক্ত হয়ে যায় আর ভার্‌ভারার চোখে প্রায় জল এসে পড়ে—ওগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পায় না সে।

আনিসিমের কথা লোকে ভুলতে শুরু করেছে। একদিন তার কাছ থেকে একটি চিঠি এলো পদ্য করে মেলানো, মস্ত বড় একখান কাগজে সেই চমৎকার হস্তাক্ষরে আবেদনপত্রের মতো করে লেখা। বোঝা গেল তার সেই বন্ধু সামরোদভও ওর সঙ্গেই জেল খাটছে। পদ্যের নিচে কদর্য, প্রায় অপাঠ্য হিজিবিজিতে লেখা 'আমার অসুখ করেছে, সর্বক্ষণ কষ্ট পাইতেছি, খৃষ্টের দোহাই কিছু সাহায্য পাঠাইয়ো।'

একদিন রোদ্দুরে ভরা শরতের বিকেলে বুড়ো ৎসিবুকিন গীর্জের সামনে বসেছিল। পশুলোমের কোটের কলারটা উলটিয়ে দেওয়ায় তার নাকের ডগাটুকু আর টুপির সামনেটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। লম্বা বেঞ্চিটার অন্য প্রান্তে বসে ছিল ঠিকাদার ইয়েলিজারভ আর বছর সত্তর বয়সের ফোগলামুখো ইস্কুলের চৌকিদার ইয়াকভ। 'পেরেক' আর চৌকিদার কথা বলছিল।

ইয়াকভ বলল বিরক্তভাবে, 'সন্তানের কর্তব্য বুড়োদের পালন করা... পিতা-মাতাকে ভক্তি করা। কিন্তু ঐ মেয়েটা, ওর ব্যাটার বৌ শ্বশুরকে তারই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষটা না পায় দুটো খেতে পরতে, না আছে তার যাবার মতো কোনো জায়গা। তিন দিন ধরে কিছুই খায় নি ও।'

'তিন দিন!' 'পেরেক' চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। আর ওইখানে ও বসেই আছে। কোনো কথাও বলে না। কথা বলার সামর্থ্যই নেই। কী হবে রেখে ঢেকে। ব্যাটার বৌয়ের নামে ওর মামলা আনা উচিত—আদালতে মাগীটার শাস্তি হয়ে যাক।'

'কার শাস্তি হয়ে যাক বললে?' চৌকিদারের কথাগুলো ঠিক শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল 'পেরেক'।

'কী বললে?'

'মেয়েটা নেহাৎ খারাপ নয়, খাটে খুব। তবে বলছি কি, এদের যা কাজ তাতে ওই ছাড়া... মানে একটু আধটু ব্যভিচার না করে ত এরা চলতে পারে না...'

ইয়াকভ বলল রাগতভাবে, 'তাই বলে নিজের বাড়ি থেকেই বার করে দেবে লোককে! আগে নিজের একটা বাড়ি করুক, তারপর সেখান থেকে যেন বার করে দেয়। ও নিজেকে কী ভেবেছে? রাক্ষুসী কোথাকার!'

ৎসিবুকিন ওদের কথাবার্তা শুনেও একটু নড়ল না।

'বাড়িখানা যদি একটু গরম থাকে আর মেয়েগুলো ঝগড়া না করে তাহলে বাড়িটা তোমার নিজের কি পরের তাতে কী এসে যায় বলো...' 'পেরেক' নিজের মনে হাসল। 'যখন জোয়ান ছিলাম, তখন আমার বৌ নাস্‌তাসিয়াকে বেশ লাগত। বেশ শান্তশিষ্ট ছিল মেয়েটা। আর কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে লাগত আমার পেছনে,

BanglaBook.org

'একটা ঘর কেনো মাকারিচ, একটা বাড়ি কেনো। একটা ঘোড়া কেনো!' যখন মরছে তখনও সে বলেছে, 'নিজের জন্যে একটা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি কেনো, মাকারিচ, পায়ে হেঁটে আর কত বেড়াবে।' আর আমি ওর জন্যে যা কিনেছি সে কেবল ওই মশলাদার বিস্কুট, ব্যস আর কিছু নয়।'

'পেরেক'-এর কথায় কান না দিয়েই ইয়াকভ বলে চলল, 'মেয়েটার স্বামীটা কালা আর ন্যালাবোকা। একেবারে খাঁটি ন্যালাবোকা। একটা হাঁসের চেয়ে এক ছিটে বেশি বুদ্ধিও নেই ছোঁড়াটার। কিছু যদি মাথায় ঢোকে ওর! হাঁসের মাথায় বাড়ি মারলেও হাঁস বুঝতে পারে না কী হচ্ছে।'

কারখানায় তার আস্তানায় যাবার জন্যে 'পেরেক' উঠে দাঁড়াল। ইয়াকভও উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল একসঙ্গে কথা বলতে বলতে। ওরা যখন গোটা পঞ্চাশেক পা এগিয়ে গেছে তখন বুড়ো ৎসিবুকিনও উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পেছু পেছু যেতে লাগল। যেতে গিয়ে পা টলছিল তার, যেন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

গোধূলির আলোয় ভরে উঠতে শুরু করেছে গ্রামটা। সাপের মতো এঁকে-বেঁকে যে রাস্তাটা চড়াই বেয়ে উঠে গেছে তার মাথায় এসে লেগেছে সূর্য। বন থেকে বুড়ির দল ফিরছে, তাদের পাশে ছুটে ছুটে চলেছে ছেলেপিলেরা। সঙ্গে এদের ঝুড়ি ভর্তি ব্যাঙের ছাতা। স্টেশন থেকে বৌ-ঝিরা ফিরে আসছে। মাল-গাড়িতে ইঁট ভর্তি করার জন্যে ওরা গিয়েছিল। ওদের মুখে চোখে ইঁটের লাল লাল ধুলো লেগে আছে। গান গাইছে ওরা। তাদের সামনে আছে লিপা, গাইছে পঞ্চমে গলা তুলে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঢেউ তুলছে সুরে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সে খুশি হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে ভগবানের দয়ায় দিনটা শেষ হল এবার, এবার বিশ্রামের সময়। তার মা, দিন মজুরনী প্রাস্কোভিয়া হাঁটছে দলের সঙ্গে মিশে, হাতে তার একটি পুঁটলি। যেমন চিরকাল হাঁপায়, তেমনি হাঁপাচ্ছে।

'পেরেক' দেখে লিপা বলল, 'নকস্কার মাকারিচ, ভালো আছ ত?'

'নমস্কার, লিপা, সোনা আমার!' 'পেরেক' জবাব দিল খুশিতে।

'ওগো মেয়েমাগীরা, এই বড়লোক ছুতোর মিস্ত্রিটার কথা একটু ভেবো! আহা রে, বাছারা সব' ('পেরেক' ফুঁপিয়ে উঠল)। 'আমার দামী দামী কুড়ুল রে!'

'পেরেক' আর ইয়াকভ চলে গেল। সকলেই শুনতে পাচ্ছিল ওরা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। গোটা দলটার সম্মুখে এবার এসে পড়ল ৎসিবুকিন। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিকটা। লিপা আর তার মা ইতিমধ্যে পৌঁছিয়ে গেছে দলের পেছন দিকে। বুড়ো লোকটা ওদের কাছাকাছি আসতে লিপা আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করে বলল :

'নমস্কার গ্রিগরি পেত্রোভিচ!'

লিপার মাও অভিবাদন করল। বুড়ো দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওদের দিকে। ঠোঁটদুটো কেঁপে গেল তার, চোখ ভরে উঠল জলে। লিপা তার মায়ের পুঁটলি থেকে এক টুকরো খাবার তুলে দিল বুড়ো মানুষটার হাতে। ও নিল, নিয়ে খেতে শুরু করল।

BanglaBook.org

সূর্য ডুবে গিয়েছে। রাস্তার মাথাটাতেও আর এখন সূর্যাস্তের আভা নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। লিপা আর প্রাস্কোভিয়া হাঁটতে শুরু করল তাদের গন্তব্যের দিকে। আর অনবরত ক্রুশচিহ্ন আঁকতে লাগল।

১৯০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

টীকা-টিপ্পনী

আন্তন পাভ্‌লভিচ চেখভ

পৃষ্ঠা ৫

কুচুক-কৈ—ইয়াল্‌তার অদূরবর্তী একটি গ্রাম ; ইয়াল্‌তা—কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী ক্রিমিয়ার একটি শহর। স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র।

পৃষ্ঠা ৬

স্কুলের পৃষ্ঠপোষক—জারের আমলে রাশিয়ায় জেলা অথবা প্রদেশের বিদ্যালয় ব্যবস্থা পরি-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত, নির্বাচিত ব্যক্তি।

মোড়ল—বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় প্রশাসন সংক্রান্ত সর্বনিম্ন আঞ্চলিক বিভাগ (ভোলোস্ত)-এর পরিচালনা ভারপ্রাপ্ত, নির্বাচিত ব্যক্তি।

পৃষ্ঠা ১০

'দুষ্কৃতকারী'—চেখভের গল্প (১৮৮৫)

দেনিস গ্রিগরিয়েভ—'দুষ্কৃতকারী' গল্পের প্রধান চরিত্র—জনৈক অজ্ঞ, নিরক্ষর কৃষক।

পৃষ্ঠা ১২

'আল্‌বিওনের কন্যা'—চেখভের গল্প (১৮৮৩)

পৃষ্ঠা ১৩

'প্রিয়তমা'—চেখভের গল্প (১৮৯৮)

'তিন বোন'-এর ওল্‌গা—চেখভের 'তিন বোন' নাটকের (১৯০১) অন্যতম চরিত্র।

পৃষ্ঠা ১৪

রানেভ্‌স্কায়া—চেখভের 'চেরি বাগান' নাটকের (১৯০৩-১৯০৪) নায়িকা।

স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ত্রফিমভ, ভারিয়া—চেখভের 'চেরি বাগান' নাটকের চরিত্র।

ভের্শিনিন, সলিওনি, তুজেনবাখ্‌—চেখভের 'তিন বোন' নাটকের চরিত্র।

ইভানভ—চেখভের 'ইভানভ' নাটকের (১৮৮৭-১৮৮৯) চরিত্র।

ত্রেপ্‌লেভ—চেখভের 'গাংচিল' নাটকের (১৮৯৬) চরিত্র।

পৃষ্ঠা ১৫

জেনারেল কেলার—সৈন্য সর্বাধিনায়ক। ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনা-স্থল চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল—মাঞ্চুরিয়া।

আলেক্সেই সের্গেয়েভিচ সুভোরিন (১৮৩৪-১৯১২)—রুশ বুর্জোয়া সাংবাদিক, বিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক।

পৃষ্ঠ ১৬

আউত্‌কা—ইয়াল্‌তার উপকণ্ঠ।

মুখোশ

পৃষ্ঠা ২০

'অনাথভবনের'...—অনাথভবন—বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় এই সংস্থা বণিক, মধ্যবিত্ত, কারিগর এবং সমাজের অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পত্তির ওপর অভিভাবকত্ব করত।

মুরুব্বি—নাচঘর দেখাশোনার কাজের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি।

পৃষ্ঠা ২১

বনেদী সম্মানিত নাগরিক—উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশেষ সুবিধা-ভোগী এক শ্রেণীর লোক। রাজপুরুষ সম্প্রদায়-বহির্ভূত লোকেরা এবং বড় বড় বণিকেরা তাদের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সম্রাটের নির্দেশ বলে উক্ত আখ্যায় ভূষিত হত।

কেরানির মৃত্যু

পৃষ্ঠা ২৪

'লা ক্লশে দ্য কর্ণেভিল'—ফরাসী সুরকার রোবের প্লান্‌কেতের (১৮৪৮-১৯০৩) গীতিপ্রহসন।

প্রিভি কাউন্সিলর—রাশিয়ায় অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সরকারী আমলা-দের চাকরিক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম নির্দেশ করে তৎসংক্রান্ত আইনের যে তালিকা ছিল সেই অনুযায়ী বেসামরিক সমস্ত পদ ১৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্বোচ্চ পদাধিকারী বলতে বোঝাত প্রথম শ্রেণীর, আর সর্বনিম্ন ছিল চতুর্দশ শ্রেণীর। প্রিভি কাউন্সিলর তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী—পদমর্যাদায় জেনারেলের সমকক্ষ।

স্টেট জেনারেল—বেসামরিক সরকারী আমলা, পদমর্যাদায় জেনারেলের সমকক্ষ।

শোক

পৃষ্ঠা ২৭

ভের্স্ত্—রুশ দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপের (মেট্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত) প্রাচীন ব্যবস্থা, এক ভের্স্ত্—১·০৬৬ কিলোমিটারের সমান।

ইয়োনিচ

পৃষ্ঠা ৩৩

জেম্‌স্তভো-চিকিৎসক—জেম্‌স্তভোর (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা) চাকুরীজীবী ডাক্তার, প্রধানত গ্রামবাসীদের চিকিৎসা করতেন।

পৃষ্ঠা ৩৪

যিশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণের দিন—যিশুখৃষ্টের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উদ্‌যাপিত এক উল্লেখযোগ্য উৎসব। ইস্টারের পর চল্লিশ দিনের দিন ধর্মবিশ্বাসীরা এই উৎসব পালন করেন।

'তখনও এই জীবন পাত্র অশ্রুধারায় যায় নি পূরে...'—রুশ কবি আন্তন দেল্‌ভিগের 'শোকগাথা'র (১৮২৩) কথা অবলম্বনে রচিত গীত। সুরকার—ম. ইয়াকভ্‌লেভ।

পৃষ্ঠা ৩৫

'লুচিনুশ্‌কো'—রুশ লোকসংগীত।

পৃষ্ঠা ৩৬

'দেনিস, মরে গেলেও এর চেয়ে ভালো পারবে না।'—লোকশ্রুতি অনুযায়ী, নাট্যকার দেনিস ফোনভিজিনের কমেডি 'গবেট'-এর প্রথম অভিনয়ের পর প্রিন্স পতিওমকিন নাকি এই মন্তব্য করেছিলেন।

পৃষ্ঠা ৩৭

'তোমার স্বর আমার কাছে মিষ্টি ও আদরে ভরা...'—আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের 'যামিনী' (১৮২৩) কবিতার ঈষৎ পরিবর্তিত উদ্ধৃতি। এই কবিতার কথা অবলম্বনে বেশ কয়েকজন সুরকার গীত রচনা করেন। পুশ্‌কিনের কবিতায় কথাগুলি ছিল এই রকম: 'আমার স্বর তোমার কাছে মিষ্টি ও আদরে ভরা...'

পৃষ্ঠা ৩৯

'...পিসেম্‌স্কি পড়ছিলাম।'—পিসেম্‌স্কি—রুশ লেখক আলেক্সেই ফেওফিলাক্তভিচ পিসেম্‌স্কি (১৮২০-১৮৮১)।

পৃষ্ঠা ৪৫

'...কোনোটো হলদে, কোনোটা সবুজ...'—হলদে নোট এক রুব্‌লের, সবুজ তিন রুব্‌লের।

'...ম্যুচুয়াল ক্রেডিট সোসাইটিতে...'—ম্যুচুয়াল ক্রেডিট সোসাইটি—প্রাইভেট ব্যাংক ধরনের সংস্থা (বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায়)। ব্যাংকের সদস্যরা (অংশীদাররা) ছিল এর মালিক, তাদের দায়-দায়িত্ব হত যৌথ।

কুকুরসঙ্গী মহিলা

পৃষ্ঠা ৫৪

বেলিয়েভ বা ঝিজদ্রা—মধ্য রাশিয়ার দুটি ছোট জেলা শহর।

...গুবের্নিয়া পরিষদে না গুবের্নিয়ার জেম্‌স্তভো বোর্ডে...—গুবের্নিয়া পরিষদ—প্রদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসন দপ্তর; গুবের্নিয়ার জেম্‌স্তভো বোর্ড—গুবের্নিয়ার জেম্‌স্তভো পরিষদের কার্যনির্বাহী সংস্থা।

পৃষ্ঠা ৫৭

...রওনা হল অরিয়ান্‌দা-র দিকে—অরিয়ান্‌দা—ইয়াল্‌তার অদূরে গ্রীষ্মাবাসপ্রধান অঞ্চল।

পৃষ্ঠা ৫৮

ফেওদোসিয়া—ক্রিমিয়া উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলবর্তী শহর, স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র।

পৃষ্ঠা ৬০

...পেত্রোভ্‌কা স্ট্রীটে... ঘুরে বেড়াতে লাগল...—পেত্রোভ্‌কা স্ট্রীট—মস্কোর কেন্দ্রীয় এলাকার একটি রাস্তা।

পৃষ্ঠা ৬৩

'গেইশা' নাটকের প্রথম অভিনয়ের ঘোষণা...—'গেইশা'—ইংরেজ সুরকার সিড্‌নি জনসনের (১৮৬১-১৯৪৬) প্রহসনগীতি, রাশিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

পৃষ্ঠা ৬৬

...প্রত্যেক বারেই থাকে 'স্লাভিয়ান্‌স্কি বাজারে'...—'স্লাভিয়ান্‌স্কি বাজার'—বিপ্লব-পূর্ব মস্কোর কেন্দ্রাঞ্চলের একটি রাস্তায় অবস্থিত হোটেল ও তৎসংলগ্ন রেস্তোরাঁ।

পৃষ্ঠা ৮৩

ভোলোস্ত্ শাসনবোর্ড—ভোলোস্তের (৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ) প্রশাসনকেন্দ্র।

পৃষ্ঠা ৮৬

শ্রোভেটাইড্—স্লাভ জাতির লোকেদের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রচলিত বসন্তকালীন ধর্মীয় উৎসব। খৃষ্টপূর্ব আমলে উদ্ভূত এই উৎসব শীতবিদায় ও বসন্ত বরণের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ফেব্রুয়ারীর শেষে ও মার্চের শুরুতে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

পৃষ্ঠা ৮৮

...ইস্টার পরবের পর প্রথম রোববার...—বড় উপবাসপর্ব ও ইস্টার পরবের সময় বিবাহোৎসব নিষিদ্ধ ছিল, তাই ইস্টার-শেষের পর প্রথম রবিবারে বিয়ের ধুম পড়ে যেত।

পৃষ্ঠা ৮৯

খ্রিস্টি ধর্মসম্প্রদায়—খৃষ্টীয় উপাসক সম্প্রদায়। খ্রিস্টীয়রা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগসাধন এবং সম্প্রদায়ভুক্ত মহাপুরুষ ব্যক্তির ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব বলে মনে করত।

পৃষ্ঠা ৯১

'...শ্যামদানে বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল...'—এখানে গির্জার বড় ঝাড়লণ্ঠনের কথা বলা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৯৪

সম্মানিত নাগরিক—২১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১০১

...**পয়লা নম্বরের একজন ব্যবসায়ী**...—অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় ব্যবসায়ীদের যে গিল্‌ড বা সমবায় সঙ্ঘ ছিল এখানে তার ইঙ্গিত আছে। পুঁজির পরিমাণ অনুযায়ী সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তিনটি গিল্‌ডে বিভক্ত হত। পয়লা নম্বরের অর্থ সর্বোচ্চ গিল্‌ডভুক্ত।

পৃষ্ঠা ১১৪

সারা পথ আমি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সাইবেরিয়াতে—রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মধ্য রাশিয়ার এলাকাগুলিতে জমির খুবই অভাব দেখা দেওয়ায় সেখান থেকে বাস উঠিয়ে ব্যাপকহারে কৃষকেরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে—সাইবেরিয়ায় ও দূরপ্রাচ্যে চলে যেতে থাকে। নতুন জায়গায় উঠে যাবার আগে সেখানকার জীবনযাত্রা ও হালচাল জানার উদ্দেশ্যে কৃষকসমাজ সেখানে তার প্রতিনিধিদের (পদাতিক) পাঠাত।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org